ললিত-রাগ

রণজিৎ কুমার সেন

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৫৭/সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ উৎসর্গ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রীতিনিলয়েষু—

আড়াল ক'রে নিয়ে চাকর যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে সিঁড়ির মুখে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

পল্লব এসে আবার যখন হেনার ঘরে বসলো, ততক্ষণে তার চা আর খাবার তৈরী হ'য়ে গেছে।

ডিসের দিকে লক্ষ্য ক'রে পল্লব বললোঃ 'চা-টাই তো মিষ্টি, তার সঙ্গে আবার এত মিষ্টি কেন?'

প্রগল্‌ভের মতো হেনা বললোঃ 'সম্পর্কটা তেতো নয় ব'লে। নতুন পাড়ার মিষ্টিটাও তো অন্ততঃ টেষ্ট্‌ ক'রে দেখবেন!'

—'তাই ব'লে এত!'—কথাটা এমন ভাবে উচ্চারণ ক'রলো পল্লব—যেন হেনার প্রথম কথাটা তার কানেই যায়নি।

কিন্তু তা নিয়ে হেনা কিছু ভাবলো না, এরকম ভাববার সময় অনেক প'ড়ে আছে। বললোঃ 'এটুকু বেশী নয়, কথা ব'লতে ব'লতে খান, দেখবেন ফুরিয়ে গেছে।'

কিন্তু কথা যে খুব একটা জম্‌লো, ' নয়। পল্লব বললোঃ 'তোমার বাবার কথা শুন্‌লে তো? কাল থে কই আবার নতুন ক'রে ক্লাস সুরু করা যাক্‌, কি বলো?'

—'অন্ততঃ আসুন তো!' হেনা বলে াঃ 'কী ভুল ক'রেই ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এ্যাডমিশন নিয়েছি াম, এখন তো হাবুডুবু খাবার অবস্থা। শুধু বই আর বই আর বই, এত বই ঢুকিয়ে তবে একটা এম্‌-এ ডিগ্রী। ভাবচি, শষ অবধি গানটা দিতে না হয়।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পল্লব বললোঃ 'তাতে তোমারও স্থ্য নেই, আমারও অসুবিধে।'

—'কি রকম?'

চায়ের কাপে এবারে বোধ করি শেষ চুমুক প'ড়লো পল্লবকুমারের। কাপটাকে নামিয়ে রেখে বললোঃ 'বাউল ভজন আর রবীন্দ্র সঙ্গীতে এখন তুমি প্রায় এ-গ্রেডে এসে পৌঁছেচ, মিছেমিছি মান্যের জন্যে

গান এখন ছেড়ে দিলে তোমার মধ্যের একটা বিরাট সম্ভাবনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অথচ সঙ্গীত পূর্ণতারই সাধনা।' ব'লতে গিয়ে পল্লব খানিকটা সিরিয়াস হ'য়ে উঠছিল।

কেমন একটা অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে মুখে মৃদু হাসি টেনে হেনা বললো: 'সত্যিই তবে আমার মধ্যে কিছু সম্ভাবনা আছে,-সত্যি ক'রে ব'লছেন পল্লব দা?'

পল্লব বললো: 'কেন, নিজে বুঝতে পারো না?'

—'হয়তো পারি, হয়তো পারি না—।' ব'লতে ব'লতে হঠাৎ যেন কেন থেমে গেল হেনা, তারপর তেমনি ভ্রূভঙ্গীতেই মুখখানিকে বিকশিত ক'রে প্রশ্ন ক'রলো: 'আপনার অসুবিধে কি, ব'ললেনা না তো?'

এবারে জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে পল্লব বললো: 'তুমি গান ছেড়ে দিলে আমার টুইশনিটা চ'লে যাবে।'

এবারে আচম্‌কা কেমন একটা উদ্গত হাসিতে ফেটে প'ড়লো হেনা, বললো: 'এবারেই হাসালেন আপনি পল্লবদা। টুইশনিটা চ'লে যাবার পর আপনি বেকার হ'য়ে পথে পথে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াবেন; হয়তো কলেজ ফিরতি কোনোদিন কোথাও আপনার আমার হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাবে, এমন ক'রে দু'জনে দু'দিকে যাবো—যেন কোনোদিন কেউ কাউকে চিনি না; কেমন না?' ব'লে আবার একটা উদ্গত হাসিতে ফেটে প'ড়ে হেনা বললো: 'আপনার মতো পাগল আমি আর দেখিনি: আমি কি সত্যিই গান ছেড়ে দিচ্ছি? পড়া ছাড়লেও হয়তো গান আমি ছাড়তে পারবো না, গান ছেড়ে আমিই বা কি নিয়ে থাকবো, কি নিয়ে স্বপ্ন দেখে স্বপ্নের মধ্যে বাঁচবো? আপনি কাল থেকেই আসুন পল্লবদা।'

—'আজ তবে উঠি!'

—'এক্ষুণি?'

—'কাজ আছে ; অনেক কাজ ফেলে বাড়িটা চিনবার জন্যে শুধু ছুটে এসেছি।' ব'লে এবারে উঠে প'ড়লো পল্লবকুমার।

তাকে সিঁড়িতে নামিয়ে দিতে দিতে হেনা বললোঃ 'কাল থেকে আবার তবে সোম, বুধ আর রবি ?'

ঘাড় কাৎ ক'রে স্বীকৃতি জানিয়ে এবারে সিঁড়ি ভেঙে সোজা নিচের পথে নেমে গেল পল্লবকুমার।

এবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রায় বছর চারেকের। হেনা যখন স্কুল ফাইনাল পাশ ক'রে কলেজে গিয়ে ভর্তি হ'লো, সেই সময় অনেক খোঁজাখুঁজির পর তবে পল্লবকুমারকে পাওয়া গেল হেনার গানের টিউটার হিসেবে। আগে যিনি ছিলেন, তিনি বয়সে প্রবীণ, বাংলার প্রাদেশিক ঢংয়ের মানুষ ; ক্লাস টেনের ছাত্রীর উপযোগি মোটামুটি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন তিনি হেনাকে। কিন্তু লোকটির উপর কেন যেন আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না তার। হয়তো তাঁর দেহের খর্বাকৃতি ও বয়সে প্রবীণ ব'লে। সেই সঙ্গে শব্দোচ্চারণে কিছু জড়তা থাকাও বিচিত্র ছিল না। ফলে অনেক ক'রে মাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তবে তাঁকে বিদায় ক'রতে পারলো হেনা। এবারে প্রশ্ন দাঁড়ালো নতুন টিউটার নি

করবী দেবী একসময় গিয়ে স্বামীকে বললেনঃ 'সারা ঘরে এক ছে ? ঐ তো মাত্র মেয়ে! ভালো টিউটার রেখে ওকে যাতে আরও ভালো ক নিজে গান শেখানো যায়, তাই দেখ না! ওরকম হাবা-গোবা বুড়ো দিয়ে চ'ল্বে না।'

ঋতেন বাবু বললেনঃ 'তা হ'লে টিউটারকে বেশ জোয়ান এবং চালাক-চতুর হ'তে হবে, এই তো? দেখা যাক্ এ-রকম কোয়ালিফিকেশন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা!'

সেদিনই অফিসে গিয়ে ঋতেন বাবু সেরেস্তাদার একাউন্টেন্ট্ আর হেডক্লার্ককে ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে। সবাই তো ভেবে সারা—না জানি কি ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত সব শুনে হাসিমুখে তাঁরা উঠে এলেন।

রণজিৎ কুমার সেন

দিন কয়েকের চেষ্টাতেই পল্লবকুমারের খোঁজ পাওয়া গেল। লক্ষ্ণৌ থেকে পাশকরা আর্টিষ্ট, যেমন ভজন বাউল আর রবীন্দ্র সঙ্গীত জানে, তেম্‌নি জানে খেয়াল আর ঠুংরি। ভাতখণ্ডে প্রফেসারি ক'রে এসেছে বছর দু'তিন। চেহারায় প্রতিভার ছাপ আছে। এতকাল লক্ষ্ণৌ আর বেনারসে কাটিয়েছে, এবারে ক'লকাতায় এসে যদু ভট্‌চার্যি লেনে নিজেদের বাড়ির আঙিনায় নতুন টেক্‌নিকে গানের স্কুল ষ্টার্ট ক'রেছে। সপ্তাহে তিন দিন বাড়ি ব'য়ে এসে গান শেখাতে সে মাসিক দাবী ক'রে ব'সলো পঁচাত্তর টাকা। আগেকার বুড়ো টিউটার নিতেন সপ্তাহে তিন দিন ক'রে এসে ত্রিশ টাকা। ব্যবধানটা পয়তাল্লিশ টাকার, রীতিমত চোখে প'ড়বার মতো।

সেরেস্তাদার ব্রজকিশোর বাবু বললেন: 'তা—কোয়ালিফিকেশনের দাম দেবেন না?'

তা তো দিতেই হবে! সেই দাম দিয়েই পল্লবকুমারকে রাখা হ'লো। প্রথম দিনের ট্রায়ালেই পার্মানেণ্টলি টিকে গেল সে।

করবী দেবী বললেন: 'গলার কাজগুলো কি নিখুঁত, গী কার!'

হেনা ব'ললো: 'স্বরগ্রাম দিয়ে সুর ধরিয়ে দেবার টে নিকটাও সুন্দর।'

সেদিন থেকে প্রতি সোম, বুধ আর র'ববার ঠিক হ'য়ে গে।, ঐ তিনদিন সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা ক'রে হেনার হোম-ক্লাস।

এম্‌নি ক'রে একে একে চারটে বছর কেটেছে।

এই চার বছরে হেনা যেমন আই-এ পাশ ক'রে বি-এ পাশ ক'রে তবে এম্-এতে ভর্তি হ'য়েছে, তেম্‌নি গানেও ধীরে ধীরে এসে ডিগ্রী-কোর্সে পৌঁছেচে। এবারে কোথাও থেকে কিছু-একটা ডিপ্লোমা নেওয়া সাপেক্ষ। পল্লবকুমারের স্কুল এতদিন এ্যাফিলিয়েশন পেয়ে গেলে কথা ছিল না, সেখান থেকেই হেনা ডিগ্রী পেয়ে যেতো, তারপর সে নিজের হাতেই একদিন ডিপ্লোমা দিত সবাইকে। পল্লবকুমারে

কণ্ঠে একসময় এরকম আভাসেরই ইঙ্গিত ছিল। ব'লেছিল : 'তুমি দাঁড়িয়ে গেলে আমার স্কুলের জন্যে বাইরে থেকে মিষ্ট্রেস আনবার হাঙ্গামা থেকে আমি বাঁচি।'

অবাক চোখে তাকিয়ে হেনা ব'লেছিল : 'ওরেঃ ব্বাবা, আমি গিয়ে শেখাব গান, তবেই আপনার স্কুল চ'লেছে!'

—'কেন, সংস্কারে বাধবে?'

—'কিসের সংস্কার?'

অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই পল্লব ব'লেছিল : 'তোমাদের এই জজিয়তি পরিবারের।'

শুনে কেমন অদ্ভুতভাবে যেন হেসে উঠেছিল হেনা।—'পৃথিবীর কোনো সংস্কারই আমার মন স্পর্শ করে না। বাবার জজিয়তি জীবনে বাবাও চিরকাল সব সংস্কারের ঊর্ধ্বে। কিন্তু কোনো কোনো জিনিষ আমার রুচিতে বাধে, মাষ্টারিটা বোধ করি তার মধ্যে একটা!'

এবারে কণ্ঠস্বর অনেকখানি শান্ত ক'রে এনেছিল পল্লব, ব'লেছিল : 'তা হ'লে আমিও তো তোমার রুচিবিগর্হিত বিষয়ের মধ্যেই পড়ছি!'

—'তা কেন?' হেনা ব'লেছিল : 'শিক্ষকদের কি তুলনা আছে? আমি সব চাইতে শ্রদ্ধা করি আর ভালোবাসি শিক্ষকদের, কিন্তু নিজে শিক্ষকতা ক'রতে নয়। আপনি আমার রুচির বাইরে নন্ মশাই, রুচির একেবারে ভিতর মহলে।'

শুনে বোধ করি খুসী বোধ ক'রেছিলো পল্লব, কিন্তু মুখে তার একটিও আর কথা আসে নি।

চার বছরের ইতিহাসের পাতায় এরকম অনেক কথা জ'মে আছে. রুচির প্রশ্ন থেকেই শেষ পর্যন্ত মাষ্টারমশাই কথাটা বাদ প'ড়েছিল. মাষ্টারমশাই সেখানে অত্যন্ত সহজে একদিন পল্লবদা হ'য়ে গেল। পল্লবের নিজের দিক থেকে যদি সংস্কার ব'লে কিছু থাকতো, তবে এ সম্বোধনে সে আপত্তি ক'রতো ; কিন্তু হেনার রুচিতে সে বাধা

দেয়নি। একটা যায়গায় সে শুধু নিজেকে বড়বেশী গুঁটিয়ে রাখতো, যেখানে দেখতো—হেনা তার অত্যন্ত কাছাকাছি আসতে চায়, টূইশনির সময়টাকে অতিক্রম ক'রে তার কাছ থেকে আরও সময় নিতে চায় সে—যেমন ক'রে চায় সে আজও। কিন্তু নিজের লাটাইয়ের সুতো হেনার দিগন্তে ছেড়ে দিতে আজও কেন যেন তেম্‌নি কুণ্ঠা পল্লবকুমারের। অথচ হেনার সেটুকু না আসে বুদ্ধিতে, না আসে অনুভূতিতে।

পল্লবকে সিঁড়িতে নামিয়ে দিয়ে অকারণেই আর একবার এসে ব'সলো সে অর্গানের রীডে আঙুল রেখে, কিছুক্ষণ টুং টাং ক'রে কি একটা সুর তুলতে চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু এলো না। যেটা এলো. সেটা তার এবাড়িরই প্রথম গান—

'এ কি সুধারস আনে
আজি মম মনে প্রাণে…'

সেই সুরের মধ্যেই আবার নিজেকে ডুবিয়ে দিল হেনা।

॥ দুই ॥

সেদিন দুপুরে ইউনিভার্সিটির ভিতরের উঠোনটা ফিপ্‌থ-ইয়ার ক্লাসের গুটিকয়েক ছেলেমেয়ের একটা জরুরী বৈঠকের আলোচনায় মুখর হ'য়ে উঠতে দেখা গেল। আলোচনার মূল বিষয় ছিল দু'টি। প্রথমতঃ এখানকার স্টুডেন্টস্‌ ইউনিয়নের যে কোয়ার্টার্লি মুখপত্র র'য়েছে 'মশাল,' তার নতুন সম্পাদক নির্বাচন এবং দ্বিতীয়তঃ, তাদের আসন্ন সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ের জন্যে কমিটি গ'ড়ে তোলা। ইউনিয়নের এসব কাজে সিক্সথ্‌-ইয়ার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ আসতে চায় না, ফাইনাল পরীক্ষার পড়ার চাপ থাকে মাথায়। ফিপ্‌থ-ইয়ারের ছেলেমেয়েদের বাধ্য হ'য়ে তাই অগ্রণী হ'তে হয়।

মানিক ভঞ্জ প্রস্তাব তুলে বললো: 'আমাদের বীরেন ব্যানার্জির গল্পে এবং কাব্যে যেমন সমান দখল আছে, তাতে মশালের সম্পাদনার ভার বীরেনকেই দেওয়া উচিৎ। জয়েণ্ট এডিটার হিসেবে মিস হেনা চাটার্জি থাকতে পারেন।'

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলে হেনা বললো: 'না, না, সে কি, আমার নাম আবার কেন? আমি কি কোনোদিন কিছু লিখেছি যে কাগজ চালাবো?'

হাতের বাঁধানো খাতাখানিকে এহাতে-ওহাতে ওল্টাতে ওল্টাতে বিনা সঙ্কোচে এবারে বীরেন বললো: 'নিজের হাতে দু' কলম লেখাটা [illegible]াগজ চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার বাইরেও সম্পাদনার অনেক কাজ থাকে; সে কাজ আপনাকে দিয়েই হ'তে পারে। আমার নামটা বরং এখানে বেমানান।'

পাশ থেকে এবারে তরুণ মিত্র গলা বাড়ালো—'বিনয় আর কাকে বলে!'

মুখ টিপে হেসে ওপাশ থেকে মালতি বোস বললো ঃ 'মানিক বাবুর প্রস্তাবটাই তাহ'লে আমরা গ্রহণ করি না কেন ?'

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট টানছিল শ্যামল ভৌমিক, হঠাৎ এবারে সে স্খলিত কণ্ঠে ব'লে উঠলো ঃ 'কেন, আরও তো ক্যাণ্ডিডেট থাকতে পারে, তাদের তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব উঠবার আগেই বীরেন ব্যানার্জি আর মিস চাটার্জিকে এ্যাক্‌সেপ্ট ক'রবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।'

কিন্তু প্রত্যাসন্ন প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় থেকেও কারুর তরফ থেকেই আর এমন কোনো নাম পাওয়া গেল না—যাকে সাদরে গ্রহণ করা যায়। অতএব মানিক ভঞ্জ এবং মালতি বোসের কথাই থেকে গেল। মশালের জয়েণ্ট এডিটার হিসেবে ইলেক্‌টেড হ'লো বীরেন ব্যানার্জি ও হেনা চাটার্জি। সোস্যাল গ্যাদারিংয়ের কমিটিতে যারা প্রথম সারিতে এলো—তাদের মধ্যে হিষ্ট্রি আর ইকোনমিক্স ক্লাস থেকে দু'জন, ইংরেজী আর ফিলোজফি থেকে চারজন, আর বাংলা থেকে মানিক ও মালতি। ভলান্টিয়ার স্কোয়াডের চার্জ দেওয়া হ'লো তরুণ মিত্র আর শ্যামল ভৌমিককে।

সঙ্গে সঙ্গে স্টেন্‌সিল হ'য়ে সারা ইউনিভার্সিটিতে ইলেক্‌শনের খবরটা ছড়িয়ে গেল।

বিকেলে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংকে পিছনে রেখে বীরেন যখন কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে এগিয়ে এলো, গেটের মুখে দেখা হ'য়ে গেল হেনার সঙ্গে। ছুটির পর তাকে রোজ এখান থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড অবধি হেঁটে গিয়ে তবে কুড়ি নম্বর ট্রাম অথবা ষোল নম্বর বাস ধ'রে বাড়ি ফিরতে হয়। গেট পেরিয়ে তাই সে বাইরের ফুটপাতে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বীরেনের গলার শব্দে তাকে থামতে হ'লো।

—'এই যে মিস চাটার্জি, ইলেক্‌শনের পর ক্লাসের বাইরে আর দেখা হয়নি ব'লে আপনাকে কনগ্রাচুলেশন জানাতে পারি নি।

তা—এ বেশ ভালোই হ'লো, দু'জনে মিলেমিশে মশালের অন্ততঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ডটা মেইনটেইন করা যাবে!'

হেনা বললো: 'কিন্তু আপনারা যা পাগলামি ক'রলেন, তা আর ব'লবার নয়।'

—'কেন, কি আবার পাগলামি?'

—'আরও কত কত উপযুক্ত সবাই থাকতে মিছেমিছি আমাকে এর মধ্যে জড়ালেন, এ যদি পাগলামি না হয়, তবে পাগলামি আর কাকে বলে!'

চোখ দু'টো পিট্‌পিট্‌ ক'রে বীরেন বললো: 'সে তো যে-কোনো-কারুর বেলাতেই হ'তে পারতো, আমিও তা থেকে বাদ যেতাম না।'

হেনা বললো: 'আপনি এক্‌সেপশন, একা আপনি থাকলেই যথেষ্ট হ'তো।'

বীরেন বললো: 'তা কেন হবে? এ সকলের কাজ, একা ছাত্ররাই ক'রবে, আর ছাত্রীরা কেউ থাকবে না, তা কি হয়! প্রপোজালের জন্যে মানিককে অন্ততঃ খাইয়ে দেওয়া উচিৎ।'

—'তাই দিন গে, যান।' ব'লে হাসি গোপন ক'রে এবারে ফুটপাথে পা বাড়ালো হেনা।

কিন্তু বীরেন তাই ব'লে গতি পরিবর্তন ক'রলো না কিম্বা স্থাণুর মতো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল না। হেনার পাশাপাশি সেও ফুটপাথে পা বাড়িয়ে বললো: 'সে একসময় দিলেই হবে। তা—আপনি বুঝি সাউথে থাকেন?'

—'হ্যাঁ, কেয়াতলা। আপনি?'

—'ইণ্টালিতে মিড্‌লটন রোডে।'

—'তবে তো এই মোড় থেকে গাড়িতে আমার আর আপনার একই পথ।'

রণজিৎ কুমার সেন

বীরেন বললো : 'তা বটে। তা ছাড়াও বোধ করি আরও ছ'টো একই পথ আছে, ষ্টাডি এবং মশাল এডিটিং।' ব'লে কৌতুক বোধ ক'রে ছু'জনে এবারে একই সঙ্গে হেসে উঠলো।

হেনা বললো : 'অদ্ভুত তো আপনি!'

বীরেন বললো : 'কেন, কি আবার অদ্ভুতের হ'লো, ঠিকই তো ব'লেছি! শুধু জীবনের পথটাই যা আলাদা।'

ঠোঁটের কোণে কেমন একটা পাতলা হাসি টেনে এবারে হেনা বললো : 'এক মুহূর্তে আপনি তো বেশ অনেক কিছু ভেবে ব'লতে পারেন!'

বীরেন বললো : 'এর মধ্যে আর ভাববার কি আছে, পথ চলার এই তো ফ্যাক্ট! ধরুন, একই গাড়িতে গিয়ে যদি ছু'জনে এখন একই সঙ্গে উঠি, তবু তো একই স্টপেজে গিয়ে আমরা নামছি না, আমার নেমে যাবার পরেও আপনি অনেক দূর অবধি চ'লতে থাকবেন।'

হেনা বললো : 'আপনি কথার কারবারী, আপনার সঙ্গে কথা ব'লে আমি পেরে উঠবো না; কিন্তু মাঝে মাঝে এক স্টপেজেও তো নেমে পড়া যায়!'

বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে মনে হ'লো—হঠাৎ যেন তাকে খানিকটা বোকামিতে পেয়ে ব'সেছে। বললো : 'তা কি ক'রে হ'তে পারে?'

কোনোরকম সঙ্কোচ না ক'রে হেনা বললো : 'ধরুন কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আমার সঙ্গে আপনি চা খেতে এলেন। অন্ততঃ এক্সপেক্ট ক'রতে পারি তো কোনোদিন!'

কিন্তু বীরেন একথার কিছু-একটা জবাব দেবার আগেই তারা মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। সামনে চোখে প'ড়লো—বালীগঞ্জের ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত হ'য়ে হেনা তাই জিজ্ঞেস ক'রলো : 'আপনি এখুনি বাড়ি ফিরবেন তো?'

মুখে কিছু-একটাও না ব'লে ঘাড় বেঁকিয়ে সম্মতি জানালো বীরেন।

—'তবে চলুন, এই গাড়িটায় উঠে পড়ি। গাড়ি পেতে আজ-কাল যা দেরী হয়, তাতে আর ধৈর্য্য থাকে না।' ব'লে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ট্রামটায় উঠে প'ড়লো হেনা।

বাধ্য হ'য়ে বীরেনকেও উঠতে হ'লো। অন্যদিন এসময়ে বন্ধুদের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে কিম্বা কফি হাউসে ব'সে খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে তবে সে বাড়ি ফেরে। কিন্তু আজকের দিনটা স্বতন্ত্র। আজকের এবেলার স্বাদটা নতুন। আজ মনে মনে কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল পুরণো দিনের একঘেয়েমিকে ভুলে একটুকালের জন্যেও অন্ততঃ নতুন হ'য়ে উঠতে। সেই নতুনত্বের সুযোগ দিয়েছে হেনা। প্রথম যেদিন সে ক্লাসে এসে ব'সলো, সেদিনই কেন যেন অন্যান্য সহপাঠিনীদের তুলনায় তাকে একটু আলাদা ব'লে মনে হ'য়েছিল বীরেনের ; শুধু বীরেনের কেন, আরও অনেকের। মনে হ'য়েছিল—চলতি জীবনযাত্রায় সব মেয়ে যেখানে প্রায় এক ছাঁচে গড়া, হেনা সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যতিক্রম। রূপে যে উর্ব্বশী, তা নয়, অথচ চেহারায় এমন কিছু আছে—যার আকর্ষণ অপরিসীম, যার সঙ্গে আর কারুরই মিল নেই। ওর হাসি আলাদা, ওর কথা বলার ভঙ্গী—এমন কি ক্লাসের সিটে এসে ব'সবার ভঙ্গীটাও আলাদা। কে যেন ইতিমধ্যেই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল—গানে ওর অদ্ভুত গলা। আসন্ন সোস্যাল গ্যাদারিংয়ের ব্যাপারে তাই অনেকের মধ্যে চাপা সুরে গুঞ্জন উঠেছে—ওপেনিং সং হেনাকে দিয়েই গাওয়াতে হবে। যে মেয়ে নিজেই এমন স্ফুলিঙ্গ, মশালের জয়েন্ট এডিটার হিসেবে তার নাম না থাকাটাই অশোভন হ'তো।

কথাগুলো দ্রুত এসে গিয়েছিল বীরেনের মনে। কিন্তু এবারে ট্রামের সিটে ব'সতে গিয়ে হঠাৎ কথাগুলো মনের কোথায় যেন তার থেমে গেল। লেডিস সিটে একজন শুধু ব'সতে পারে, তা ছাড়া একটা

সিটও আর খালি নেই। যে সব প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের সংখ্যাটাও মোটামুটি কম নয়। অথচ এমন ভিড়ের মধ্যেও নিজের জন্যে সিট খালি পেয়ে হেনা এগিয়ে গিয়ে ব'সলো না।

বীরেন বললো: 'সে কি, সিট খালি থাকতেও এত ভিড়ে এভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন?'

অনুচ্চ কণ্ঠে হেনা বললো: 'না গেলে দু'জনে একসঙ্গে আসার কিছুই যে মানে থাকে না! আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি নির্লজ্জের মতো ব'সে আরাম ক'রে যাবো, তা কি হয়!'

বীরেন বললো: 'আমার আর ক'টা স্টপেজই বা, একটু বাদেই তো আমি নেমে যাবো! আপনার তো সে-ই গড়িয়াহাটের মোড়, যেতে অনেক সময় নেবে, তা ছাড়া ইন্টালি ছাড়াবার পর আপনাকে তো একাই যেতে হবে!'

—'ঠিক আছে, তখন একটা-না-একটা সিট জুটেই যাবে।' ব'লে বীরেনের ডান দিক ঘেঁষে এবারে জানালার খানিকটা পাশে এসে দাঁড়ালো হেনা, তারপর বললো: 'কথায় কথায় গেলে দাঁড়িয়ে যেতে একটুও কষ্ট হয় না।'

পাছে আর কারুর কানে যায়, এমনি কণ্ঠে কবিতার মতো ক'রে বীরেন বললো, 'কিন্তু পথ যখন অনেক বাকী থাকে, অথচ কথা ফুরিয়ে যায়, তখন মনে হয়—পা দুটো বুঝি দেহের ভার আর সইতে পারছে না, পা দুটোই যেন কথালো হ'য়ে উঠে, বলে: আমাকে রেষ্ট দাও।'

এত ভিড়ের মধ্যেও কথাগুলো শুনতে বেশ লাগছিল হেনার, মুখ টিপে হেসে সে বললো: 'অত নড়বড়ে পা আমার নয়, আমি অনেক হাঁটতে পারি।'

বীরেন বললো: 'আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। মনে হয়—আপনার মতো মেয়ে শুধু পিয়ানোয় বা অর্গানে ব'সে কিছু-একটা গানের সুর তুলতেই বুঝি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে!'

—'আর আপনাকে দেখে বুঝি ভাস্কো-ডি-গামা ব'লে মনে হয়? একটুও তা ভাববেন না।' থেমে হেনা বললোঃ 'আসলে স্ট্রেংথ নির্ভর করে যার যার ভাইটালিটির উপর, আমার তা পুরোদস্তুর আছে।'

উত্তরে কি একটা ব'লতে গিয়ে এবারে হঠাৎ থেমে গেল বীরেন।

কোন্ এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে পয়সার হিসেব নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেল কন্ডাক্টারের, তাই নিয়ে অকস্মাৎ ট্রামের একটা অংশ গরম হ'য়ে উঠলো। হেনা মনে মনে ভাবলো—দ্রুত পা চালিয়ে মিথ্যেই সে এই ট্রামটায় এসে উঠেছিল, আর বীরেন ভাবলো—কী বিশ্রী পরিবেশের মধ্যেই না একটু বাদে নীরবে তাকে নেমে যেতে হবে!

হ'লোও তাই। কন্ডাক্টার কিম্বা প্যাসেঞ্জার ভদ্রলোক—কেউ সহসা থামবে ব'লে মনে হ'লো না। ইতিমধ্যে বীরেনের স্টপেজ এসে গেল। বললোঃ 'আমি নেমে পড়ি মিস চাটার্জি, কাল আবার নিশ্চয়ই দেখা হ'চ্ছে?'

হেনা বললোঃ 'বেঁচে থাকলে অবশ্যই।'

কিন্তু বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা ক'রলো না বীরেন, গাড়িটা এসে স্টপেজে দাঁড়াতেই এবারে দ্রুত সে নেমে গেল। বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে নিজের দিকে এতক্ষণে একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো সে। মনে হ'লো—হেনা চাটার্জি খুব একটা মিথ্যে বলেনি। এমন পুরুষ্ট স্বাস্থ্য নয় তার—যাতে তাকে সত্যিই ভাস্কো-ডি-গামার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু ভাস্কো-ডি-গামাই যে গায়ে-পায়ে মিলিযে খুব একটা অসাধারণ ছিল, তারই বা প্রমাণ কি? হয়তো ইতিহাসের পাতা খুঁজলে তার ছবি পাওয়া যায়, কিন্তু ততখানি ধৈর্য নেই বীরেনের। তার বদলে আপাতত একটা কথা ভেবে অন্ততঃ সে স্বস্তি বোধ ক'রলো যে, ভাস্কো-ডি-গামা একদা যেমন ক'রে আমেরিকা আবিষ্কার ক'রেছিল, তার চাইতে হয়তো কোনো অংশে কম থ্রিলিং নয় তার পক্ষে আজ

সিটুইনা চাটার্জিকে আবিষ্কার করা। কিন্তু ইতিহাসের এতবড় সত্যটা হয়তো হেনা নিজেও জানলো না।

জানবার প্রয়োজনও ছিল না হেনার। যা সহজ, যা সরল রেখার বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত, কঠিন ব'লে যাকে একটুও মনে হয় না, তা নিয়ে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট ক'রবার মতো মনের গড়নই নয় তার। ট্রামের জানালা ঘেঁষে যেমন সে দাঁড়িয়েছিল, তেম্‌নি একান্তে তু'টো পায়ের উপর ভর রেখে সারাপথ সে কাটিয়ে দিল। যখন বাড়িতে এসে পৌঁছালো, দেখলো—কখন্ থেকে এসে পল্লব ব'সে আছে! আজ যে বুধবার, এতক্ষণ হেনার তা মনেই ছিল না। আজ তার ভজনের ক্লাস। পল্লবের কাছে আজ তার নতুন গানের মহড়া। সবটাই যেন আজ নতুন! মধ্যদিনের প্রহর থেকে এই অলস আতুর সন্ধ্যা—এর সবটাই যেন আজ নতুনে ভরা! মনে মনে কি একটা ভজনের সুর ভাজতে ভাজতেই বেণীটাকে ঝড়ের মতো পিঠের উপর তুলিয়ে দিয়ে বেশ-বাশ পরিবর্তনের জন্যে এবারে সে বাড়ির নিভৃতে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

॥ তিন ॥

কয়েকদিন ধ'রে ঋতেন চাটার্জির শরীরটা বিশেষ সুস্থ যাচ্ছিল না। রিটায়ার ক'রে অবধি তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয় হ'য়েই প'ড়েছিলেন। আগে আগে সময় মতো অফিসের এজলাসে গিয়ে বসার বিরাম ছিল না, বাড়িতে যখন ফিরতেন—গাড়ি থেকে একগাদা ফাইল টেনে নামাতে হ'তো। দেখে চোখ কপালে উঠতো করবী দেবীর। তিনি জানতেন—কিসের এসব ফাইল। কোর্টের যতরকম জটিল মোকদ্দমা আছে, তার উকিলনামা থেকে স্থুরু ক'রে আসামী ও বাদীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে সে-গুলোতে। তার প্রতিটি লাইনের উপর দিয়ে অন্ততঃ তিনবার ক'রে সতর্ক চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তবে নতুন ফুলস্কেপের পাতায় নোট লিখবেন জজসাহেব। কাছে গিয়ে একটা কথা ব'লবার তখন সাহস থাকবে না কারুর। তার জন্যে করবী দেবীরই কি কম ক্ষোভ থেকেছে! ঋতেন বাবুর তখন সময়গুলো কোথা দিয়ে কেটে যেতো, নিজেই টের পেতেন না। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে স্বাস্থ্যের বৈরিতা বুঝতেন না বড়-একটা। কিন্তু রিটায়ার করার পর বাইরের জগৎটা যখন তাঁর কাছে ঢাকা প'ড়ে গেল, যখন করবী দেবী এতদিনের সমস্ত ক্ষোভ মিটিয়ে দিন-রাত্রির নানা প্রহরে স্বামীর সঙ্গে মন খুলে গল্প ক'রবার অফুরন্ত সময় পেলেন, তখন থেকে শরীরটা যেন কেমন ধীরে ধীরে ভেঙে প'ড়তে লাগলো ঋতেন বাবুর। তার মধ্যেই সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা তিনি সমস্তটা লেক টহল দিয়ে আসেন। কখনও পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়, লেকের বেঞ্চিতে ব'সেই কিছুবা কর্মজীবনের রোমন্থন, কিছুবা রাজনীতি আর সংসারধর্ম, নয়তো বার্দ্ধক্যের অধ্যাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা করেন; বাড়ি ফেরার পথে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন: 'এই তো দু'পা বাড়ালেই আমার ডেরা; মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প করা যাবে।'

আসেনও বটে কেউ কেউ। বাকী অবসর সময়গুলো কাটে কিছুক্ষণ গিন্নীর সঙ্গে গল্প ক'রে, আর ইংরেজী বই ও জার্ণাল প'ড়ে। এ অভ্যাসটা ঋতেন বাবুর ছোটবেলা থেকে, কিন্তু কর্মজীবনে জজিয়তিতে প্রবেশ ক'রে গ্রন্থপাঠে মন দিতে পেরেছেন খুব কমই। রিটায়ার ক'রে তাই গ্রন্থকেই অবসরের সঙ্গী ক'রে নিয়েছেন। এ কাজে তাঁকে যে সাহায্য করে, সে হেনা। মাঝে মাঝে প'ড়তে গিয়ে ঋতেন বাবুর চোখ যখন ঝাপ্সা হ'য়ে আসে, কিম্বা ইচ্ছে করে—কেউ পাশে ব'সে পড়ুক, তিনি চোখ বুজে শোনেন, তখনও হেনারই ডাক পড়ে। এ জন্যে হেনাকে তৈরী ক'রে তুল্‌তে তিনি নিজের দিকে কোনো ত্রুটি রাখেন নি। এ বাড়ির ছেলে ব'ল্‌তেও সে, মেয়ে ব'ল্‌তেও সে। তাকে নিয়ে আশার জাল বোনেন বৈকি মনে মনে ঋতেন বাবু!

সেদিনও অসুস্থাবস্থাতে তাঁর ইজিচেয়ার থেকে ডাক প'ড়লো হেনার। মোড়াটাকে বাবার কাছাকাছি টেনে এনে বস্‌তেই ঋতেন বাবু ব'ল্‌লেন: 'খানিকক্ষণ প'ড়ে এখন আর ইচ্ছে ক'রছে না, অথচ আর গোটাকতক পাতা প'ড়লেই বইটার একটা বড় চ্যাপ্টার শেষ হয়। ইণ্টারন্যাশনাল এডুকেশন নিয়ে লেখা এরকম বই খুব বেশী হাতে পাওয়া যায় না, প'ড়লে তোরও অনেক কাজে আসবে মা, পড় দিকি কিছুটা, শুনি!'

নিজের হাতে কাজ থাকলেও এরকম সব মুহূর্তে সে-কাজ ফেলে রাখতে হয় হেনাকে। বাবা সম্পর্কে তার ভক্তির প্রশ্নটা বড় নয়, ভালোবাসার প্রশ্নটাই বড়। বাবার মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। কোনো একটা মুহূর্তেও তাই তাঁর কোনো কথা ঠেলে ফেলা যায় না। সেদিনও তেম্‌নি ঠেলে ফেল্‌তে পারলো না হেনা। নীরবে বইখানিকে হাতে তুলে নিয়ে সে প'ড়তে সুরু ক'রে দিল—

—Whatever the continent and the nation, its future will largely depend on the quality and the extent of public education. The analysis of the main educational factors, as they have emerged within the new countries, reveals,

despite all environmental differences, a member of persistent trends and issues that, once clarified, appear to be of general educational, sociological and philosophical significance. And, however surprising it may be at the first glance, there is really nothing fundamentally novel in the new nations' developments. For these developments reflect reactions that may appear in every person who is overwhelmed by new constellations of experience. Or, one may understand the events in the new nations more easily by imagining that the political and cultural evolution of modern European countries, instead of lasting from the middle ages and the Renaissance up to the present, had been composed into the lifetime of two generations ..

থেমে হেনা বললো : 'রামমোহন থেকে আমাদের যে রেনেসাঁর স্বৃষ্টি, তার নজির বোধ করি ইউরোপীয় দেশগুলিতে খুব বেশী পাওয়া যায় না, তাই না বাবা ?'

এতক্ষণ ইজিচেয়ারের উপর পা দু'খানিকে মেলে দিয়ে চোখ বুঁজে একটানা শুনছিলেন ঋতেন বাবু, এবারে মেয়ের প্রশ্নে চোখ মেলে হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'তোমার প্রশ্নটা অর্থগর্ভ সন্দেহ নেই, কিন্তু রামমোহনকেও ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে তবে সংস্কারের কাজে হাত দিতে হ'য়েছিল। আর সেই সংস্কার থেকেই তো রেনেসাঁর স্বৃষ্টি !'

হেনা এবারে একখানি হাত বাবার গায়ের উপর মেলে দিয়ে বললো : 'কি আশ্চর্য দেখ বাবা, তোমার এই চ্যাপ্টারে পাবলিক-এডুকেশনের উপর কতই না জোর দেওয়া হ'য়েছে, অথচ আমাদের দেশটার দিকেই তাকিয়ে দেখ, এখানে একদা লোক-শিক্ষার যে সব আধার ছিল, ইংরেজের রোলারের চাপে প'ড়ে সে সব গুঁড়িয়ে কবেই নষ্ট হ'য়ে গেল ! মিডিয়েভাল এইজ থেকে পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসই বোধ করি এই। অথচ শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সভ্যতা সবই তো গণ-চেতনার উপর নির্ভরশীল !'

ঋতেন বাবু বললেনঃ 'ইতিহাসের নিয়মেই সেই চেতনার উদ্বোধন আবার হতেই হবে। নইলে পৃথিবী কি নিয়ে বাঁচবে মা?'

ইত্যবসরে পাশের দরজা দিয়ে করবী দেবী এসে সামনে দাঁড়ালেন। বললেনঃ 'শরীর খারাপ নিয়েও মুখের তোমার কামাই নেই। এরপর বায়ু চ'ড়ে গিয়ে যখন ঘুম আসবে না, তখন কি ক'রবে?'

স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ তুলে ঋতেন বাবু বললেনঃ 'না, না, আমি আবার কোথায় কথা বললাম, হেনাই তো এতক্ষণ আমাকে প'ড়ে প'ড়ে শোনাচ্ছিল! তা—হেনা কোনো প্রশ্ন ক'রলে তার জবাব দেবো না?'

করবী দেবী বললেনঃ 'আর মেয়েরও বলিহারী যাই। বাবাকে অসুস্থ জেনেও যদি দু'দণ্ড চুপ ক'রে থাকতে পারিস?'

কিন্তু সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে হেনা বললোঃ 'এক্ষুণি একটা সুখবর দিয়ে তোমাকে খুসী ক'রে দিতে পারি মা; ব'লবো? বাবাকে অবধি এখনও বলি নি।'

ঋতেন বাবু বল্‌লেনঃ 'ও—আমাকে অবধি আজকাল তবে লুকোতে শিখেছিস? তা বেশ তো, মাকেই বল।'

হেনা এবারে একটুও দ্বিধা না ক'রে বললোঃ 'স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন থেকে আমাকে এবারে আমাদের জার্ণালের জয়েণ্ট এডিটার ক'রেছে।'

অসুস্থ শরীরেও এবারে আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে মেয়ের হাতখানিকে নিজের হাতে চেপে ধ'রে ঋতেন বাবু ব'লে উঠলেনঃ 'ইজ ইট্?' সারা মুখের উপর দিয়ে যেন এক ঝলক আলো খেলে গেল ঋতেন বাবুর। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেনঃ 'তোমার ছেলে থাকলে যা হ'তো, হেনা আজ তাই হ'য়েছে। ওকে তোমার রিওয়ার্ড দেওয়া উচিৎ।'

করবী দেবী কথা কম ব'ল্‌লেও তাঁর মুখ দেখে অন্ততঃ এটুকু বোঝা গেল যে, স্বামীর তুলনায় তিনি কম খুসী হননি। বল্‌লেনঃ 'বল না, কি পেলে তুই খুসী হবি, বল?'

বাবাকে আর বইয়ের চ্যাপ্টার প'ড়ে শোনানো হ'লো না হেনার। বইখানিকে এবারে বুজিয়ে রাখতে রাখতে স্মিত অধরে সে বললোঃ 'আমি কেন ব'লবো? তোমার কি দিতে ইচ্ছে করে, দেখি!'

কিন্তু যে বাড়িতে মেয়ের ইচ্ছেটাই বড়, সে বাড়িতে বাপ-মাকে যাচাই ক'রে দেখবার তার আর অবকাশ থাকেনা। হেনার ইচ্ছেতেই শেষ পর্যন্ত তার রিওয়ার্ড ঘরে এলো, এবং ঘর থেকে তার আঙুলে। ছোট্ট একটা নতুন ডিজাইনের মণিপুরী আংটি। আসলে অনেক কালের সখ, এতদিনে এসে তবে হাতের অনামিকায় শোভা পেলো। দেখে ঋতেন বাবু আরও বেশী খুসী হ'লেন। বললেনঃ 'আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম, তখন ছেলেদের ইউনিয়ন ব'লে কিছু ছিল না, ইউনিভার্সিটির তখন শৈশবকাল। আজকালকার মতো তখন জার্ণাল হাতে পেলে অন্ততঃ লেখাটা কিছু মক্সো ক'রতে পারতাম।'

—'কিন্তু আমি যে হাতে পেয়েও তার কোনো ভরসাই রাখি না বাবা!' থেমে হেনা বললোঃ 'তাইতো ছেলেদের কাছে আমি আপত্তি তুলেছিলাম, কিন্তু বীরেন ব্যানার্জির প্রপোজালটা সবাই এ্যাক্‌সেপ্ট ক'রে নিয়ে আমাকে ওরা বাধ্য ক'রলো জয়েণ্ট এডিটারশিপে।'

—'ওদের বুদ্ধির তাবিফ ক'রতে হয়।' ঋতেন বাবু বললেন, 'তা— বীরেন ব্যানার্জি কে, তোর ক্লাস-মেট?'

মাথা নিচু ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে হেনা বললোঃ 'হুঁ।'

—'তা—নিয়ে আয় না একদিন তাকে বাড়িতে! ইয়ং ছেলেদের দেখলে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।'

হেনা বললোঃ 'ওর সঙ্গেই তো আমার জয়েণ্ট এডিটারশিপ! কখনও এলে তুমি যেন ওর সঙ্গে হঠাৎ ছেলেমানুষি সুরু ক'রে দিও না বাবা, তবে আর আমার লজ্জার শেষ থাকবে না।'

ভগ্ন স্বাস্থ্যের গ্লানি ভুলে হঠাৎ এবারে সশব্দে হেসে উঠলেন ঋতেন বাবু। ঘরের চৌকাঠে পা রেখে করবী দেবী সম্ভবতঃ অন্যমনস্কভাবে

কী একটা ভাবছিলেন। এবারে সচকিত হ'য়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হঠাৎ এমন হেসে উঠবার কি হ'লো ?'

হাসি থামাতে গিয়েও মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল না ঋতেন বাবুর, বললেন : 'মেয়ে কি বলে শোনো না, ওর ক্লাস-মেট বাড়িতে এলে পাছে আমি তার সঙ্গে ছেলেমানুষি ক'রে বসি, এই ওর ভয়।'

করবী দেবী বললেন : 'এই বয়স অবধি ওর নিজের যে ছেলে-মানুষি কাটলো না, সেটা ও দেখে না ; ওর যত ভয় ওর বাবা আর মাকে নিয়ে।'

—'হ্যাঁ, ভয় না হাতী।' মায়ের উদ্দেশে মুখ ভেংচে এবারে হেনা বললো : 'দিন দিন তোমার বুদ্ধি যে কি হ'চ্ছে মা, তুমিই জানো।'

স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে করবী দেবী বললেন : 'শুনলে তো, আমি কি মিথ্যে বলি ? আসলে ওর ষাট বছরেও ছেলেমানুষি কাটবে না।'

এবারে আর হেনার পক্ষে নিশ্চেষ্টভাবে ব'সে থাকা নিরাপদ হ'লো না। বুকের উপর ঝুলে আসা বেণীটাকে পিঠের উপর হেলিয়ে দিয়ে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো ; বললো : 'যাবে না, বেশ হবে, তোমার বয়সে তাই ব'লে তোমার মতো এমন বোকা থাকবো না।' তারপর এক মিনিটও আর অপেক্ষা না ক'রে সোজা নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

ঋতেন বাবুর মুখের হাসির সঙ্গে করবী দেবীর হাসি মিলে তারপরেও অনেকক্ষণ বারান্দার এপাশটা আমোদিত হ'য়ে রইল।

॥ চার ॥

সেদিন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে বই পাল্টাতে গিয়ে হেনা দেখলো—অন্যান্য দিনের মতো আবহ পরিবেশটা বিশেষ শান্ত নয়। কী একটা বিষয় নিয়ে ছাত্ররা তীব্র আলোচনায় মুখর হ'য়ে উঠেছে। লাইব্রেরীর ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেও লাইব্রেরিয়ান ব্যর্থ হ'য়ে বললেন: 'কর্তৃপক্ষ যখন ডিসাইড ক'রেছেন —একতলা বাড়ি ভেঙে দশতলা তুলবেন, তখন আমাদের কার কি ব'লবার আছে! বই ইস্যু ক'রে নিয়ে তোমরা বরং বাইরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে যা হয় আলোচনা করো, এটা ঠিক এ আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। প্লিজ।'

এরপর লাইব্রেরী-রুমে দাঁড়িয়ে আর কোনো কথাই চলে না। অনেক ছেলেই এবারে নিজেদের মধ্যে কথা ব'লতে ব'লতে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে একটি ছেলেকে শুধু পরিচিত পেলো হেনা, সে মানিক ভঞ্জ, হেনারই ক্লাস-মেট্। মানিকের প্রস্তাবেই হেনা সেদিন 'মশালের' জয়েন্ট এডিটার হ'য়েছিল। দু'পা কাছে এগিয়ে এসে হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো: 'ব্যাপার কি, এত এজিটেশন কি নিয়ে?'

লাইব্রেরীর ঘড়ির সঙ্গে নিজের রিষ্টওয়াচটাকে মিলিয়ে নিয়ে মানিক বললো: 'সে কি, শোনেন নি কিছু?'

—'কই, না তো!'

—'চলুন, বাইরে চলুন, বল্ছি।'

বাইরের বারান্দায় এসে পা দিয়ে মানিক বললো: 'সিনেট হল যে ভেঙে ফেলবার অর্ডার হ'য়ে গেছে! দেশ স্বাধীন হবার পর এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে, তাই ঠিক হ'য়েছে এটা ভেঙে এখানে

দশতালা বাড়ি করা হবে ; তাতে নতুন লাইব্রেরী সাজানো হবে, ক্লাস ব'সবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

হেনা বল্‌লো : 'খারাপ কি, ভালোই তো হবে ! তা নিয়ে স্টুডেন্টদের মধ্যে এজিটেশনের কি হ'লো ?'

—'এজিটেশন হবে না ?' চোখ দু'টো কেমন যেন বড় বড় হ'য়ে উঠলো মানিকের, বল্‌লো : 'একটা ঐতিহ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তার জন্যে এজিটেশন হবে না ? নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরীর শেষ দশক থেকে এ পর্যন্ত কন্‌ভোকেশন বলুন, আলোচনা সভা বলুন, এখানে কী না হ'য়েছে, আর তাতে পার্টিসিপেট ক'রেছেন কারা ? ক'রেছেন— ভারতীয় সংস্কৃতি আর বাংলার কৃষ্টিকে যাঁরা একে একে বিশ্বের সামনে তুলে ধ'রেছেন, তাঁরা। বিদ্যাসাগর বলুন, স্যার আশুতোষ বলুন, স্যার গুরুদাস বলুন, বড় বড় ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌ বলুন, আচার্য জগদীশ, রামেন্দ্রসুন্দর, ব্রজেন শীল আর রবীন্দ্রনাথ বলুন— কার পায়ের স্পর্শ না প'ড়েছে এখানে, কে না এখানে বাণী বর্ষণ ক'রে এদেশের চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছেন ; সিনেট হল ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঐতিহ্য মুছে যাবে।'

হেনা বললো : 'আপনিও তা হ'লে এজিটেটারদের একজন ?'

উত্তরে মানিক কি একটা পাল্টা প্রশ্ন ক'রতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলো না। হেনা বললো : 'ঘটনা জানবার পর আমি কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম ভাবচি। একটা দেশ বা জাতির ঐতিহ্য যদি শুধু তার কোনো বিশেষ ইমারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বুঝতে হবে—সে জাতি এগোয় নি। কিন্তু আসলে তা নয়। যাঁরা এসে এখানে একদিন বক্তৃতা ক'রেছেন, তাঁরা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ক'রলেও তাঁদের বাণী দেশকাল উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতো। পার্টিশনের পর দিন দিন এখানে যে-পরিমাণ ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, তাতে এতটা জায়গা জুড়ে এতবড় একটা ফাঁকা হল প'ড়ে না থেকে দশতলা বাড়িতে যদি নতুন নতুন অনেক ক্লাস-রুম তৈরী হয়, তবে এ্যাডমিশন পাবার পক্ষে

ছাত্রদের কত সুবিধে হয়, বলুন তো ? মানুষের প্রয়োজনেই ইমারৎ ভাঙে, ইমারৎ গ'ড়ে উঠে। যুগের প্রয়োজনকে আপনি অস্বীকার ক'রবেন কি ক'রে, মানিক বাবু ?'

মানিক বললো : 'কিন্তু তৈরীর দিক থেকেও সিনেট হলের মূল্য যে অপরিসীম ! আমাদের ইউনিভার্সিটির বিউটি ব'লতেও যে ঐটুকু, বাকী যা—তা কতকগুলো টেক্সটাইল সপ আর জুতোর দোকান। পৃথিবীর আর কোনো ইউনিভার্সিটির নিচে বা সামনে বোধ করি এমন জঞ্জাল জড়ো হ'য়ে নেই।'

এবারে যেন কি মনে ক'রে হঠাৎ হেসে উঠলো হেনা। তারপর কি একটা ব'লতে গিয়ে আর বলা হ'লো না। ততক্ষণে তারা নিচের সিঁড়িতে নেমে একেবারে সাম্নের লনে এসে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিল। সেখানেও ছাত্রদের ভিড়টা কম নয়। হেনা ভাবলো—আবার বোধ করি নতুন ক'রে এক পশলা শুরু হবে এখানে, আর তার মধ্যে তাকে যদি জড়িয়ে প'ড়তে হয়, তবে পুরো বিকেলটাই তার মাটি হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ভিড়টা আসলে তা নিয়ে নয়। আসন্ন সোস্যাল গ্যাদারিংয়ের একজিকিউটিভ তারা। সমস্ত প্রোগ্রাম তাদের তৈরী।

হেনাকে চোখে প'ড়তেই গুটি দুই ছেলে এগিয়ে এসে তাকে একেবারে ছেঁকে ধরলো : 'এই যে মিস্ চাটার্জি, আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালোই হ'লো। সোস্যালের ফাইনাল প্রোগ্রাম আজই প্রেসে ছাপতে যাচ্ছে। আপনার জন্যে গানে থ্রি টাইটেল্স ধরা হ'য়েছে ; ওপেনিং সং, তা ছাড়া মাঝখানে দু'খানা। আপনার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত ক'রবে ইকোনমিক্স ক্লাসের অসিত বর্ধন। আশা করি এ প্রস্তাব নিশ্চয়ই আপনি এ্যাক্সেপ্ট ক'রবেন !'

হেনা বললো : 'কোনোরকম না ক'রবার স্কোপ যখন রাখেননি, তখন মিছেমিছি না ক'রবো না, তবে প্রোগ্রাম সেটিংয়ের সময় বোধ করি আমার একটা মতামত নেওয়া উচিত ছিল।'

পাশ থেকে এবারে মানিক ভঞ্জ বললো: 'নিজেদের মধ্যে জোর আছে ব'লেই মতের প্রশ্নটা ওঠেনি। নইলে মত চেয়ে নিয়ে তবেই প্রোগ্রামে নাম দেওয়া হ'তো।'

হেনা যেন এবারে হঠাৎ কি একটা আবিষ্কার ক'রতে পেরে মানিক ভঞ্জের মুখের দিকে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলো, তারপর মুখে ঈষৎ হাসি টেনে বললো: 'তাই বলুন! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আপনিও সোস্যালের একজন প্ল্যানিং এগজিকিউটিভ।'

মানিক ভঞ্জ এবারে আর কিছু-একটাও না ব'লে মুখে ঈষৎ আপ্যায়িতের হাসি টেনে নিল।

এই অবকাশে হেনার চোখ দু'টো যাকে খুঁজছিল, সে বীরেন ব্যানার্জি। কিন্তু কোথাও তাকে চোখে প'ড়লো না।

মানিক যেন বুঝতে পেরেই বললো: 'বীরেন আজ এক পিরিয়ড আগেই কেটে প'ড়েছে। ওর পিসিমা না কার যেন হাসপাতালে চোখ অপারেশন হ'য়েছে, তাঁকে এ্যাটেণ্ড ক'রতে বীরেন হাসপাতালে গেছে।'

কিন্তু হেনাও কিছু বোকা নয়; পাছে নিজে থেকে সেধে বীরেনের কথা কিছু উল্লেখ ক'রতে গিয়ে মানিকের কাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তাই বীরেনের কথা চাপা দিয়ে এবারে সে বললো: 'সোস্যালে আপনার নিজের কি প্রোগ্রাম থাকচে, জানতে পারলুম না তো!'

তেম্‌নি আপ্যায়িতের কণ্ঠেই মানিক বললো: 'সব চাইতে বড় প্রোগ্রাম, অর্থাৎ—ম্যানেজমেণ্ট।'

শুনে এবারে হেসে ফেল্‌লো হেনা, বললো: 'অর্থাৎ একেবারে ফাঁকি। কিন্তু আপনার তো শুনেছি জিম্‌নাসিয়ামের যথেষ্ট পার্টস র'য়েছে, তার কিছু কিছু ডিমন্‌ষ্ট্রেট ক'রলে এমন কি ক্ষতি ছিল!'

মানিক বললো: 'খাপ খাবে না ব'লেই প্রোগ্রামে রাখিনি। কালচার ব'লতে আজকাল ফিজিকাল কালচার বুঝায় না, বুঝায় গান

বাজনা থিয়েটার আলোচনা আর বক্তৃতা। সেগুলো আমরা পুরোপুরিই প্রোগ্রামে রেখেছি। আসলে সোস্যাল গ্যাদারিং মানেই এই কালচারাল গ্যাদারিং।'

হেনা এবারে কথা না কেটে শুধু বললো: 'আপনি কিন্তু খুব হিপোক্রিট।'

—'আপনার মুখে অন্ততঃ কথাটা মন্দ শোনালো না।' থেমে মানিক বললো: 'কিন্তু আর দেরী ক'রবো না মিস চাটার্জি, আমাকে বাড়ি ফিরে এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। চলি।'

—'আসুন।' ব'লে এবারে মানিককে বিদায় দিল হেনা। বাড়ি ফেরার তাগিদটা তারও কম ছিল না, এবারে উদ্যোগি হ'য়ে সেও লন ছেড়ে গেট, তারপর কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে এসে পা রাখলো। কিন্তু কেন যেন তক্ষুণি গিয়ে ট্রাম ধ'রতে মনের দিক থেকে সাড়া পেলো না। দু'পা এগিয়ে এসে নিজের অলক্ষ্যেই একবার থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়লো সে সিনেট হলটার সামনে। প্রতিদিনের দেখা পাষাণপুরীটা আজ যেন এই মুহূর্তে তার কাছে একেবারে নতুন ব'লে মনে হলো! এর প্রতিটি খিলানে গম্বুজে আর পিলারে শুধুই কি বৃটিশের ঔদ্ধত্য মিশে আছে? না, তা তো নয়। এ যে এখানকার রাজমিস্ত্রী আর এদেশের টাকা দিয়েই তৈরী! মানিক ভঞ্জ আদৌ মিথ্যে বলেনি। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মাইকেল থেকে আরম্ভ ক'রে জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, পি সি রায়—কার না চরণস্পর্শে এই পাষাণপুরীতে প্রাণ সঞ্চার হ'য়েছে, কার না ওজস্বিনী বাণীর স্পর্শে এদেশের প্রাণসত্তা জেগেছে? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল যদি থাকতে পারে, মিউজিয়াম যদি থাকতে পারে, তবে আজকের স্বাধীন ভারতে ক'লকাতার সিনেট হলই বা রক্ষা পাবে না কেন? এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগে বোম্বাই, মাদ্রাজ আর ক'লকাতা ভিন্ন কোথায় এমন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল? সেদিনের গৌরব নিয়েই আজ না হয় এটাকে বাঁচানো গেল!

ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে কেমন যেন চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল হেনা, কিছুটা সম্বিত ফিরে পেতেই মনে হ'লো—এ সে কি ভাবছে এতক্ষণ ধ'রে ? ইতিহাসের সত্যের উপরেও যদি কিছু থাকে তো সে হ'চ্ছে যুগের প্রভাবে মানুষের প্রয়োজনের সত্য। এই কথাটাই মানিক ভঞ্জকে সে বুঝিয়েছিল, এই কথাতেই আবার তাকে ফিরে আসতে হ'লো।

ক'দিন বাদেই হেনার জয়েন্ট এডিটারিতে যখন 'মশাল' ছাপা হ'য়ে বেরুলো, তখন দেখা গেল—সিনেট হল সম্পর্কেই লেখা হ'য়েছে প্রায় এক ফর্মা। ভাইস চ্যান্সেলার থেকে স্থুরু ক'রে হোমরা চোমরা অধ্যাপক আর ডক্টরেটদের প্রায় সকলেই লেখাটার ভূয়সী প্রশংসা ক'রেছেন।

বীরেন ব্যানার্জি বললো : 'আপনি শেষ পর্যন্ত জাত রেখেছেন, নইলে আমার বিদ্যেয় কুলোতো না। গোটা ইউনিভার্সিটিতে এই নিয়ে যে রকম সেন্‌সেশন ক্রিয়েটেড হ'য়েছে, তাতে আপনি দেখলাম একদিনেই পপুলার হ'য়ে গেলেন মিস্ চাটার্জি !'

হেনা বললো : 'এই রেঃ, এবারে দেখছি রীতিমত হিংসে ক'রতে স্থুরু ক'রলেন! কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন নি যে, লেখাটাই শুধু পপুলার হ'য়েছে, লেখক নয়, তার কারণ—লেখায় আমার নাম নেই।'

—'নাম কি আর চাপা থাকে!' বীরেন বললো : 'এটা ইউনিভার্সিটি, এখানে যেমন মাঝে মাঝে কোশ্চেন পেপার আউট হয়, তেম্‌নি অনেক গোপন তত্ত্ব আউট হ'তেও দেরী হয় না। আমার দিক থেকে এটা অবিশ্যি গৌরবের।'

হেনা বললো : 'যা কিছু প্রশংসা, তার সবটুকুই আপনার প্রাপ্য, আমার কিছু নয়।'

—'তোমার কিছু নয়?' ব'লেই হঠাৎ হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুল সংশোধন ক'রে নিতে চেয়ে বীরেন বললো: 'কিছু মনে ক'রবেন না যেন মিস চাটার্জি, আপনাকে হঠাৎ তুমি ব'লে ফেলেছি।'

মুখে হাসি টেনে এবারে হেনা বললো: 'তাতে কিছু মনে ক'রবার কি আছে! আপনির চাইতে আমি তুমিটাই পছন্দ করি, কেউ আমাকে তুমি ক'রে ব'ল্লে আমি ভীষণ খুসী হই।'

স্মিতহাস্যে বীরেন বললো: 'সেটা তো উভয়তঃও হ'তে পারে!'

কিন্তু এই নিয়ে আর বেশী দূর এগোলো না হেনা, একটু কাল থেমে পরে বললো: 'এবারে আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে, বাবা খুব খুসী হবেন।'

বীরেন বললো: 'বাবার মেয়ে খুসী হ'লে যেতাম; তা যখন নয়, তখন বাড়িতে না গিয়েও এই তো বেশ আছি!'

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বালাটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে এবারে হেনা বল্লো: 'বাবার খুসী হওয়া মানেই তো মেয়ের খুসী হওয়া!'

—'আপনি বুঝি আপনার বাবাকে খুব ভালোবাসেন?'

—'খুব ব'ললেও কম বলা হবে।'

—'কিন্তু আমার বাবার সঙ্গে কেন যেন আমার কোনোদিন মিল খেলো না।' থেমে হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বীরেন বল্লো: 'আগামী জন্মে মেয়ে হ'য়ে দেখবো—মিল খায় কিনা!'

কথা শুনে এবারে হেনাও হেসে ফেললো, বল্লো: 'আপনি সাইকোলজি নিয়ে প'ড়লে ভালো ক'রতেন ব্যানার্জি।'

—'তা'হলে হয়তো কবিতা ছেড়ে আমাকে উপন্যাস লিখতে সুরু ক'রতে হ'তো! ঠোঁটে চাপা হাসি টেনে বীরেন বললো: 'অতটা ঠিক প্রাণে সইতো না।'

—'কেন? এ যুগ তো উপন্যাসেরই যুগ।' হেনা বললো: 'আধুনিক যুগে কোন্ কবির কাব্যগ্রন্থ খুব একটা কেটেছে বলুন?

অথচ সাময়িক পত্রের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে দেখুন—ঔপন্যাসিকদের বইয়ের কত এডিসনের পর এডিসন চ'লেছে ! আয়ের দিক থেকেও আপনি তাতে লাভবানই হ'তেন।'

এবারে বীরত্বের কণ্ঠে বীরেন বললো : 'যাদের সময় কাটেনা, যাদের মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল, যাদের সারা জীবনেও শৈশবাবস্থা ঘোচেনা, তাদের জন্যেই উপন্যাসের জন্ম। কিন্তু কাব্য বুঝতে অনুভূতি আর মগজ চাই। আমার জন্যে সেখানকার রাজ-ভাণ্ডার খোলা থাকুক চিরকাল।'

হেনা বললো : 'স্পর্ধার কথা সন্দেহ নেই, তবু আপনার যুক্তিকে হয়তো একেবারেই উড়িয়ে দেবার নয়। তা যাক্, সোস্যালে শুন্‌লাম আপনি স্বরচিত কবিতা রিসাইট ক'রছেন! শুনে নিশ্চয়ই খুসী হবো।'

দু'চোখে এবারে সহসা দুষ্টুমির ঝড় তুলে বীরেন বললো : 'কিন্তু আমি ভাবচি—আপনার গানের এত শ্রোতার মধ্যে আমি শুনে ঠিক খুসী হ'তে পারবো কিনা! তাতে অন্ততঃ নিভৃতে ব'সে শোনার আনন্দ থাকবে না।'

হেনা এবারে আগের কথাটার পুনরাবৃত্তি ক'রে বল্‌লো : 'আসুন আমাদের বাড়িতে, আপনাকে নিভৃতে ব'সেই গান শোনাবো।'

এবারে যেন নিজের অজান্তেই বীরেনের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো : 'তা হ'লে তো সত্যিই একদিন যেতে হয়!'

—'ঠিক বল্‌ছেন ?'

—'হ্যাঁ, আপনার গান শুন্‌তে পেলে যাবো না কেন! কোনো একটা ছুটির দিন টিন দেখে গেলেই হবে।'

—'বেশ, এই তবে কথা রইল।' ব'লে আর একটুকালও অপেক্ষা ক'রলো না হেনা। সোজা গিয়ে ট্রাম ধ'রলো।

॥ পাঁচ ॥

এর ঠিক দিন কয়েক বাদেই সোস্থালের প্যাণ্ডেলে ডাক প'ড়লো হেনার। যখন সে ডায়াসে উঠে মাইকের সামনে হারমোনিয়ম খুলে ব'সলো, চোখে প'ড়লো—প্যাণ্ডেলে আর তিল ধারনের যায়গা নেই। সেই অনন্য শ্রোতা আর দর্শক সমুদ্রের মাঝ থেকে সহসা করতালিধ্বনি উত্থিত হ'য়ে হেনাকে যেন স্বাগত জানালো! পাশে বায়া-তবলায় হাত রেখে অসিত বর্ধন এতক্ষণ হারমোনিয়মের পর্দা লক্ষ্য ক'রছিল। এবারে তাকে কিছু একটা ইঙ্গিত ক'রে দ্রুতলয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত ধ'রলো হেনা ঃ

নতুন যুগের সৈনিক তব
এসেছে দূরের ডাক,
শোনো শোনো ঐ বাজিছে তুর্য,
বন্ধন ঘুচে যাক্।
মিথ্যা স্বপনে বিকিকিনি এই
জীবন-দুর্গে মূল্য তো নেই,
ঊর্ধ্ব আকাশে দেখ প্রভাতের
সূর্য দিয়েছে হাঁক ;
বাজাও শঙ্খ ধরো হাতিয়ার,
বন্ধন ঘুচে যাক্॥
শত দিবসের আত্মগ্লানিমা
মুছে ফেল এইবার,
জাগাও কণ্ঠে বিজয় মন্ত্র
দুঃসহ যাত্রার।
মেঘে মেঘে তব ঢাকা যে আকাশ,
বন্ধ প্রাচীরে কাঁদিছে বাতাস,

কাল-নাগিনীর জাগে নিঃশ্বাস,
রবে কি গো নির্বাক ?
বাজাও শঙ্খ ধরো হাতিয়ার,
বন্ধন ঘুচে যাক্ ॥

গান শেষ হ'তেই আবার করতালিধ্বনিতে সমস্তটা প্যাণ্ডেল মুখর হ'য়ে উঠলো। উইংসের পাশ থেকে মা'ইকে এবারে মানিক ভঞ্জ ঘোষণা ক'রে বললোঃ 'আপনারা এতক্ষণ মিস হেনা চাটার্জির কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত শুন্‌লেন, তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত ক'রলেন শ্রীঅসিত বর্ধন। আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী মিস চাটার্জি এরপর আপনাদের আরও দু'খানি গান গেয়ে শোনাবেন। এবারে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাচ্ছেন মশালের অন্যতম সম্পাদক শ্রীবীরেন ব্যানার্জি।'

এবারে মাইকের সাম্‌নে ডায়াসে এসে দাঁড়াল বীরেন। ধুতি-পাঞ্জাবীর সঙ্গে গলায় ঝুলছে চাদর, দেখে মনে হ'চ্ছিল কোনো উপন্যাসের নায়ক সে ; অথচ আসলে সে তার দীপ্ত প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদের কণ্ঠেই দর্শকদের কাছে সে ঘোষণা ক'রে ব'ললোঃ 'আমি যে কবিতাটি আপনাদের কাছে আবৃত্তি ক'রছি, তার নাম দিয়েছি —এখন বিতর্ক থাক। তবু এই নিয়ে কারুর মনে যদি সত্যিই কোনও বিতর্ক দেখা দেয়, তবে তার সমাধানের ক্ষেত্র নিশ্চয়ই এটা নয়। এটা আজ আমাদের সম্মিলিত আনন্দের ক্ষেত্র, অতএব আনন্দের সঙ্গেই সুরু ক'রছি।' ব'লে একটুকাল থামলো বীরেন, তারপর আবৃত্তি সুরু ক'রলো—

এক

আকাশে উড়েছে আজ স্পুট্‌নিক।

ক'র

এখন বিতর্ক থাক—কি যে হবে কবিতার
সাবজেক্ট, ফর্ম আর টেক্‌নিক্ !
আকাশে উড়েছে আজ স্পুট্‌নিক।

এখন নতুন ক'রে মহাকাশ বিজয়ের ভাবনা ;
গেছে যাক্ ক্ষতি নেই রাজসাহী, বগুড়া কি পাবনা ঃ
হারাবার ক্ষোয়াবার মিছে শুধু ব'সে কাটা জাব্না।
এখন চাঁদের দেশে কে যায় কে লাইকা কি গাগারিন!
তাই নিয়ে মশগুল ফির্পো ও ফেরাজিন।
সাবজেক্ট একটাই কবিতা কি ঘটনার···
রচনা কি রটনার,
একই তো কালিতে লেখে
কোল্‌রিজ, ইলিয়ট্, ওয়াগ্‌নার।
সেই প্রেম সেই শোক,
ইহলোক পরলোক,
রক থেকে রকেটের সব ঠিক,
যার কাছে থাক্ যার ফর্ম আর টেক্‌নিক ।
এখন বিতর্ক থাক,
কবিতা চুলোয় যাক,
আকাশে উড়েছে আজ স্পুট্‌নিক ॥

শুনে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ বল্‌লো ঃ 'অদ্ভুত।' কেউ বললো ঃ 'কি আশ্চর্য স্পর্ধা!' কেউ হাতে তালি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবলো—কাব্যে কি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বীরেন ব্যানার্জি! কিন্তু সকলের নেপথ্যে উইংসের পাশে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে ব'সে হেনা যা ভাবলো, তার সঙ্গে মিল নেই কারুর। তার মনে হ'লো—কবির নিজের মধ্যেই র'য়েছে একটা অদ্ভুত কণ্ট্রাভার্সি। সে যেখানে ব'লেছে—'কাব্য বুঝতে অনুভূতি আর মগজ চাই। আমার জন্যে সেখানকার রাজভাণ্ডার খোলা থাকুক চিরকাল।' সেখানে কবি নতুন ক'রে বলছে'—'এখন বিতর্ক থাক, কবিতা চুলোয় যাক, কারণ, আকাশে উড়েছে আজ স্পুট্‌নিক!' কাব্যলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে গিয়ে যার কাছে উপন্যাসের কানাকড়িও মূল্য নেই,

তার কাছে বিজ্ঞানের নব আবিষ্কারে কবিতা নিতান্তই তুচ্ছ। এ কথা নিয়ে তার প্রচুর তর্ক আছে বীরেনের সঙ্গে। তাকে অন্ততঃ স্বীকার ক'রতে হবে—বিজ্ঞান এবং কাব্য এক জিনিষ নয়।

এরকম আরও অনেক যুক্তিই হয়তো হেনার মনে আসতো, কিন্তু নতুন ক'রে মাইকে তার নাম আবার ঘোষণা হওয়ায় হঠাৎ সে-চিন্তায় ছেদ প'ড়লো তার। উঠে এসে আবার তাকে ডায়াসে ব'সতে হ'লো। তারপর প্রোগ্রাম শেষ ক'রে যখন সে ছুটি পেলো, রাত তখন নটা।

ট্রামে উঠতে গিয়ে যে-পুরুষের সঙ্গে সে প্রথম ধাক্কা খেয়ে কিছু একটা মন্তব্য ক'রবে ব'লে মুখ খুলতে গেল, তাকিয়ে দেখলো—সে আর কেউ নয়, বীরেন। সঙ্গে সঙ্গে হেনার বিক্ষুব্ধ মুখের আদলটুকু কেমন একটা সুচারু শোভনতায় ছেয়ে গেল, বল্‌লো ঃ 'কি আশ্চর্য, আপনি হঠাৎ কখন্ এসে এম্‌নি ক'রে রড ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন ?'

বীরেন বললো ; 'আপনার ঠিক মিনিট খানেক আগে। আর কিছুক্ষণ দেরী ক'রে বেরুলে মানিকদের দলের কাছ থেকে আজ আর ছাড়া পেতাম না।'

হেনা বললো ঃ 'কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে কই একটিবারও তো আপনাকে চোখে প'ড়লো না !'

বীরেন বললো ঃ 'যেভাবে উইংসের পাশে চেয়ারে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে গীতবিতানের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিলেন, তাতে কি বিশ্ব-সংসারের আর কেউ সত্যিই নজরে প'ড়বার ছিল ?'

ঠোঁটে সামান্য হাসি টেনে নিজেকে সামলাতে সামলাতে হেনা বললো, 'দেখছিলাম নতুন কি গাওয়া যায়।'

এবারে তাড়া দিয়ে বীরেন বললো ঃ 'আরেঃ, গাড়িটা যেভাবে চ'লছে, আপনি যে প'ড়ে যাবেন। আসুন, এদিকটা দিয়ে উপরে উঠে আসুন।' ব'লে কোনোরকমে ঠেলেঠুলে খানিকটা জায়গা ক'রে দিল বীরেন।

হেনা এবারে ভিতরে গিয়ে কিছুটা শ্বাস ফেলে দাঁড়ালো, তারপর বললো : 'ট্রাম বাসের এরকম অবস্থা জানলে বাবাকে গাড়িটা কিছুতেই বিক্রী ক'রতে দিতাম না। দৈনিক এ যা অবস্থা, আর পারা যায় না।'

বীরেন বললো : 'গাড়ি থাকতে আজকাল নাকি কেউ আবার গাড়ি বিক্রী ক'রে সেধে সেধে এমন কষ্ট ভোগ করে!'

বল্‌তে বল্‌তে ট্রামটা প্রায় শিয়ালদার মোড়ে এসে গিয়েছিল। কিছু লোক নেমে যাবার জন্যে এবারে সিট ছেড়ে এগিয়ে এলো। এই অবকাশে একটা ফাঁকা সিটে ব'সে প'ড়ে বীরেন বললো : 'বসুন এসে।'

আপত্তি ক'রলো না হেনা। বীরেনের সঙ্গে আজ তার এই প্রথম একই সিটে পাশাপাশি ব'সে যাওয়া। অসঙ্কোচে ব'সে প'ড়লো হেনা।

শিয়ালদা স্টপেজে প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে আবার চ'ল্‌তে সুরু ক'রলো ট্রাম।

একটুকাল থেমে বীরেন বললো : 'আশঙ্কা ছিল, হয়তো অত বড় ভিড়ে আপনার গান ঠিক উপভোগ ক'রতে পারবো না। কিন্তু যা শুন্‌লাম, তার তুলনা নেই।'

বিনয়ে মাথা নিচু ক'রে নিয়ে হেনা বললো : 'কিছু পার্সেন্ট বাড়িয়ে ব'ল্‌ছেন না তো?'

বীরেন বললো : 'বাড়িয়ে কেন বলবো? কখনও কিছিংকে একৃসিড ক'রে যাওয়া আমার অভ্যাসে নেই।'

—'জানতুম না তো! এবার থেকে জানা রইল।' থেমে হেনা বল্‌লো : 'কিন্তু কই, জিজ্ঞেস ক'রলেন না তো আপনার আবৃত্তি আমার কেমন লাগলো!'

—'ধ'রে নিতে পারি যে, ভালো লেগেছে।'

—'এটা আপনার অহঙ্কার।'

—'তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ জানি—প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রেরই অহঙ্কার থাকে।' ব'লে হেনার মুখের দিকে একবার তাকালো বীরেন।

সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো হেনা। বললো, 'আচ্ছা, আপনি কী বলুন তো?'

—'কেন, খুব খারাপ কিছু-?'

—'তার চাইতেও বিস্ময়কর।' হেনা বল্‌লোঃ 'এমন কবিতা আবৃত্তি ক'রলেন, যার কন্‌টেণ্টের সঙ্গে আপনার নিজেরই মতের মিল নেই।'

—'কেন, এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছে কি?' বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে বীরেন বললোঃ 'আমার নিজের মধ্যে অন্ততঃ মতের বিরোধ আছে ব'লে আমার ধারণা নেই। লোকে বুঝতে ভুল করে ব'লেই কোনো কোনো কবি সম্পর্কে মিষ্টিসিজমের প্রশ্ন ওঠে। আমার ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন না উঠবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।'

একটু দম নিয়ে হেনা বল্‌লোঃ 'আপনি ব'ল্‌তে চান, আপনি তবে মিষ্টিক পোয়েট?'

—'বলতে চাই না, কিন্তু বাধ্য হ'লে আরোপ করি।' ঠোঁটের ফাঁকে একটা চাপা হাসি গোপন ক'রে বীরেন বললোঃ 'কেন, সত্যিই খুব একটা বিতর্ক দেখা দিয়েছে নাকি?'

হেনা বললোঃ 'অন্ততঃ দেখা দেওয়া উচিৎ। কাব্যের রাজ-ভাণ্ডারের যদি ভাণ্ডারী আপনি, তবে সেই কাব্যকেই আবার চুলোয় দিয়ে স্পুটনিকের দিকে নিজের চেতনাকে স্থির ক'রে রাখেন কি করে?'

বীরেন এবারে সকৌতুকে হেসে উঠলো, বললোঃ 'এই রেঃ, এখানে এসেই বুদ্ধিটা তা হ'লে জট পাকিয়ে গেছে! আসলে চারপাশে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছেন তো? বাংলাদেশে কলাগাছের মতো তর্‌তর্ ক'রে যতই আধুনিক কবি গজিয়ে উঠচে, কাব্যের ফর্ম, সাবজেক্ট-

ম্যাটার আর টেকনিক নিয়ে তারা ততই ঔদ্ধত্য প্রকাশে এগিয়ে আসচে। বিদেশী পেঙ্গুইনের বুলি ওদের ঠোঁটে, দিশি কোকিলের ধ্বনি নেই ওদের গলায় ; ওরাই আজ সারা দেশে কাব্যের রাজা সেজে ব'সে বাংলার নিজস্ব সুর আর ঐতিহ্যকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। আসলে উদ্ভট কথা ব'ললেই আধুনিক হওয়া যায় না, তার জন্যে চাই সমসাময়িক কালের পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ; অথচ ওদের মধ্যে তার অভাব পুরোপুরি। তাকে স্বীকার ক'রতে ওদের লজ্জা, তাকে মেনে নিতে ওদের যন্ত্রণা। অথচ ওরাই খুঁজে বার ক'রেছে জীবন-যন্ত্রণা শব্দটাকে —যার মানে হয়তো ওরা নিজেরাও ভালো ক'রে জানে না। আমার প্রতিবাদ সেইখানেই। বিজ্ঞান আজ মহাবিশ্ববিজয়ে বেরিয়েছে, এ সময়ে আমরা জীবনকে দ্রুতলয়ে এগিয়ে নিয়ে চ'লবো, না এখনও পাত্রাধারে তৈল না তৈলাধারে পাত্র নিয়ে ব'সে ব'সে জাবর কাটবো ? আসলে আজকের চিন্তাকে সুশোভন রূপ দিতে পারাটাই তো আধুনিকতার সব চাইতে বড় কাজ! ফর্ম আর টেকনিক আপনি থেকেই গ'ড়ে ওঠে, তাকে গড়িয়ে নিতে হয় না। আমার কবিতার মূলগত বক্তব্যটা এইখানেই।'

একটানা বিবৃতির পর এতক্ষণে এসে তবে থামলো বীরেন।

হেনা বল্‌লো ঃ 'আপনি সত্যিই বিচিত্র।'

বীরেন বল্‌লো ঃ 'পটের গায়ে শুধু চিত্র সেজে ব'সে থাকলে জীবন ষ্ট্যাটিক হ'য়ে যায়, জীবনের ব্যাপকতা আর ডিনামিসিটির জন্যেই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। যদি সত্যিই বিচিত্র হ'তে পারি, তবে মনে ক'রবো আমি সাক্‌সেসফুল।'

ট্রামটা প্রায় ইণ্টালি মার্কেটকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেদিকে নজর প'ড়তেই তড়াক্‌ ক'রে এবারে লাফিয়ে উঠে প'ড়লো বীরেন। বল্‌লো ঃ 'এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি যে স্টপেজ পেরিয়ে যাচ্ছি। আমি এখানেই নেমে পড়ি মিস চাটার্জি, আবার পরে কথা হবে।' ব'লে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নেমে প'ড়লো বীরেন।

হেনার মনে হ'লো—একটা দ্রুতচালের কনসার্ট জানানি না দিয়েই হঠাৎ যেন কেমন থেমে গেল। তার বদলে কানে যা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো —তা ট্রামের চাকার সঙ্গে ইস্পাতের লাইনের একটানা একঘেয়ে সঙ্ঘর্ষ। সেই শব্দের মধ্যেই এবারে নিঃশব্দে নিজেকে ডুবিয়ে দিল হেনা।

॥ ছয় ॥

মাঝখানে পল্লব এসে একদিন ব'লে গিয়েছিল—লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ক্লাসিক গাইয়ে গুরগণ খাঁ ক'লকাতায় আসছেন সদারং মিউজিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। আগামী শনিবার পল্লবের গানের স্কুলে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হবে। স্কুলের ছেলেমেয়েরাই সব ব্যবস্থা ক'রছে। হেনাকে পেলে তারা খুব খুসী হবে। আরও বেশী খুসীর কারণ ঘটবে—যদি ঋতেন বাবু এবং করবী দেবী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। পল্লব নিজে এসে ট্যাক্সি ক'রে তাঁদের নিয়ে যাবে।

শুনে ঋতেন বাবু বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ ক'রেছিলেন। ব'লেছিলেনঃ 'যাবো বৈকি, নিশ্চয়ই যাবো। লক্ষ্ণৌ থেকে এতবড় শিল্পী আসছেন, কাছে থেকে তাঁকে দেখতে পাবো, তাঁর কথা শুনতে পাবো, এ যে একটা মস্তবড় সুযোগ! তুমি বরং হাতে কিছু সময় নিয়েই এসো পল্লব, আমাদের তৈরী হ'য়ে বেরুতেও তো খানিকটা সময় লাগবে!'

মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়ে সারা মনে খুসী নিয়ে সেদিনের মতো উঠে গিয়েছিল পল্লব।

কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন যখন সে ট্যাক্সি নিয়ে এ-বাড়িতে এসে উপস্থিত হ'লো, ঋতেন বাবু তখন আবার কিছুটা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছেন। গত রাত্রেই ডাক্তার এসে একবার প্রেসার দেখে গেছেন। তাতে অবশ্য চিন্তা ক'রবার কিছু ছিল না, কিন্তু ঋতেন বাবুর চিন্তার কারণ তাঁর মস্তিষ্ক। মাথাটা কাল থেকে আবার ট্রাবল দিতে শুরু ক'রেছে। বারান্দার চেয়ার-টেবল তাই কাল থেকে ফাঁকা প'ড়ে আছে। একটানা শুয়ে থাকবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাঁকে ডাক্তার।

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এসে হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হ'য়ে প'ড়লো পল্লব।

ঋতেন বাবু বললেনঃ 'মাই বডি ইজ নাউ দি গ্রেট এনিমি অব মাই মাইণ্ড। এত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমার স্কুলের ফাংশনে গিয়ে যোগ দিতে পারছি না পল্লব। আই য়্যাম সো সরি! ট্যাক্সি যখন সঙ্গে নিয়েই এসেছ, তখন আর মিছেমিছি ট্যাক্সি ছেড়ে না দিয়ে হেনাকে নিয়ে যাও। ও একাই ওর মা আর বাবাকে রিপ্রেজেণ্ট ক'রতে পারবে।'

হেনা পাশেই ছিল, বললোঃ 'তুমি এভাবে অসুস্থ হ'য়ে শুয়ে আছো বাবা, আর আমি গিয়ে আনন্দ ক'রে আসবো, এ ঠিক মন চাইছে না।'

ঋতেন বাবু বললেনঃ 'আমার এ বয়সে এরকম কতদিন কত রোগ আসবে, তাই ব'লে তুই কি ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকবি মা? যা, এরপর পল্লবের আবার দেরী হ'য়ে যাবে, যা ঘুরে আয়।'

করবী দেবীও তাই বললেনঃ 'এতদিন ক'লকাতার কোনো সঙ্গীত সম্মেলনে গিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের দেখতে পাসনি ব'লে আক্ষেপ ক'রেছিস, এবারে যখন সুযোগ ঘট্‌লো, তার একজনকে অন্ততঃ দেখে আয়।'

সুযোগ বৈ কি! ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান লক্ষ্ণৌ। সেই লক্ষ্ণৌ থেকে গুরগণ খাঁ আসছেন ক'লকাতায় সদারংয়ে গাইতে, তাঁকে দেখতে পাওয়া সুযোগ বৈ কি! আর দ্বিরুক্তি না ক'রে এবারে অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরী হ'য়ে নিল হেনা, তারপর পল্লবের সঙ্গে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে গেল।

কতটুকুই বা পথ! গোল পার্ক থেকে যদু ভটচার্যি লেন। রাসবিহারী আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের মোড় ঘুরলেই কালীঘাট।

তারপর কিছুটা এগিয়ে হাজরা পার্ককে ডাইনে রেখে একটু বাঁক নিলেই যদু ভট্‌চার্যি লেন। পল্লব কতদিনই তো আনতে চেয়েছে হেনাকে, কিন্তু সময় হয়নি হেনার, এটা ওটা ব'লে পাশ কাটিয়ে

নিয়েছে। আজ তাকে ট্যাক্সিতে সহযাত্রিণী পেয়ে তাই মনে মনে অনেকখানি খুসী বোধ ক'রছিল পল্লব।

একসময় কৌতুহল প্রকাশ ক'রে হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো: 'তা— আপনার স্কুলের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ এমন গুরগণ খাঁকে নিয়ে প'ড়লো কেন?'

তার মুখের উপর এক ঝলক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পল্লব বললো: 'লক্ষ্ণৌতে থাকতে আমি তাঁর কাছে কিছুকাল তালিম নিয়েছিলাম, তাঁকে ওস্তাদ ব'লে মেনেছিলাম। খাঁ সাহেবের ইদানিং বয়স হ'য়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও তাঁর যেমন গলা, তেমনি দম। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ওরকম ক্লাসিক গাইয়ে খুব কম দেখা যায়। তিনি যখন ব'সে ব'সে শুধু স্বরগ্রাম ভাজতেন, শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে যেতাম। এবারে ক'লকাতায় আসছেন শুনে স্কুলের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম। আনন্দের কথা যে তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমাদের ত্থ' ঘণ্টা সময় দিয়েছেন।'

হেনা পুনরায় জিজ্ঞেস ক'রলো: সম্বর্দ্ধনার উত্তরে উনি গেয়ে শোনাবেন তো? না শুধু মালা নিয়েই উঠে যাবেন?'

একথার জবাব দেওয়া এবারে কঠিন হ'লো পল্লবের পক্ষে। যদি বলে যে গাইবেন না, শুধুই আসবেন, তবে হয়তো হেনার এতক্ষণের উৎসাহটা এখানেই মাটি হ'য়ে যাবে। তাই কিছু একটা ব'লতে গিয়ে এবারে ইতস্ততঃ ক'রতে হ'লো পল্লবকে, তারপর বললো: 'স্কুলের ছেলেমেয়েরা যা আয়োজন ক'রেছে, তাতেই যদি ঘণ্টা ত্থ'য়েক কেটে যায়, তারপর তিনি গাইবেন কখন, তাই ভাবচি। কথা আছে—সদারং থেকে গাড়ি এসে ওঁকে আমার স্কুল থেকেই তুলে নিয়ে যাবে।'

এবারে কেমন একটা অদ্ভুত নিরাশার কণ্ঠে আপন মনেই হেনা উচ্চারণ ক'রলো: 'তা হ'লে ওস্তাদের গান আর শোনা যাবে না?'

পল্লব বললোঃ 'কেন যাবে না! সদারংয়ের ফাংশনের টিকিট কাটা আছে আমার। জমাটি গানের আসর তো সেইখানেই! তুমি এলে একসঙ্গে গিয়ে শুনে আসবো।'

কথার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না পল্লবের। সেটুকু মাঝে মাঝেই স্পর্শ ক'রছিল হেনাকে। অনেকদিন মনের নানারকম মুডের মধ্যে এরকম স্পর্শটুকুর জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থেকেছে হেনা। কিন্তু কোনো একটা মুহূর্তেও তার মনের কাছে নেমে আসেনি পল্লব। আজ অন্ততঃ ট্যাক্সিতে পাশাপাশি ব'সে পল্লবের সেই স্পর্শটুকু মনে মনে উপলব্ধি করার অবকাশ পেয়ে খুসী বোধ ক'রছিল হেনা। সেই মুহূর্তে হঠাৎ কানের পাশ দিয়ে লম্বা শ্লোগান উচ্চারণ ক'রে কি একটা বামপন্থী দলের প্রশেসন অতিক্রম ক'রে যাওয়ায় চোখ দু'টোর সঙ্গে সঙ্গে মনটাও সেইদিকে গিয়েই ছিটকে প'ড়লো। হয়তো কিছু একটা বল্‌তো হেনা, কিন্তু প্রশেসনের হট্টগোলে নিজের মধ্যেই কণ্ঠ তার থেমে গেল।

একটু বাদেই বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে প'ড়লো পল্লব। দেখাদেখি হেনাকেও নামতে হ'লো। নেমে গলির চারপাশে একবার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলো সে, তারপর পল্লবকে অনুসরণ ক'রে একসময় একটা সুসজ্জিত হলঘরে উঠে এলো।

সারা ঘর জুড়ে সতরঞ্জি পাতা। তার একপাশে দু'টো ফুলদানী ও একটা তাকিয়া সাজানো; সামনে একটা হারমোনিয়ম, তানপুরা আর বায়াতবলা। সেগুলোকে বাঁচিয়ে দেয়ালের একটা পাশে এসে ব'সে প'ড়লো হেনা। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী আর ছেলে-মেয়েতে ঘরটা প্রায় ভ'রে উঠেছে। তার মধ্যে অভিভাবক শ্রেণীরও কিছু স্ত্রী-পুরুষ আছেন। হেনা এসে বসতেই দু'তিনটী মেয়ের সঙ্গে পল্লব তাকে আলাপ করিয়ে দিল। তার মধ্যে একজন রীতা, একজন শ্যামা এবং তৃতীয় জন তনুকা।

হেনা বললো ঃ 'বাঃ, বেশ নামটি তো ভাই ? আপনি বুঝি নাচেন ?'

উত্তরে তনুকা কিছু একটা বলবার আগেই রীতা ব'লে উঠলো ঃ 'ও তো নাচে না, ও নাচায়।'

শুনে কেমন যেন হাসি পেলো হেনার, জিজ্ঞেস ক'রলো ঃ 'কি রকম ?'

শ্যামা বল্‌লো ঃ 'তনুকা আগে নিজেই নাচতো, এখন নাচের ক্লাস নেয়।'

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এতক্ষণে তনুকা বললো ঃ 'না ভাই, ঐ একটু আধটু।'

কিন্তু আর কথা এগোলো না। হঠাৎ বাইরের দরজায় এসে একটা মোটর দাঁড়ালো, আর সেই মোটর থেকে যিনি নামলেন, তিনি ওস্তাদ গুরগণ খাঁ। লম্বা দোহারা চেহারা, মাথার চুল বেশীর ভাগই পাকা, কিছু কাঁচা ; সুপ্রশস্ত গোঁফ, সালোয়ার পাঞ্জাবীর উপর গলার দু'পাশ দিয়ে ঝুলে প'ড়েছে পাতলা চাঁদর। যেন এতক্ষণের অপেক্ষমানা এক প্রমীলা রাজ্যে বহু প্রত্যাশিত বর এসে পৌঁছালো ! পল্লবের সঙ্গে দু'তিনটি মেয়ে এগিয়ে গিয়ে শাখ বাজিয়ে তাঁকে বরণ ক'রে নিয়ে আসতেই সতরঞ্জির আসর থেকে কয়েকটি মেয়ে কোরাস গেয়ে তাঁকে বন্দনা জানালো। ক্রমে এগিয়ে এসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সলেন গুরগণ খাঁ। একটি ছেলে উঠে এসে তাঁর উদ্দেশ্যে বাধানো অভিনন্দন পাঠ ক'রলো। তারপর ওস্তাদের জীবন-কাহিনী বিবৃত ক'রে স্কুলের তরফ থেকে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে পল্লব বল্‌লো ঃ 'আজকের আসরে যাঁরা অনুগ্রহ ক'রে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাঁদের অনেকেরই হয়তো প্রত্যাশা আছে ওস্তাদের গান শুনতে পাবেন ; বিষয়টা আমি ওস্তাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁকে যে স্বল্পক্ষণের জন্যে হ'লেও আমাদের মধ্যে পেয়েছি, এতেই আমরা কৃতার্থ। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে সকলের শ্রদ্ধা এক ক'রে তাঁর কণ্ঠে আমি

পরিয়ে দিচ্ছি একছড়া রৌপ্য-খচিত জরির মালা।' ব'লে ওস্তাদের কণ্ঠে মালা পরিয়ে দিতেই পুনরায় শাঁখ বেজে উঠলো এবং দ্বৈত কণ্ঠের গান জেগে উঠলো দু'টি ছেলে-মেয়ের।

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে এবারে উর্দুর সঙ্গে হিন্দী মিশিয়ে গুরগণ খাঁ বললেনঃ 'তোমাদের এখানে এসে আমি খুব আনন্দ পেলাম। তোমাদের সম্বর্দ্ধনা, এ তো আমার কাছে খোদাতালারই আশীর্বাদ স্বরূপ। স্কুলের ছেলেমেয়েদের যে গুণের পরিচয় পেলাম, তাতে মন ভ'রে গেল। আজকাল দেশ থেকে নিষ্ঠা জিনিষটা চ'লে যাচ্ছে, শিল্পীরা চাচ্ছে সস্তায় বাজী মাৎ ক'রতে। কিন্তু গানের ব্যাপারটা অত সহজ নয়। পল্লবকুমার তা জানে। আমি বিশ্বাস করি, তার ছাত্রছাত্রীরা তার স্বভাবের নিষ্ঠার দিকটা গ্রহণ ক'রে সাধনায় খাঁটি হ'য়ে উঠবে। তবেই তারা দেশকে বড় কিছু দিতে পারবে।' তারপর একটুকাল থেমে বললেনঃ 'তোমরা হয়তো মনে মনে ভাবচো, বক্তৃতা না ক'রে আমি গানের মধ্য দিয়ে কথা বল্‌ছি না কেন? কিন্তু গাইতে গেলে সময়ে কুলোবে না, তাই তোমাদের কাছে দু'টো একটা সুরের পরিচয় দিয়েই আজকের মতো বিদায় নেবো।' তারপর নিজেই তানপুরাটা হাতে টেনে নিয়ে শুদ্ধ বিলায়োল রাগের কয়েকটি বিভিন্ন পর্দা ছোট ছোট ক'রে গেয়ে শোনালেন গুরগণ খাঁ। সমস্তটা হল ঘর মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেল।

দু'টো ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে চ'লে গেল, টের পেল না কেউ। সদারং থেকে ততক্ষণে গাড়ি এসে বাইরে অপেক্ষা ক'রছিল। এবারে উঠে গুরগণ খাঁ বাইরের সিঁড়িতে পা দিতেই হেনাকে এনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পল্লব বললোঃ 'আমার এক প্রাইভেট ছাত্রী, ইউনিভার্সিটিতে এম-এ প'ড়ছে; অত্যন্ত টেলেণ্টেড, ইতিমধ্যে অনেক গান আয়ত্ব ক'রে নিয়েছে।'

গুরগণ খাঁ বললেনঃ 'সাবাস। এ তো আনন্দের কথা। কিন্তু গান আয়ত্ব ক'রবার শেষ নেই, জীবন ভ'রে শুধু শিখেই যেতে হয়।'

তে কা[illegible]জত হ'য়ে হেনা বললোঃ 'মাষ্টার মশাই এতক্ষণ আপনাকে আমা[illegible] সম্পর্কে বাড়িয়ে ব'লেছেন। গানের আমি কতটুকু জানি, আর কতটুকুই-বা এ বয়সে শিখেছি!'

গুরগণ খাঁ বললেনঃ 'এ বয়সটাই যে শেখবার বয়স। গলার পর্দ্দা এ বয়সে যত মোল্ড করা যায়, বেশী বয়সে তা যায় না। তখন আমার মতো ষ্টেল হ'য়ে যায়।'

হেনা বল্‌লোঃ 'কী যে বলেন, আপনার গলা এখনও ছু'কুড়ি বয়সের সমান। আপনি সকলের আদর্শ।'

গুরগণ খাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো—কথাটা শুনে মনে মনে খুসী হ'য়েছেন তিনি। গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেনঃ 'এ বয়সেও এখনও আমাকে রোজ রাত তিনটে থেকে পাঁচটা অবধি রেওয়াজ ক'রতে হয়। নিয়মিত রেওয়াজের চর্চা রাখবে, নইলে গলা বিদ্রোহ করে।'

উত্তরে হেনাকে বা পল্লবকে আর কিছু একটাও ব'লতে হ'লো না। তার আগেই ষ্টার্ট দিয়ে গাড়িটা চ'লে গেল।

রীতা এসে বললোঃ 'আসুন, চা খেয়ে তবে যাবেন।'

বাধা দিয়ে হেনা বললোঃ 'না, না, চায়ের কিছু প্রয়োজন নেই, এই তো বেশ আনন্দ করা গেল।'

রীতা বললোঃ 'তা কি হয়! আমরা সবাই চা খাবো, আর আপনি খেয়ে যাবেন না, এ যে ভাবতেও বিশ্রী লাগচে!'

পল্লব বললোঃ 'এ ব্যাপারে আমার কথা বলা উচিৎ নয়, তবু ওরা যখন তোমার জন্যে চা নিয়ে ব'সে আছে, তখন না-হয় খেয়েই নিলে! তারপর চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

তাই হ'লো। সকলের সাথে একসঙ্গে ব'সে চা খেতে হ'লো হেনাকে; তারপর ট্যাক্সি না নিয়ে পল্লবের সঙ্গে বাসের জন্যে হাজরা পার্কের স্টপেজে এসে দাঁড়িয়ে প'ড়লো সে; এবং একটু বাদে সামনে

এসে একটা ন' নম্বর বাস দাঁড়াতেই তাতে উঠে প'ড়ে ওস্তাদে বললো : 'চলুন, এবারে সাদার্ণ এভেন্যু দিয়ে যাই।'

হেনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে পল্লবের না এলেও ক্ষতি ছিল না। যে মেয়ে নিজে সর্বত্র সঞ্চারণশীল, যাকে একা কলেজে বেরুতে হয়, একা একা ট্রাম বাসের ভিড় ঠেলে চ'লতে হয়, তার পক্ষে এই মুহূর্তে পল্লবের মতো পুরুষের কোনো সাহচর্যেরই প্রয়োজন ছিল না, তবু ভদ্রতার খাতিরেই পল্লবকে আসতে হ'লো, উঠতে হ'লো ন' নম্বরে। কিন্তু তক্ষুণি ঠিক বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে ছিল না হেনার। তাই রবীন্দ্র ষ্টেডিয়ামের কাছাকাছি স্টপেজে এসে বাসটা দাঁড়াতেই নেমে প'ড়তে উদ্যত হ'য়ে হেনা বললো : 'আসুন এখানেই নেমে পড়ি পল্লবদা, তারপর হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি গিয়ে পৌঁছাব।'

পল্লবের তখন আর এমন সাধ্য নেই যে, না বলে। ফুটবোর্ড ছেড়ে হেনার একটা পা তখন ফুটপাতে নেমে গেছে। বাধ্য হ'য়ে পল্ললকেও তাই নামতে হ'লো।

হেসে হেনা বললো : 'হঠাৎ এম্‌নি ক'রে নেমে পড়ায় অবাক হলেন, তাই না ?'

পল্লব বললো : 'না, অবাক হবার কি আছে! কিছুক্ষণ বরং তোমার সঙ্গে লেকের হাওয়া খেয়ে ফেরা যাবে। কিন্তু ভাবচি—ওরা আবার ব'সে না থাকে!'

—'কারা ?'

—'স্কুলের ছেলে-মেয়েরা। আসার সময় ওদের যে কিছু ব'লে এলাম না!'

—'ব'লে না এলেও ওরা বুঝবে।'

কিন্তু বোঝাটা যে আরও খারাপ হবে, সে কথাটা মুখে অনতে পারলো না পল্লব। তার এত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কোনো ছাত্রী সম্পর্কে যদি তার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তবে অন্যেরা তা সহজ ভাবে নেবে না। আর তা যদি না নেয়, তবে তার স্কুল উঠে

যেতে কতক্ষণ! কিন্তু এই নিয়ে আপাতত কিছু-একটাও আর ভাবতে গেল না পল্লব। বললো: 'তা বুঝবে।'

রবীন্দ্র সরোবরের গেট পেরিয়ে ভিতরে এসে প্রবেশ ক'রে হেনা বললো: 'কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, বলুন তো? যে রকম গরম প'ড়তে সুরু ক'রেছে, ইচ্ছে করে না আপনার এরকম হাওয়ায় বেড়াতে?'

পল্লব বললো: 'ইচ্ছে ক'রলেও তার অবকাশ কোথায়? এ সময়টা গানের ক্লাস নেবো, না বেড়াবো।'

—'তবু তার মধ্যেও অবকাশ তো চাইই।' হেনা বললো: 'নইলে জীবনকে, গানকে নতুন ক'রে পাবার সুযোগ ঘটবে কি ক'রে? অবকাশের মধ্যেই তো সুর, অবকাশের মধ্যেই তো সৃষ্টি।'

এ কথা পল্লবও জানে বৈ কি! বললো: 'কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কর্মজগতের সংযোগ একেবারে নেই ব'ললেই চলে। আমার মতো যারা সান্ধ্য স্কুল চালিয়ে অন্ন গ্রহণ করে, তাদের কাছে সন্ধ্যার এই প্রাকৃতিক শোভার মূল্য কতটুকু?'

এবারে একটুকালের জন্যে থামলো হেনা, তারপর সরোবরের কাছাকাছি একটা ফাঁকা বেঞ্চের উপর এসে ব'সে বললো: 'স্কুলে আপনি তো মাইনে দিয়ে টিচার রেখেছেন, তবু আপনাকে এম্‌নি ক'রে সব সময় এন্‌গেজ্‌ড থাকতে হয় কেন?'

পল্লবও এসে বেঞ্চের একটা পাশে ব'সে প'ড়েছিল; বললো: 'সে শুধু স্কুলের উন্নতির জন্যে। একদিন আমি থাকবো না, কিন্তু স্কুল বড় হবে, কত শিল্পী বেরুবে স্কুল থেকে! দেশকে তারা সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে, ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পকে আবার নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে তারা দেশে; ভারতবর্ষের খাঁটি প্রাণের সুর জানবার জন্যে কত কত দেশ থেকে কত কত লোক ছুটে আসবে তাদের কাছে। শুধু এই স্বপ্ন নিয়েই স্কুলের পিছনে এমন ক'রে লেগে আছি।'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেনা বললো: 'আমাদের শাস্ত্রে কি ব'লেছে জানেন তো? ব'লেছে—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। একদিন আপনার এই স্বপ্ন সত্যিই সার্থক হ'য়ে উঠবে, পল্লব দা।'

পল্লব বললো: 'এই স্বপ্ন নিয়েই তোমাকে সেদিন ব'লেছিলাম—তুমি আমার স্কুলে এসে কিছুটাও অন্ততঃ ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু সাড়া দিলে না তুমি।'

হেনার এবারে কি জানি কি হ'লো, হঠাৎই সে ব'লে উঠলো: 'আজ কথা দিলাম পল্লবদা, আপনার স্কুল আমি দেখবো। গানের যেটুকু অধিকার আপনার কাছ থেকে আমি পেয়েছি, সেটুকু নতুন শিক্ষার্থীদের দিতে পারলে আমার সমস্তটুকু জানাই যে সার্থক হবে!' ব'লে বেঞ্চের হাতলের উপর দিয়ে দক্ষিণ হাতখানি প্রসারিত ক'রে দিতে গিয়ে তা পল্লবের হাতের উপরে এসে প'ড়লো, কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই তবু নিজের হাতখানিকে সরিয়ে নিল না হেনা।

তার কাছ থেকে কথা পেয়ে এতদিনে আজ বুঝি একটা নতুন খুসীতে পল্লবের মনটা সহসা ভ'রে উঠলো! এতদিন হেনার কাছ থেকে মনে মনে সে যতটা দূরত্ব রচনা ক'রে চ'লেছে, যতটা ব্যবধানের মধ্যে নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে সে, এখন এই মুহূর্তে মনে হ'লো—তা একেবারেই অর্থহীন ছিল। হেনাকে বুঝতে গিয়ে এতদিন সে নিজেকেই ভুল বুঝেছিল। ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি যেমন ক'রে ন'ড়ে ওঠে, এই মুহূর্তের এই খুসী বুঝি ঠিক তেমনি ক'রেই পল্লবের সমস্ত অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে মনটাকে তার কেমন্ই ক'রে দিল! হেনার হাতখানিকে সজোরে একবার নিজের হাতের মুঠোয় চেপে নিয়ে সে ব'লে উঠলো: 'তোমাকে যে ধন্যবাদ জানাবো, এমন ভাষা আমার জানা নেই। যদি আমার শুভেচ্ছার কোনো মূল্য থাকে, তবে সেই শুভেচ্ছা জানিয়ে শুধু বলি, তুমি মহিমময়ী হও, কল্যাণলক্ষ্মী হও তুমি।'

তার মুখের দিকে একটুকাল অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে হেনা বললো ঃ 'আমি অত্যন্ত ছোট, অত্যন্ত নগন্য, আমাকে দিয়ে বড়কিছু আশা ক'রলে আপনি হয়তো ভুল ক'রবেন পল্লবদা। আপনার উপর সেই ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমিই কি স্বস্তি পাবো? তা ছাড়া এখনও আমি ছাত্রী, উদারা থেকে হয়তো কেবল মুদারায় এসে পৌঁছেচি, শেষ পর্যন্ত তারায় গিয়ে পৌঁছাতে পারবো কিনা জানিনা।'

—'ইউ মাষ্ট।' আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে পল্লব বললো ঃ 'পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। তুমি পারবে ব'লেই যে আমার স্বপ্ন এমন অতন্দ্র হ'য়ে আছে!'

সেই মুহূর্তে চোখে প'ড়লো—হু'টি তরুণ-তরুণী একটা লম্বা জালি-ডিঙ্গা নিয়ে সরোবরে ভেসে প'ড়েছে, তারপর হু'পাশ থেকে হু'জনে বৈঠায় জল কেটে কেটে সরোবর-প্রদক্ষিণের সফরে মেতে উঠেছে।

কেমন একটা চাপা মিষ্টি হাসিতে মুখখানি আপনি থেকেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল হেনার। সেটুকু লক্ষ্য ক'রে পল্লব বললো ঃ 'আমার কথা শুনে হাসলে তো?'

—'না, না, তা কেন!' থেমে তেম্‌নি হুই ঠোঁটে চাপা হাসি মিশিয়ে হেনা বললো ঃ 'আপনার কথা শুনে আমার নিজের উপর বিশ্বাস আসছিল। কিন্তু ওরা কি চমৎকার দেখুন পল্লবদা, ডিঙ্গা নিয়ে কোথায় ওরা ভেসে গেল! ওরকম একটা ডিঙ্গা আমাদের থাকলে বেশ হতো।'

—'কি হতো?'

—'বাঃ রে, এম্‌নি ক'রে ওদের মতো বেড়াতে পারতাম।'

পল্লব বললো ঃ 'তুমি দেখচি ক্রমেই আমাকে নেশা ধরিয়ে দেবে হেনা।'

—'ধরলোই না-হয় একটু নেশা!' হেনা বললো ঃ 'তবে বুঝবো আপনি পুরুষ।'

—'কেন, তাতে সন্দেহ আছে নাকি ?'

—'আছেই তো, নইলে এখনও আপনি বিয়ে ক'রছেন না কেন, নইলে আপনি এখনও— 'কিন্তু আর ব'লতে না পেরে হঠাৎ থেমে গেল হেনা। থেমে গিয়ে তার মনে হ'লো—বড় বিশ্রীভাবে সে কথাটা ব'লে ফেলেছে। সে না ইউনিভার্সিটির আর্টসের ছাত্রী, সে না জজ ঋতেন চাটার্জির মেয়ে ? এতটা স্লিলি হ'লো সে কি ক'রে ? কিন্তু আর ভাবতে পারলো না সে, ভাববার অবকাশ ছিল না তার।

হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত হাসিতে ফেটে প'ড়ে পল্লব বললোঃ 'বিবাহ শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হ'চ্ছে বিশেষভাবে বহন করা। সেদিক থেকে আমিও বিয়ে ক'রেছি বৈকি ?'

খানিকটা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে স্খলিত কণ্ঠে হেনা জিজ্ঞেস করলোঃ 'বিয়ে ক'রেছেন, আপনি তবে সত্যিই বিয়ে ক'রেছেন পল্লবদা ? কাকে ?'

চোখ দু'টোকে নিমীলিত ক'রে সহজ কণ্ঠেই পল্লব বললোঃ 'আমার স্বপ্নকে।'

'মানে ?' প্রশ্ন ক'রতে গিয়ে চোখ দু'টো বুঝি একবার জ্বালা ক'রে উঠলো হেনার !

এবারে চোখ মেলে হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে পল্লব বললোঃ 'কেন, এই যে এতক্ষণ ধ'রে আমার স্বপ্নের কথা তোমাকে বললাম, তাতেও বুঝতে পারলে না ?'

এবারে নিজের কাছেই কেমন যেন লজ্জাবোধ হ'লো হেনার, একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললোঃ 'খানিকটা হয়তো অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন পল্লবদা। আপনি কি ব'লতে চেয়েছেন, আমি বুঝেছি।'

—'তুমি বুঝবে বলেই যে স্কুলের জন্যে তোমাকে চেয়েছি !' ব'লে একবার থামলো পল্লব, তারপর পুনরায় বললোঃ 'আমরা যে যায়গাটায় আজ ব'সে আছি, ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে এ যায়গাটা আজ

রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গানের জগতে কতবড় সাধক ছিলেন তিনি বলো তো? কোনোরকম বিকৃতি সহ্য ক'রতে পারতেন না তিনি সঙ্গীতে। অথচ তাঁর গান কত বিকৃত সুরেই না সারা বছর ধ'রে সর্বত্র গাওয়া হয়। অতি দুঃখে একবার তিনি ব'লেছিলেনঃ আমার গানের উপর দিয়ে কেউ রোলার চালিয়ো না। আমি চাই এই রোলারকে ভেঙে ফেলতে, শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর থেকেই নয়, ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মাত্রের উপর থেকেই।'

শুনতে শুনতে হঠাৎ বীরেন ব্যানার্জির কথাটা মনে এসে গেল হেনার। কাব্য সম্পর্কে বীরেন সেদিন এমনই একটা ইঙ্গিত ক'রেছিল। দু'জনের কথার মধ্যে মিলের অবধি নেই, অথচ ব্যক্তি হিসেবে দু'জনে একেবারেই স্বতন্ত্র। একটুকাল মনে মনে কী তর্জমা ক'রে নিয়ে হেনা বললোঃ 'যে মুহূর্তে স্কুল সম্পর্কে আপনাকে কথা দিয়েছি, সেই মুহূর্তে আপনার আদর্শও আমি মেনে নিয়েছি পল্লবদা। কিন্তু আমি ভাবচি, দেশের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের মতো আপনিও আঘাত না পান!'

—'কিন্তু আঘাত আসবে ব'লে কি কাজের পথ থেকে স'রে যাবো?' পল্লব বললোঃ 'তা যারা যায়, তারা নিজেরাও মরে, দেশের শিল্পকেও মারে।'

সমস্তটা লেকের উপর দিয়ে তখন সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমে এসেছে। জালি-ডিঙ্গা নিয়ে যারা সরোবরে ভেসে প'ড়েছিল, তাদের আর চোখে প'ড়লো না। যাদের মুখ এতক্ষণ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, তারাও এখন ক্রমেই অস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। এবারে বাড়িতে ফিরে যাওয়া দরকার। চারপাশের আলোগুলো স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল— এবারে রাত্রি সুরু।

বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে উঠতে হেনা বললোঃ 'চলুন এবারে ফিরি। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলাম, অনেক ক্ষতি হ'লো আপনার।'

সঙ্গে সঙ্গেই পল্লব উঠে প'ড়লো, বললো: 'ওস্তাদের উপলক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় কোনো ক্লাস ছিল না স্কুলে, তাই ক্ষতি হয়নি কিছু; বরং লাভ হ'লো যে, তোমার কথা পেয়েছি।'

—'শুধু এই!' সামনের পথে পা বাড়াতে বাড়াতে পল্লবের মুখের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল হেনা। সে দৃষ্টিতে কিছু অর্থ লুকানো ছিল; হয়তো লেকের আলো-অন্ধকারে সেটুকু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রলো না পল্লব।

থেমে হেনা বললো: 'আপনার সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বীরেন ব্যানার্জির পরিচয় হ'লে ভালো হ'তো। আপনারা দু'জনে ধাতে এক, কিন্তু জাতে আলাদা।'

—'কি রকম?'

—'মানে—সে কথা রচনা করে, আর আপনি রচনা করেন সুর।' হেনা বললো: 'ব্যক্তিগত মতবাদ সম্পর্কে দু'জনেই ম্যান অব প্রিন্‌সিপ্‌ল। একজন ছাত্র আর একজন শিক্ষক, একজন লেসন্ নেয়, আর একজন লেসন্ দেয়।'

—'মূলে তা হ'লে পার্থক্য নেই।' পল্লব বল্‌লো, 'আর্টের ক্ষেত্রে গ্রহণে এবং দানে মন একই রকম কাজ করে। সুতরাং তোমাদের ব্যানার্জির সঙ্গে ধাতে যদি এক হই, তবে জাতেই বা আমি আলাদা হবো কেন? তা যাক। কালই যখন আবার আসছি, তখন আজ আর তোমাদের বাড়িতে ফিরে না গেলাম। এটুকু পথ তুমি বোধ করি একাই চ'লে যেতে পারবে। আমি এখান থেকেই বরং আবার ন'নম্বর বাস ধ'রে ফিরে যাই।'

সময়ের দিকে তাকিয়ে এবারে আর আপত্তি ক'রলো না হেনা। বিশেষ ক'রে বাবা অসুস্থ হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে আছেন। তাঁকে ফেলে এত সময় তার পক্ষে বাইরে কাটানো উচিত হয় নি। তবু কাটাতে হ'লো। এই সময়টুকুই তার গোটা জীবনের ইতিহাসের পাতায় হয়তো একটা উজ্জ্বল রেখার মতো জেগে থাকবে। তার জন্যে পল্লবের

কাছে সে কি কম কৃতজ্ঞ? বললো: 'তাই আসুন। মিছেমিছি আপনাকে আর এখন ঘরে টানবো না।'

সেই মুহূর্তেই একটা ন' নম্বর বাস এসে দাঁড়ালো। হেনার মুখের দিকে একবার স্মিতমুখে তাকিয়ে বাসটায় উঠে প'ড়লো পল্লব। হাত উঁচিয়ে তাকে বিদায় জানালো হেনা, তারপর বাড়ির পথে পা বাড়াতে গিয়ে যখন সে নিজেকে নিয়ে একটুও ভাবতে পারলো—সমস্তটা মন তার কী যেন এক দুর্জ্ঞেয় সত্য আবিষ্কারের আনন্দে ভ'রে গেল।

রণজিৎ কুমার সেন

॥ সাত ॥

চৌরঙ্গী অঞ্চলে সেদিন ইণ্টারন্যাশনাল ফোটোগ্রাফিক এগজিবিশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সাংবাদিকতার সূত্রে মশালের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ ছিল বীরেন আর হেনার। ক্লাসের ইণ্টারভালে হেনাকে কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল বীরেন।

কিন্তু ক্লাস সেরে বিকেলের দিকে যখন তারা চৌরঙ্গী এসে পৌঁছালো, তখন সাংসারিক কী একটা জরুরী কথা মাথায় এসে হঠাৎ বিব্রত ক'রে তুললো বীরেনকে। দু'জনের কাছে কেউ আর তখন আপনি নেই, বীরেনই আপনি-তুমি ক'রতে ক'রতে একসময় সোজা তুমিতে এসে পৌঁছেছিল। তাকে অনুমোদন ক'রে নিয়েছিল হেনা। নিয়েছিল অনেক আগেই। বীরেনের তরফ থেকে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটলো এতদিনে। বললো: 'এই রেঃ, আসল কথাই ভুলে গেছি। শ্যামবাজারে কাল আমার মাসতুতো বোন রুমার বিয়ে। কলেজে বেরুবার আগে মা সঙ্গে কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন পছন্দমতো শাড়ী কিম্বা ভালো কিছু উপহার কিনে নিয়ে যাবার জন্যে। তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে আসতে আসতে এতক্ষণ তা একদম মনেই ছিল না; নইলে কলেজ ষ্ট্রীট পাড়া থেকে কাজটা সেরে তবে নিশ্চিন্তে বেড়াতে পারতাম।

তার মুখের উপর দিয়ে সকৌতুকে চোখ দু'টো ঘুরিয়ে নিয়ে হেনা বললো: 'তাই তো, তা হ'লে কি হবে! সহর থেকে এসে প'ড়লে গ্রামে, এখানে কাঠ কয়লা আর ঘুঁটে ছাড়া কিইবা পাবে ছাই!'

ঠোঁটে ঈষৎ হাসি টেনে বীরেন বললো: 'ঠাট্টা হ'চ্ছে, তাই না?'

হেনা বললো: 'আসলে তুমি যে চৌরঙ্গী পাড়ায় এসে নেমেছ, একথা ভুলেই গেছ। এ পাড়ায় নেই, ভারতবর্ষের এমন কোনো জিনিষ আছে? তা ছাড়া বিয়ের উপহার তুমি কলেজ ষ্ট্রীটে কেন, রাস-

বিহারীতে গেলেও পাবে। এগজিবিশন সেরে তাই চলো না ব্যানার্জি, তোমার মার্কেটিংয়ে সম্ভবমতো আমি তোমাকে হেল্‌প ক'রবো।'

বীরেন বল্‌লোঃ 'আরেঃ, তুমি হেল্‌প ক'রবে ব'লেই যে আমার ভরসা ; নইলে এই উপহার টুপহার আমি কি ছাই বুঝি ?'

—'বোঝো না আবার!' হেনা বললোঃ 'স্পুটনিক বোঝো, কাব্যের সমাজতত্ব বোঝো, আর বিয়ের উপহার বোঝো না, একথাও বিশ্বাস ক'রতে হবে!'

—'না হয় ক'রলেই বা বিশ্বাস!' ব'লে হেসে ফেললো বীরেন, তারপর ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য ক'রে এবারে সোজা গিয়ে এগজিবিশন-হলে ঢুকে প'ড়লো। বেশ লাগলো হেনার। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ মিলে আলোকচিত্রের এক অদ্ভুত গীতায়ন সৃষ্টি ক'রেছে। ক্যামেরার নানা বিচিত্র কারুকার্যে জীবন্ত আর সজীব হয়ে উঠেছে প্রত্যেকটি ছবি। যেমন মানুষ, তেমনি প্রকৃতি ; মনে হয় সবাই তারা চোখের সামনে উপস্থিত। আপন মনেই একবার উচ্চারণ ক'রলো হেনা—

'হায় ছবি,
তুমি কি কেবলি ছবি
শুধু পটে লিখা!'

এই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে যে দর্শনটা এসে ভিড় ক'রলো, তাকে রূপ দিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, সঙ্গীতের মধ্যে যেমন ব্রহ্মাস্বাদ মিশে আছে, তেমনি ছবির মধ্যে মিশে আছে বিশ্বপ্রকৃতি। দু'টো অনুভূতিই এক, এবং তাদের পরিনির্বানও একই যায়গায়। আলোকচিত্রের চিত্রটা বাইরের বস্তু, আলোটা ভিতরের। ভিতরে আর বাইরে না মিললে যেমন চিত্র হয় না, তেমনি গানও হয় না ; আর্টের ব্যাপারটাই হ'চ্ছে ভিতর এবং বাইরের লীলা-ঐক্য। বিশ্বলীলার তারে তারেও এই ভিতর এবং বইরের ঐকতানের খেলা চ'লেছে।—কতক্ষণ যে নিজের মধ্যে এই দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে রইল হেনা, বলতে পারবো না।

বাইরের আকাশে ততক্ষণে স্তরে স্তরে মেঘ জমে উঠেছে। সেদিকে এতক্ষণ কারুরই লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য থাকবার কথাও নয়। চৌরঙ্গী অঞ্চলে আসার সময় আকাশটা ছিল ট্রামের ছাদে ঢাকা, নামবার পর দু'জনে দু'জনের মাথার চুলের উর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপের অবকাশ পায়নি। সেই সুযোগে বঙ্গোপসাগর থেকে তড়িৎগতিতে উঠে এসে চৌরঙ্গীর আকাশকে কখন্ যে কালিমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে মেঘ, জানবার কথা নয় কারুর। হঠাৎ মেঘের গুরুগর্জন কানে আসতেই এবারে সচকিত হ'য়ে উঠলো বীরেন। বললো : 'চলো, এবারে বেরুই।'

ছবি দেখা শেষ ক'রে হেনার পা দু'টো বাইরের গেটের দিকেই এগিয়ে ছিল, অতএব বেরিয়ে আসতে দেরী হ'লো না।

এবারে আকাশের দিকে লক্ষ্য ক'রে বীরেন বললো : 'জল নেমে প'ড়লে বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে।'

হেনা বললো : 'আর আমি ভাবচি কি জানো ব্যানার্জি? ভাবচি—হাতে যদি একটা ক্যামেরা থাকতো, তবে এই মুহূর্তে মেঘের অদ্ভুত একটা স্ন্যাপ নিয়ে ওদের ফোটো-কালেকশনের সঙ্গে যোগ ক'রে দিতাম।'

—'যেমন নিজে তুমি অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত অদ্ভুত সব কল্পনা তোমার।' থেমে বীরেন বললো : 'ওদের কালেকশন খারাপ হয়নি, রুমানিয়ার একটা ক্লাউডের সীনও তো দেখলাম! কিন্তু বৃষ্টিটা হঠাৎ নেমে প'ড়লে ভাবচি আমার মার্কেটিংটা বন্ধ হ'য়ে যাবে এবং ঘরে ফিরে নির্ঘাৎ মায়ের কাছে বকুনি খাবো।'

হেনা বললো : 'দেখছি—তোমার এখনও চাইল্ডহুড কাটেনি ব্যানার্জি। এ মেঘে যে সহসা বর্ষণ হয় না, এতদিনে এটুকুও তুমি জানলে না! এ-পাড়া দিয়ে দরকার নেই, চলো চব্বিশ নম্বর ট্রাম ধরি; রাসবিহারীতে আমার জানা ভালো দোকান আছে, তোমার প্রেজেন্টেশন কিনে দেবো চলো। তবু কিছুক্ষণ কথায় কথায় যাওয়া

যাবে। আর স্বরচিত কবিতা যদি কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাতে রাজি থাকো, তবে না হয় ময়দানে কিছুক্ষণ ব'সে যাই।'

তার চোখের দিকে একবার স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বীরেন বললো: 'জল নামলে ভেজবার তোমার ভয় নেই চাটার্জি! সামনে পরীক্ষা, অসুখ বাধিয়ে ব'সলে মজা বুঝবে।'

—'তবু স্মরণে থাকবে, এক মেঘমেদুর সন্ধ্যায় বৃষ্টির মুক্ত ধারায় স্নান ক'রতে ক'রতে তোমার কবিতা শুনেছিলাম।' ব'লে হেসে ফেললো হেনা, তারপর পুনরায় বললো: 'বুঝেছি, রাজি নও তুমি। সেদিন তোমার কথা শুনে পল্লবদা বলছিলেন—তোমার সঙ্গে হয়তো তাঁর মূলগত পার্থক্য নেই কিছু; কিন্তু আমি দেখছি একেবারে আমূল তফাৎ।'

পল্লবের কথা এর আগে হেনার মুখে কিছু কিছু শুনেছিল বীরেন, তাই হেনার কথার পৃষ্ঠে সে বললো: 'তোমার গানের টিচার তা হ'লে তোমার মুখ থেকে আমার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে?'

—'অনেক কিছু কেন, যৎকিঞ্চিৎ।' থেমে হেনা বললো: 'বলেছি —ভীষণ একরোখা আর একগুঁয়ে তুমি।'

—'ব্যস, শেষ পর্যন্ত এই আমার পরিচয়!' বীরেন বললো: 'আমি যে একালের একজন শক্তিমান কবি, আমি যে—মানে আমার যে মানুষকে ভালোবাসার মতো একটা বিরাট মন আছে এবং সেই মনটা কোনো ঐশ্বর্যশালী সম্রাটের চাইতে ছোট নয়, এসব তবে মিথ্যে?'

ট্রামের গুম্‌টির দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে ঠোঁট চেপে হেসে এবারে হেনা বললো: 'আপনারে বড় বলে, বড় সেই নয়; তুমি দেখছি শুধু কবিদেরই নও, সম্রাটদেরও হার মানালে! এত দম্ভ ভালো নয়।'

বীরেন বললো: 'সংসারে শক্তিমানদেরই দম্ভ থাকে। যারা দুর্বল, যাদের মেরিট নেই, দম্ভ ক'রবার মতো স্পর্ধা কোথায় তাদের?'

কথাটার জবাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখে এসে গিয়েছিল হেনার, কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা চব্বিশ নম্বর ট্রাম এসে সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়লো। মাথার উপর ঘন ঘন মেঘ-গর্জন, সেই তুলনায় ট্রামেও ভিড় কিছু কম নয়। তবু তারই মধ্যে চেষ্টা ক'রে বীরেনকে নিয়ে এবারে ট্রামটায় উঠে প'ড়লো হেনা। মুখের কথা তার মুখেই থেকে গেল ; এমন কি রাসবিহারী এভেন্যুর ফুটপাতে পা দিয়েও চৌরঙ্গীর তর্ককে আর নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলবার সুযোগ পেলো না সে। বীরেনের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো : 'বলো কি কিনবে ? শাড়ি না শান্তিনিকেতনী কিম্বা কাশ্মীরি উড-ষ্টাফ ? চাও তো মাদুরার নিটিং বা জয়পুরী ব্রোঞ্জ ওয়ার্কসও দেখতে পারো !'

বীরেন বললো : 'তুমি পছন্দ ক'রে কিনে দেবে বলেই তো এতদূর টেনে আনলে ! হঠাৎ আবার এতগুলো প্রশ্ন কেন ?'

—'অন্ততঃ টাইপটা তো ব'লবে ! তাছাড়া বাজেটটাও তো জানা দরকার !' বলে একবার চোখের পাতা নাচালো হেনা।

বীরেন বললো : 'বাংলাদেশের একটি সাধারণ মেয়েকে যেটা উপহার দিলে কাজে লাগে, তা কি তোমার চাইতে আমি বেশী বুঝবো ! বাজেটটা অবিশ্যি জানা দরকার, সেটা ধরো পঁচিশ থেকে ত্রিশ।'

—'নট ব্যাড।' হেনা বললো : 'শাড়িতে কাজ কি, ও তো বিয়েতে এন্তার পাবে, চলো—দেখেশুনে পছন্দ মতো অন্য কিছু নেবে।' ব'লে গরিয়াহাটের মোড়ের দিকে একটা দোকানে এসে ঢুকতেই দোকানী বিশেষ আগ্রহ দেখালো তাকে। দোকানটায় ইদানিংকালের এমন কোনো ফ্যান্সী জিনিষ নেই যে না আছে। নামকরা পটারী থেকে সুরু ক'রে মাদুরা, বাঙ্গালোর, কাশ্মীর, আর শান্তিনিকেতন—সব যায়গার সব রকম জিনিষে ঠাসা দোকানটা। বাজেট অনুযায়ী তা থেকে বেছে বেছে যা নির্বাচন ক'রলো হেনা, খুসীতে তা তাক লাগিয়ে দিল বীরেনকে। তার মুখের দিকে একবার

তাকিয়ে দোকানীকে দাম চুকিয়ে দিয়ে আবার ফুটপাতে নেমে এলো সে। এখান থেকে তাদের বাড়িটার দূরত্ব কতটুকুই-বা? বললো: 'এতটাই যদি এলে, আর দু'পা এগিয়ে চলো আমাদের বাড়িটা দেখে যাবে; আর খুব আপত্তি না থাকলে পাঁচ মিনিট ব'সে এক কাপ চা খেয়ে উঠে প'ড়বে।'

বীরেনকে এবারে দু'সেকেণ্ডের মধ্যে রাজি হবো-কি-হবো-না ভাবতে হলো, আর সেই অবকাশে আকাশ ভেঙে মাতাল ঝড় চারদিক আচ্ছন্ন ক'রে এমন তীরবেগে ছুটে এলো যে—হেনাকে অবধি চঞ্চল ক'রে তুললো। মেঘ এবং বর্ষণ সম্পর্কে তার সমস্ত ক্যালকুলেশনই যে ভুল, একথা নিয়ে প্রচুর তর্ক ক'রতে পারতো বীরেন, কিন্তু এক পলকে ঝড়টা প্রায় সত্তর মাইল বেগে ছুটে এসে তাকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললো হেনার কাছ থেকে। যথাশক্তি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা ক'রে একটা ব্যালকনির নীচে এসে আশ্রয় নিতে চাইল বীরেন, কিন্তু পারলো না, ব্যালকনির পরিবেশটা তখন হাজার লোকের ভিড়ে আচ্ছন্ন।

ঝড়ের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে কোথা থেকে হেনা একবার চিৎকার করে উঠলো: 'ব্যানার্জি, এদিকে চ'লে এস, আমরা এটুকু পথ ছুটে চ'লে যেতে পারবো।'

তেমনি চিৎকার ক'রেই সাড়া দিয়ে বীরেন বললো: 'কোন্ দিকে ছিটকে প'ড়েছ চাটার্জি?'

—'এই যে এদিকে, সোজা দক্ষিণে।' হেনার কণ্ঠ আর একবার উচ্চকিত হ'য়ে উঠতে শোনা গেল: 'বাটার দোকানকে ডাইনে রেখে গোল পার্কের দিকে।'

বীরেন এবারে সেই দিকেই ছুটলো, মনে হ'লো—ঝড়ের গতিকে এবারে তার নিজের স্পীড দিয়ে হার মানিয়ে দেবে সে। উদ্দাম আবেগে আর একবার চিৎকার ক'রে উঠলো বীরেন—'হেনা!'

ওপাশ থেকে সাড়া দিয়ে হেনা বললো—'এই যে আমি, কিছু ভয় নেই, এগিয়ে এস।'

তাই এলো বীরেন। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে গিয়ে এতক্ষণে আবার তবে হেনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল তার। ভিজে জামা কাপড় তু'জনের গায়ে তখন সপ্ সপ্ করছে। চুলগুলো হ'য়েছে কালো আকাশের মতই ঘন মেঘের জটা। দম্‌কা ঝড়ে চারদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘন ঘন বিত্যুৎ চমকাচ্ছে। তার মধ্যে বীরেনের মুখের দিকে একবার তাকাতে চেষ্টা ক'রে হেনা বললো: 'জানো বীরেন, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। এমন একটা দিন কিন্তু চাইলেই জীবনে পাওয়া যায় না।'

বীরেন বললো: 'এরপর বিছানায় শুয়ে জ্বরে কাতরাবে, আর ডাক্তার এসে ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে যাবে। চাই কি, এই মুহূর্তে যদি একটা গাছ ভেঙে পড়ে মাথায়, তবে এখানেই শেষ।'

এবারে কেমন মেঘ গর্জনের মতই উল্লাসে হেসে উঠলো হেনা, বললো: 'হায় রে ভীরু কবি! তোমার উচিত ছিল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কিম্বা মেডিকেল কলেজে গিয়ে ভর্তি হওয়া। তোমার এই টন্‌টনে নাড়ীজ্ঞান নিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম।'

দ্রুত পদ-সঞ্চালন ক'রতে ক'রতে বীরেন বললো: 'কিন্তু ঠাণ্ডায় আমার যা কাঁপুনি ধ'রেছে, মনে হ'চ্ছে কিছু একটা অগ্নিকুণ্ডে গিয়ে ঝাঁপ দিলেও এ কাঁপুনি সহসা থামবে না।'

হেনা বললো: 'ঈশ্বর তোমাকে ভুল ক'রে পুরুষ মানুষ ক'রে পাঠিয়েছেন। আমি যদি স্রষ্টা হতাম—'

অম্‌নি কথাটা কেড়ে নিয়ে বীরেন বললো: 'এখনই বা তিলে তিলে তুমি কম সৃষ্টি ক'রছো কি?'

—'কিন্তু পারলুম কোথায়!' হেনা বললো: 'যা হ'য়ে তুমি পৃথিবীতে এসেছিলে, আজও তুমি তাই হ'য়ে রইলে। ভেঙে ভেঙে আর নতুন ক'রে গ'ড়তে পারলুম কোথায় তোমাকে!'

বীরেন বললো: 'যা পেরেছ, তা তোমার নিজের কাছেই অজানা থেকে গেল।'

—'সত্যি ?'

কিন্তু সেই সত্যটা আর নতুন ক'রে প্রমাণ ক'রবার অবকাশ হ'লো না বীরেনের, আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই হেনাদের বাড়ির বারান্দায় এসে তারা পৌঁছে গেল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হেনা বললো : 'বাব্বাঃ, এতক্ষণে তোমাকে একটা সেল্‌টার দেওয়া গেল বীরেন। তারপর কলিং বেল টিপতেই নিচের সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চাকর যুধিষ্ঠির দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলো : 'কে ? দিদিমণি এলে ?'

—'এলাম।' ব'লে বীরেনকে ইশারা ক'রে উপরের সিঁড়িতে পা বাড়ালো হেনা।

যুধিষ্ঠির বললো : 'ইস, এই ঝড়-জলে রীতিমত ভিজে এলে তো ?' তারপর বীরেনের দিকে লক্ষ্য পড়ায় পুনরায় বললো : 'তা—সঙ্গে ক'রে বন্ধুকেও তো ভিজিয়ে নিয়ে এলে !

যুধিষ্ঠির কোনোকালেই কোনো বিষয়ে খুব একটা মিথ্যা অনুমান করে না। এখনও ক'রলো না।

—'কি করি বলো, প্রকৃতি যে এমন বিরূপ হবে, এও কি জানতাম !' থেমে হেনা বললো : 'তুমি চট্ ক'রে বাথরুমে একটা ধুতি আর একটা সার্ট রেখে এস তো যুধিষ্ঠির, তারপর আমার ঘরে কিছু খাবার আর দু' গ্লাস ভর্তি ক'রে গরম কফি রেখে যেয়ো।'

যুধিষ্ঠির প্রস্থানোদ্যত হচ্ছিল, ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে করবী দেবীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'কে, দিদিমণি এলো নাকি যুধিষ্ঠির ?'

চাপা গলায় হেনা বললো : 'মাকে গিয়ে বুঝি আমার ভিজে আসার কথা বলো যুধিষ্ঠির ! বলো যে আমি এক্ষুণি ওঘরে যাচ্ছি।'

মুখ টিপে হেসে যুধিষ্ঠির এবারে ঘোরানো বারান্দা পেরিয়ে করবী দেবী ও ঋতেন বাবুর ঘরের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

নিজের হাতে এবারে বাথরুমের লাইট জ্বেলে দিয়ে হেনা বললো, 'যাও বীরেন, আগে হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টে এস, ততক্ষণে আমি নিজেও তৈরী হ'য়ে নিই, তারপর একসঙ্গে কফি খাবো।'

বীরেন এতক্ষণ যেন হেনাকে নতুন চোখ দিয়ে দেখছিল। সিক্ত বসনাবৃত এ যেন আর এক নারী! সারা মুখের উপর জলবিন্দুগুলো আলোর রশ্মিতে এক অপরূপ রূপশোভায় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। নারীর এমন মধুর রূপ যেন আর কোনোদিন দেখেনি বীরেন। দেখছিল আর নিজের কাছেই অবাক হ'য়ে যাচ্ছিল সে। তার হাতের প্রেজেণ্টেশনের প্যাকেটটা যে ভিজে চুপসে গেছে, সেদিকে অবধি তার লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ হেনার কথায় চমক ভেঙে খানিকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেই হাতের প্যাকেটটার দিকে লক্ষ্য ক'রে মনটা তার ভেঙে গেল। সেটুকু যে না বুঝলো হেনা, এমন নয়; তাড়াতাড়ি প্যাকেটটাকে বীরেনের হাত থেকে টেনে নিয়ে সে বললো: 'এতক্ষণ এটার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা মনেই ছিল না। 'বাট ম্যাটার্স লিট্‌ল। এমন কিছু কেনা হয়নি—যা জলে ভিজে খারাপ হ'তে পারে। তুমি যাবার আগে প্যাকেটটাকে আমি ঠিক ক'রে দেবোখন। যাও, চট ক'রে বাথরুম থেকে ঘুরে এস।'

যুধিষ্ঠির ততক্ষণে বাথরুমে এসে জামা-কাপড় রেখে গিয়েছিল। এরকম বাড়্‌তি দু'এক সেট জামা-কাপড় এ বাড়িতে চিরকালই থেকে আসচে। ঋতেন বাবুর সার্ভিস লাইফে যখন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব বা আত্মিয়েরা প্রায়ই দু'এক বেলার নাম ক'রে বেড়াতে আসতেন, তখন এগুলো কাজে লেগে যেতো। সে রেওয়াজ এখনও আছে। আছে ব'লেই এরকম সব মুহূর্তে বীরেনের মতো লোকদের মস্তবড় সুবিধে।

বীরেন এবারে আর কিছু-একটাও না ব'লে সোজা বাথরুমে ঢুকে খিল এঁটে দিল। তারপর যখন সে বেরিয়ে এলো, দেখলো—হেনা ইতিমধ্যে ঠিকই তৈরী হ'য়ে নিয়ে তার নিজের ঘরের টেবলে অপেক্ষা ক'রছে। সামনে কফির গ্লাস আর ডিসে খাবার।

হেনা বললো : 'আর দেরী ক'রলে কফি জুড়িয়ে যাবে। এস, আগে খেয়ে নাও, তারপর না হয় বেশ-বাস ঠিক ক'রে বসবে।'

কথা রাখতে গিয়ে নিজের দিক থেকে কিছুটা যে লজ্জা না হ'লো বীরেনের, এমন নয়। হেনা তার সহপাঠিনী হ'লেও আসলে সে নারী। একটি নারীর সামনে নিজেকে এই প্রথম এরকম অসংস্কৃত অবস্থায় প্রকাশ ক'রতে যে-কোনো পুরুষেরই সংকোচে বাধে। বীরেনেরও বাধলো। কিন্তু এখানে তা নিয়ে স'রে থাকবার তার পথ নেই, বিশেষ ক'রে যে ঝড়ের তীব্র স্পর্শ সারা দেহে বুলিয়ে নিয়ে তাকে এসে এখানে উঠতে হ'য়েছে, এবং যে ঝড়ের শেষ রেশ এখনও বহিঃপ্রকৃতিকে মাতিয়ে রেখেছে, সেই ঝড়ের কাঁপুনি এখনও তার দেহ থেকে যায় নি। হেনা যদি জামা কাপড়ের ব্যবস্থা না ক'রতো, তবে গায়ের ভেজা জামা কাপড় তাকে গায়েই শুকোতে হতো, এবং যে জ্বরের কথা উল্লেখ ক'রে হেনাকে সারা পথ সে আতঙ্কিত ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল, সেই জ্বরে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়া তার নিজের পক্ষেই অবধারিত হ'য়ে উঠতো।

আর একবার তাড়া দিয়ে হেনা বললো : 'কই, এস।'

এবারে আর ইতস্ততঃ করারও তার অবকাশটুকু রইল না। এগিয়ে এসে কফির টেবলে ব'সে প'ড়লো বীরেন। জিজ্ঞেস করলো : 'এ ঘরে আপাতত আর কেউ আসবে না তো ?'

—'আমি না ডাকলে নয়।' ব'লে প্লেট থেকে খাবার তুলে মুখে দিল হেনা।

বীরেনের কণ্ঠে এবারে দ্বিতীয় প্রশ্ন : 'তুমি তবে এ ঘরেই থাকো ?'

কফির গ্লাসে চুমুক দিয়ে হেনা বললো : 'কেন, বিশ্বাস হ'চ্ছে না ?'

—'অন্ততঃ অবিশ্বাসের কিছু নেই।' বীরেন বললো : 'আসলে এ ঘর ছাড়া তোমাকে যেন ঠিক মানাতো না।'

মুখ টিপে হেসে এবারে হেনা প্রশ্ন ক'রলো : 'কেন ? জজের মেয়ে ব'লে, না এম-এ ক্লাসের ছাত্রী ব'লে ?'

—'তার কোনোটাই নয়, শুধু তুমি ব'লে।'

—'এতক্ষণে তুমি তবে ফর্মে এসেছ কবি, একটা কবিতা শোনাও, প্লিজ।'

—'এমনি হঠাৎ কথনও কবিতা মনে আসে ?'

—'প্লিজ।'

এরপর আপত্তি ক'রতে গেলে নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে হবে। এক চুমুকে তাই কফির গ্লাসটা খালি ক'রে মনে মনে গুটি কয়েক লাইন তৈরী ক'রে নিয়ে বীরেন বললো—

শুধু তুমি ব'লে
যেখানে যেটুকু ভালো, তাই বুঝি দোলে
মনে এসে ! বাকীটুকু প্রশ্ন হ'য়ে থাকে—
যাকে কেউ স্মরণে না রাখে।

অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেনা ব'লে উঠলো : 'তোমার তুলনা নেই বীরেন, ইউ আর সো নাইস—সো বিউটিফুল।'

বীরেনের ঠোঁটেও যেন কথাটা এসেই ছিল, বললো : 'এ্যাজ ইউ আর।'

কিন্তু এবারে আর অপেক্ষা ক'রলো না হেনা, উঠে প'ড়ে বললো : 'চলো, মা আর বাবার সঙ্গে আলাপ ক'রবে, তোমাকে এর অনেক আগেই বাবা এক্সপেক্ট ক'রেছিলেন।'

ইচ্ছে না থাকলেও একরকম বাধ্য হ'য়েই বীরেনকে এবারে উঠে প'ড়ে হেনাকে অনুসরণ ক'রতে হ'লো।

পাশের বারান্দা পেরিয়ে এসে মায়ের উদ্দেশ্যে হেনা হাঁক দিতেই করবী দেবী এগিয়ে আসতে আসতে বললেন : 'আচ্ছা, তুই কেমন মেয়ে বল্ তো ? সেই কখন্ কলেজে বেরিয়ে এতক্ষণে তবে ঝড়-জলে

ভিজে এলি তো ?' কিন্তু বারান্দায় এসে পা দিতেই বীরেনকে লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

হেনা বললো : 'কাকে ধ'রে এনেছি মা দেখ, আমাদের ক্লাসের বীরেন ব্যানার্জি।'

এ নামটা এ বাড়িতে খুবই পরিচিত, তাই আর নতুন ক'রে কিছু ব'লতে হ'লো না করবী দেবীকে। বললেন : 'আর সময় পেলি নে, ঝড়-জলের মধ্যে ওকে টেনে এনে কষ্ট দিলি তো ?'

বিনয়ের কণ্ঠে বীরেন বললো : 'না, না, কষ্টের কি আছে, কিচ্ছু কষ্ট হয়নি।' ব'লে করবী দেবীকে প্রণাম করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই বাধা দিয়ে করবী দেবী বললেন : 'না, না, প্রণাম ক'রতে হবে না। অনেক দিন থেকে হেনার মুখে তোমার নাম শুনছি, তা—মাঝে মাঝে আসবে যাবে, তবে তো আলাপ পরিচয় হবে !'

হেনা বললো : 'বলো, এবারে তুমিই বলো মা, আমি এতদিন ব'লে ব'লে তবে থেমেছি।'

লজ্জিত হ'য়ে বীরেন বললো : 'না, না,. তার জন্যে কিছু নয়। আসলে পড়াশুনো ক'রে কলেজ ক'রে শেষ পর্যন্ত আর সময় পেয়ে উঠি না।'

করবী দেবী বললেন : 'আজকাল যে রকম ব্যস্ততার যুগ প'ড়েছে, তাতে কারুর কোথাও বড় একটা বেরুনো সত্যিই হ'য়ে ওঠে না ; তবু তার মধ্যেই সময় ক'রে নিতে হয়। নইলে লোকের সঙ্গে যে লোকের সম্পর্কই থাকে না !' তারপর থেমে বললেন : 'এস, ভিতরে এসে বসবে, এস।'

বীরেন এবারে ঘরের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ ক'রতেই ঋতেন বাবুকে ঠেলে দিয়ে হেনা বললো :' 'বীরেনকে তুমি নিয়ে আসতে ব'লেছিলে বাবা, এই দেখ—কত অসাধ্য সাধন ক'রে তবে আজ ফিরতে পারলাম।'

ঘরেই ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন ঋতেন বাবু, এবারে খানিকটা সোজা হ'য়ে উঠে ব'সতে ব'সতে বললেন : 'হোয়াট এ নাইস নাইট টু ডে মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড ! বস, বস, ইউ আর দি টু জয়েণ্ট এডিটারস্ অব ইওর ম্যাগাজিন। হেনার মুখে তোমার কথা শুনে তোমাকে একদিন নিয়ে আসতে ব'লেছিলাম।'

ঋতেনবাবুকে এবারে প্রণাম ক'রে পাশেই একটা বেতের মোড়ায় ব'সে বীরেন বললো : 'আমাকে ও ব'লেছিল, কিন্তু এতদিন নানা ঝামেলায় আর এসে উঠতে পারিনি। শুনেছিলাম আপনার শরীর ভালো যাচ্ছে না, তা আজ কেমন ফিল ক'রছেন ?'

মেয়ের উদ্দেশ্যে এবারে চাপা গলায় করবী দেবী বললেন : 'যা, যুধিষ্ঠিরকে চা আর খাবার ক'রতে ব'লে আয়।'

তেম্‌নি চাপা কণ্ঠেই হেনা বললো : 'চায়ের আর দরকার হবে না, আমরা একটু আগেই কফি খেয়ে নিয়েছি।'

বীরেনের কথায় ঋতেনবাবু বললেন : 'এবয়সে আর ফিল করা কি, এখন এ-ওয়ার্ল্ড থেকে ও-ওয়ার্ল্ডে কবে ব্রীজ পেরোতে পারবো, শুধু তাই ভাবচি।'

বীরেন বললো : 'হেনার মুখে শুনেছিলাম, ইউথ-লাইক এন্‌থুজিয়েজ্‌ম আপনার, কিন্তু আপনার কথা থেকে তো তা মনে হ'চ্ছে না !'

এবারে হঠাৎ কেমন একটা উচ্ছ্বাসে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন ঋতেন বাবু, বললেন : 'হেনা বুঝি তাই ব'লেছে ? সি ইজ সাচ্‌ এ ন্যটি গার্ল এ্যাজ টু টক অলওয়েজ ট্যু হাই অব হার ফাদার। তবে কি জানো বীরেন, তোমার মতো ইয়ং ফ্রেণ্ডদের কাছে পেলে অসুখের কথা আমি ভুলে যাই।'

মুখ টিপে হেসে বীরেন বললো : 'তা হ'লে বলুন আমি নিয়মিত এলে আপনি সুস্থ থাকবেন ?'

হেনা একটু আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বীরেনকে এতক্ষণ লক্ষ্য ক'রে দেখছিলেন করবী দেবী। দেখে বড় ভালো

লাগছিল। দিব্বি বলিষ্ঠ ঋজু, সুপুরুষ চেহারা, গায়ের রং ফর্সা না হ'লেও ময়লা নয়; উন্নত ললাট ও নাসিকা, চোখের দৃষ্টি দীপ্ত। হেনার বন্ধু হিসেবে বেমানান নয়। এবারে বীরেনের কথার জবাবে তিনি বললেন: 'তুমি আসবে রোজ, তা হলেই হ'য়েছে! সময় পাবে কোথায় যে আসবে!'

বীরেন বললো: 'সংসারে মায়ের স্নেহের কাছে সময়ের প্রশ্ন আছে নাকি? সময় তখন আপনি এসেই হাতে ধরা দেবে।'

শুনে করবী দেবীর বড় ভালো লাগলো।

ঋতেন বাবু বললেন: 'আমি তা হ'লে সুস্থ থাকতেই চেষ্টা ক'রবো; নইলে তোমার সঙ্গে গল্প ক'রবো কি ক'রে?'

ইতিমধ্যে পুনরায় হেনা এসে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললো: 'আজকের মতো ওকে ছুটি দাও বাবা, বৃষ্টিটা এতক্ষণে কেবল একটু ধরেছে, এবারে ও বেরিয়ে না পড়লে বাড়ি গিয়ে আর পৌঁছাতে পারবে না।'

ঋতেনবাবু বললেন: 'তাও তো বটে, তা এমন দিনে এলে তুমি বীরেন যে, দু'দণ্ড ভালো ক'রেও কথা বলা গেল না।'

এবারে মোড়া ছেড়ে উঠে প'ড়ে বীরেন বললো: 'এরপর যেদিন আসবো, সেদিন অনেকক্ষণ ব'সে আপনার সঙ্গে গল্প করবো। আজ আসতে গিয়ে হঠাৎ যে এম্‌নি ক'রে ঝড়-বাদল সুরু হ'য়ে যাবে, ভাবতে পারি নি।'

করবী দেবী বললেন: 'যেদিন আসবে, বাড়িতে ব'লে এসো, ফিরে গিয়ে সেদিন আর বাড়িতে খাবে না; এখান থেকে হেনার সঙ্গে খেয়ে তবে যাবে।'

—'তাই আসবো।' বীরেন বললো: 'কিন্তু এত স্নেহ কুড়িয়ে নেবার আমার শক্তি থাকবে তো!'

হাত উঁচিয়ে ঋতেন বাবু বললেন: 'মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, ইউ উড হ্যাভ এনাফ্‌ ষ্ট্রেংথ্‌, মোর ছ্যান এনাফ।'

বীরেন আর দ্বিরুক্তি না ক'রে এবারে হেনার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং একটু আগে অবধি যা সে কল্পনা ক'রতে পারে নি, তার পরিচয় পেয়ে একই সঙ্গে খুসীতে এবং বিস্ময়ে সারা মন তার ভ'রে উঠলো। দেখলো—ইতিমধ্যেই যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তার জন্যে ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনেছে হেনা এবং কিছু একটা আনুমানিক ভাড়া হিসেব ক'রে ট্যাক্সিওয়ালাকে তা আগাম পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে। এমন কি উপহারের প্যাকেটটার সঙ্গে তার ঝটিকাহত জামা-কাপড়ের মোড়কটাও ট্যাক্সিতে তুলে দিতে বাকী নেই।

চোখ:দু'টো বিস্ফারিত ক'রে একবার হেনার মুখের দিকে তাকালো বীরেন।

নিচের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিয়ে হেনা বললো: 'ট্যাক্সি ছাড়া এই জল-কাদায় তুমি যেতে পারতে না। ওয়েদারের দিকে তাকিয়ে আজ আর অপেক্ষা করালাম না তোমাকে। এরপর যেদিন আসবে, সেদিন গান শোনাবো।'

বীরেন বললো: 'হয়তো সেদিনও সে সুযোগ আসবে না, ও ঘরে ব'সে গল্প ক'রবার চুক্তিনামায় স্বাক্ষর দিয়ে এসেছি, অতএব—'

ট্যাক্সির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে হেনা জিজ্ঞেস করলো: 'অতএব কি?'

ট্যাক্সিতে চেপে ব'সে বীরেন বললো: 'আজকের মতো হে বন্ধু বিদায়।'

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

॥ আট ॥

সকালে চায়ের টেবলে এসে চা আর মাখন-রুটি রেখে গেল যুধিষ্ঠির। প্রতিদিন এ বাড়িতে প্রাভাতিক নিয়মটা একই পর্যায়ের। স্বামী, স্ত্রী ও কন্যাতে মিলে এক সঙ্গে চা খেয়ে তবে দিনের সুরু। সেই সঙ্গে এ বাড়ির সারাদিনের কথারও সুরু। সে কথা যে পারিবারিক কথাতেই মাত্র সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়, পারিবারিক থেকে সামাজিক এবং সামাজিক থেকে বিশ্বজাগতিক ঘটনাবর্তে তা বিবর্তিত হয়। কিন্তু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আজ যখন ঋতেন বাবু কথা সুরু করলেন, সে-কথা সুরু হলো বীরেনকে নিয়ে। বললেন ঃ 'তা—কাল যে বীরেনকে নিয়ে এলি, অম্‌নি ক'রে এনে কি কাউকে কষ্ট দিতে হয়! প্রথম আলাপেই ছেলেটিকে বড় ভালো লাগলো। তা—ও মাঝে মাঝে আসবে তো?'

হেনা বললো ঃ 'তোমার সঙ্গে এসে যখন গল্প ক'রবে ব'লে কথা দিয়ে গেছে, তখন আসবে বৈ কি!' তারপর চায়ের কাপে শে চুমুক দিয়ে বললো ঃ 'ওর কাজেরও কি শেষ আছে! স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, ম্যাগাজিন, এটা ওটা কত কাজ! তা ছাড়া সামনে পরীক্ষা, তার জন্যেও পড়ার চাপ আছে।'

ঋতেন বাবু বললেন ঃ 'তা আছে, কাজের চাপ থাকবে বৈ কি! ওয়ার্ক ইজ লাইফ। ওয়ার্কের সঙ্গে যার ডিউটি বোধ আছে, মানুষ হিসেবে সেই তো পারফেক্ট হয়। বীরেনের সঙ্গে কথা ব'লে তার সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা অন্ততঃ আমার হ'য়েছে।'

করবী দেবী এতক্ষণ ভালোমন্দ কিছু একটাও বলেন নি। নতুন ক'রে তাঁর কিছু বলবারও ছিল না। বীরেনকে ঋতেন বাবুর মতো তাঁরও ভালো লেগেছিল। আর শুধু ভালো লাগা নয়, তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'য়েছিল—এমনি একটি ছেলের আকাঙ্ক্ষাই

হয়তো তাঁর ছিল, কিন্তু সে এলো মেয়ে হ'য়ে—হেনা হ'য়ে। ছেলের অভাব তাঁর চিরকালই থেকে গেল। সেই অভাব থেকেই হেনাকে তিনি ঋতেন বাবুর মতই অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। হেনার ইচ্ছাই এ বাড়ির ইচ্ছা। হেনার কোনো বন্ধু এসে এ বাড়ির দরজায় পা দিলে ঋতেন বাবুর মতো তিনিও মনে করেন—বাড়িতে কোনো আত্মীয় এলো। প্রসঙ্গতঃ বীরেনকে দেখে করবী দেবীর এমনও মনে হ'য়েছিল যে, হেনাকে বিয়ে দিলে যেন এমন কোনো দিব্যকান্তি ছেলের সঙ্গেই তিনি বিয়ে দিতে পারেন। মনে মনে এই ধারণা নিয়েই বীরেন চ'লে গেলে কাল রাত্রেই স্বামীকে একবার জিজ্ঞেস ক'রেছিলেন তিনি—'ছেলেটিকে কেমন লাগলো তোমার?' জবাবে ঋতেন বাবু বলেছিলেন—'বেশ স্মার্ট এবং ব্রিলিয়েন্ট। ঝড়ের রাত্রে ও যেন নতুন কালের বার্তা নিয়ে এলো! মোষ্ট এনারজেটিক এণ্ড ফুল অব লাইফ। কেন, তোমার এরকম কিছু মনে হ'লো না?' করবী দেবী বলেছিলেন—'আমারও তাই মনে হ'য়েছে।' তারপর কখন্ একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সকালের এই চায়ের টেবলে ব'সে বার বার তাঁর গত রাত্রির কথাগুলিই মনে পড়ছিল। তাই ঋতেন বাবুর কথার পৃষ্ঠে কথা না টেনে নিজের মনেই চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

চা শেষ ক'রে হেনা আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না, উঠে পড়লো। কলেজে আজ ডক্টর দাশগুপ্ত ক্লাস নেবেন; ক্লাসে তিনি যে-সমস্ত নোট দেন বা প্রশ্ন করেন—তার ক্রিটিক্যাল এনালিসিস সহ জবাব দিতে না পারলে তিনি চটে যান। এবেলা এরকম কতকগুলো নোট তৈরী ক'রে না গেলে ক্লাস এ্যাটেণ্ড করা যাবে না। চায়ের টেবল ছেড়ে তাই নিজের ঘরের টেবলে এসে বই খাতা টেনে নিয়ে তার মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিল হেনা।

এম্‌নি ক'রেই গোটা সকালটা কেটে গেল।···

কলেজে গিয়ে হেনা ভেবেছিল—বীরেনকে কাছে ডেকে বাবার উৎকণ্ঠার কথাটা জানাবে। কিন্তু এতক্ষণ চোখে না পড়লেও রোল কলের সময় দেখা গেল—বীরেন এ্যাবসেণ্ট। গোটা ক্লাসরুমের চারদিকে নিজের অলক্ষ্যেই চোখ দু'টো একবার ঘুরে এলো হেনার। লক্ষ্যে পড়লো—পিছনের দিকের বেঞ্চে ব'সে মানিক ভঞ্জ আর তরুণ মিত্র নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি ক'রে মুখ টিপে টিপে হাসছে। রোল-কল তখনও শেষ হয়নি, নইলে অনেকের মতো হেনাও মনে ক'রতে পারতো—ক্লাসে ওরা দু'জন বড় ডিষ্টার্বিং এলিমেণ্ট ; রোজ পাশাপাশি ব'সে প্রফেসারের পড়ানো অগ্রাহ্য ক'রে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি ক'রবে ; যেন মাণিকজোড়! কিন্তু এই নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করলো না হেনার। বীরেনের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কেবলই তার মনে হ'তে লাগলো—কালকের বৃষ্টিটা হয়তো ওর সহ্য হয়নি! সকালে চায়ের টেবলে ব'সে বাবা ঠিকই বলেছেন—'অমনি ক'রে এনে কি কাউকে কষ্ট দিতে হয়?' সত্যিই হয়তো কষ্ট দিয়েছে সে বীরেনকে! তাকে টেনে এনে নিজেদের বাড়িটা চিনিয়ে দেবার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারেনি সে, তাইতো প্রেজেণ্টেশন কিনে দেবার অছিলায় রাসবিহারী পর্যন্ত তাকে জোর ক'রে ধ'রে এনেছিল হেনা। সেই প্রেজেণ্টেশনও হয়তো মনের মতো হয়নি বীরেনের! শেষ পর্যন্ত ঝড়ের মুখে প'ড়ে হয়তো সর্দিজ্বর বাধিয়ে বসেছে। কিন্তু তার সুস্থতার জন্যে হেনার নিজেরই কি সাবধানতা কম ছিল? সেই সাবধানতার কি কোনো মূল্যই নেই?

ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে কেমন অভিভূত হ'য়ে পড়ছিল সে! হঠাৎ সম্বিৎ ফিরলো প্রফেসারের গুরুগম্ভীর গলার স্বরে। মাইকেল সম্পর্কে কি একটা নতুন মেটাফর আর সিনোনিম্‌সের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যায় মুখর হ'য়ে উঠেছেন প্রফেসার। এবারে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে খাতা আর কলম নিয়ে লেকচার সম্পর্কে একাগ্র হ'য়ে উঠলো হেনা।

এম্‌নি ক'রেই কখন্‌ একসময় ক্লাসের পর ক্লাস কেটে গিয়ে ছুটি হ'য়ে গেল তার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো—চারটে। তখনও সূর্য ডুবতে অনেক দেরী। ভাবলো, একবার লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দেখে—নতুন কি বই এলো লাইব্রেরীতে! কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে হ'লো—হঠাৎ যদি কোনো পরিচিত ছাত্র বা ছাত্রীর অতর্কিত আক্রমণ ঘটে সেখানে, তবে নিজের মধ্যে বড় বিষিয়ে উঠবে সে। পর পর ভারী ভারী সাবজেক্টের ক্লাস করার পর কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তির অবাস্তব কথার মধ্যে মনটা নিজের অলক্ষ্যেই কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে! তার চাইতে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে একটু রেষ্ট নিয়ে লেক থেকে এক রাউণ্ড ঘুরে আসায় অনেক স্বস্তি। তারপর সন্ধ্যা হ'তে-হ'তেই আবার ঘরের পাখী ঘরে। এই মনে ক'রেই সোজা এবারে সামনের নিচের সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে দিল হেনা। ভাবলো—বীরেনের বাড়ির নম্বরটা যদি জানা থাকতো, তবে অন্ততঃ মাঝপথে নেমে একবার খোঁজ নিয়ে যেতে পারতো তার। কিন্তু তার স্টপেজটাই শুধু জানে হেনা, বাড়িটা নয়। সত্যিই কি অদ্ভুত বীরেন!

কিন্তু পথে এসে ট্রাম ধ'রতেই হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল পল্লবকে। সন্ধ্যায় সে গান শেখাতে আসবে আজ। কিন্তু মাস দু'তিন গান বন্ধ না রাখলে আর চলছে না। এনুয়াল পরীক্ষার দিনগুলো যেভাবে হু-হু ক'রে এগিয়ে আসছে, তাতে এই দু'টো মাস অন্ততঃ ভালো ক'রে না পড়লেই নয়। নইলে সিক্স্‌থ্‌ ইয়ারে উঠে যে সামান্য কয়েকটা মাস মাত্র হাতে পাবে, তাতে ফার্ষ্ট ক্লাস বা হাই সেকেণ্ড ক্লাস পাবার মতো পড়া শেষ ক'রে উঠতে পারবে না সে। মনে মনে স্থির ক'রলো হেনা—পল্লবদা এলে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে এ সম্পর্কে কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রে নেবে।

কিন্তু রাত্রে যখন পল্লব এসে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে বসলো, তখন শত চেষ্টা ক'রেও মুখ ফুটে হেনা তার পড়ার অসুবিধের কথাটা বলতে পারলো না। তাকে হারমোনিয়মে একটা নতুন ভজন তুলে

দিয়ে পল্লব বললো : 'এবারে গোড়া থেকে তোমার ক্লাসিক সুরু করা দরকার। আমরা যে কোনো গানই মোটামুটি শিখে নিয়ে লোকের চিত্তবিনোদন ক'রতে পারি, সন্দেহ নেই, কিন্তু সুরের সায়ান্টিফিক বেসিস হচ্ছে আসলে ক্লাসিক। ক্লাসিকের বিভিন্ন পর্যায়গুলো যার আয়ত্বে, যে কোনো গানই তার কাছে জলের মতো সহজ হ'য়ে ধরা দেয়। ভালো সুরকার আমরা তাঁকেই বলবো—যিনি ক্লাসিকে অন্ততঃ মাষ্টারী করার বিদ্যে রাখেন। গানের এটা হ'চ্ছে বনেদি ঘর, বাকীগুলোকে আমরা জলচল ক'রে নিয়েছি, তাই চলছে। তুমি টুক্‌রো টুক্‌রো না হ'য়ে অখণ্ড হবে, তাই তোমার ক্লাসিক দরকার।'

হেনা এবারে কিছুটা সঙ্কোচ পরিহার ক'রতে চেষ্টা ক'রে বললো : 'বেশ তো, লেসন্ দেবেন, সুরু ক'রবো। তার আগে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক ; তখন বেশী ক'রে অনেক বেশী সময় ধ'রে রেওয়াজ ক'রে অল্পদিনেই আমি ক্লাসিক আয়ত্ব ক'রে নিতে পারবো। এখন ক্লাসের টাস্ক্ নিয়ে একটু বেশী সময় না কাটালে আর চ'লছে না।'

পল্লব বললো : 'বেশ তো, আমার পক্ষেও তাতে সুবিধেই হবে। আমাকে কিছুকালের জন্যে বেনারস যেতে হ'চ্ছে ; ফিরে এসে ক্লাসিক দিয়েই বরং নতুন পাঠ শুরু করা যাবে।'

শুনে হঠাৎ যেন কেমন থেমে গেল এবারে হেনা, একটুকাল নীরবে পল্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো : 'কেন, হঠাৎ এমন বেনারসে যাবার কি হ'লো পল্লবদা ?'

হারমোনিয়মের রীডগুলোর উপর দিয়ে অনাবশ্যকভাবে আঙুল চালিয়ে নিতে নিতে পল্লব বললো : 'সেখান থেকে পণ্ডিত আনন্দশঙ্কর আমাকে যাবার জন্যে টেলিগ্রাম ক'রেছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিক ব্যুরোর তিনি প্রিন্সিপাল ; আমি তাঁর কাছে বছর তিনেক থেকে খেয়াল শিখেছিলাম। ওস্তাদ গুরগণ খাঁ আর পণ্ডিত আনন্দশঙ্করের কাছে আমি যে কত ঋণী, তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না। পণ্ডিতজী কিছুকালের জন্যে সাউথ ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছেন, তিনি ফিরে না

আসা পর্যন্ত বেনারসের ব্যুরোর কাজে আমাকে কিছু ভার দিয়ে যেতে চান তিনি। তাঁর ডাকে না গিয়ে আমার উপায় নেই।'

উত্তরে কি একটা ব'লতে গিয়ে এবারে কথা একেবারেই থেমে গেল হেনার। এতদিন যেমন ক'রে সমস্ত মন দিয়ে সে পল্লবের সান্নিধ্য চেয়েছে, তাতে লেকের সেই একটা সন্ধ্যার স্মৃতি শুধু জেগে আছে; তাতে মন পূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি, তবু স্বস্তি পেয়েছে। তাই স্বস্তির সঙ্গেই পল্লবের প্রস্তাবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সে পল্লবের স্কুলের কাজে নিজেকে ব্যয় ক'রবে ব'লে কথা দিয়েছিল। আজ পল্লব নিজেই যদি ক'লকাতা ছেড়ে চ'লে যায়, তবে কী নিয়ে স্বস্তি পাবে সে? কতকগুলো পাঠ্যপুস্তক আর বীরেনকে নিয়ে? সে যে কত মিথ্যা, কত অল্পে ফুরিয়ে যাওয়া, তা অন্ততঃ সে নিজে তো জানে! পড়া আছে, পরীক্ষা আছে, কলেজ আছে, বীরেন আছে, সন্দেহ নেই, তাই ব'লে পল্লব ক'লকাতায় নেই, এ কি ভাবা যায়? তাকে তো শুধু চোখেই ভালো লাগে নি তার, মনে এসেও যে নাড়া দিয়েছে সে। পল্লবের অতলান্ত গাম্ভীর্য যতই তাকে হেনার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, হেনার মন ততই যে তার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হ'য়েছে! সেদিন লেকের সন্ধ্যায় সেই গাম্ভীর্যের মহাসমুদ্র অন্ততঃ একটুকালের জন্যেও বুঝি তার ছোট্ট মনের ছোট দীঘিতে এসে আছড়ে প'ড়েছিল, মনে মনে হেনা একবার উচ্চারণ ক'রেছিল—হয়তো জিতলাম! সেই জয়ের নেশা যদি না কেটে থাকে, তবে পল্লব চ'লে যাবার পর কোন্ নেশায় কী স্বস্তি নিয়ে সে কাটাবে?

ভাবতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যেই সে ব'লে উঠলো: 'এখানে আমার তবে কি হবে?'

—'পরীক্ষার পড়া নিয়ে এসময়টা তোমার কোথা দিয়ে যে কেটে যাবে, তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না।' থেমে পল্লব বললো: 'আর আমিই কি চিরকালের মতো চ'লে যাচ্ছি নাকি, কিছুদিন বাদে তো ফিরে আস্‌চিই, এসেই তোমাকে ক্লাসিক শেখাবো। তবে

একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে হেনা ; স্কুলটাকে গুড ফেইথের উপর ফেলে রেখে যাচ্ছি। জানি, দু'চারজন টিচার যাঁরা আছেন, তাঁরা নিয়মিত কাজ ক'রে যাবেন, ছেলেমেয়েরাও তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই রেগুলারিটি বজায় রেখে স্কুলের ডিসিপ্লিন মেনে চ'লবে, তবু আমার বড় ভরসা—মাঝে মাঝে তুমি গিয়ে দেখাশোনা ক'রে আসবে। থার্ড-ইয়ার কোর্সের শোভনা রায় আর অঞ্জলি বক্সী তোমাদের এই গোল পার্কের এদিকেই থাকে, তারা এসে তোমাকে নিয়ে গিয়ে আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

হেনা বললোঃ 'ওদের আসতে হবে না, আমি একাই যেতে পারবো।' তারপর একটুকাল থেমে বললোঃ 'বসুন, আমি বাবাকে খবর দিয়ে আসি ; বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন তো ?'

পল্লব বললোঃ 'দেখা ক'রে যাওয়াই তো উচিৎ !'

হেনা এবারে উঠে গিয়ে ঋতেন বাবুকে খবর দিয়ে এসে বললোঃ 'আপনাকে আর কষ্ট ক'রে বাবার কাছে গিয়ে ব'সতে হলো না পল্লবদা, বাবা নিজেই এ-ঘরে আসচেন।'

একটু বাদেই ঋতেন বাবু এসে ঘরে প্রবেশ ক'রে পল্লবকে লক্ষ্য ক'রে বললেনঃ 'কি ব্যাপার মাষ্টার, হেনা বললো—তুমি নাকি বেনারস চ'লে যাচ্ছো ?'

অসঙ্কোচে সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে পল্লব বললোঃ 'হেনার তাতে ক্ষতি হবে না, বরং পড়াশুনোর সুবিধেই হবে। ফিরে এসে আমি ওকে পিয়োর ক্লাসিক শেখাবো।'

—'দ্যাট্স্ গুড।' ঋতেন বাবু বললেনঃ 'তোমার হাতে হেনাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা এতকাল নিশ্চিন্ত ছিলাম পল্লব। গানে ওর যা র‍্যাপিড প্রোগ্রেস হ'য়েছে, তাতে আমরা খুসীই হয়েছি। বাট হাফ-ডান ওয়ার্ক ইজ অলওয়েজ ব্যাড। আমরা চাই সঙ্গীতে ও পূর্ণতা লাভ করুক। এদিকটা ভেবে তুমি যেন ফিরে আসতে দেরী ক'রে ফেলো না !'

বিনয়ের সঙ্গে পল্লব বললো : 'দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্যটা যখন ভারী হয়, তখন সে কর্তব্য কোনো আদেশ বা অনুরোধের অপেক্ষা রাখে না, জানেন তো ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।'

—'মে গড ব্লেস ইউ।' থেমে ঋতেন বাবু বললেন, 'যাচ্ছো যদি, তা হলে তোমার মাইনেটা আজই নিয়ে যাও মাষ্টার।'

এবারে পল্লবের মুখ দেখে মনে হ'লো—কেমন যেন একটা আকস্মিক লজ্জায় সে ভেঙে প'ড়েছে। বললো : 'ওটা বরং এখন থাক। এতদিন তো প্রতিমাসেই সময় মতো নিয়ে গেছি, এবারে না নিলে ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া এ মাসটা কাবার হ'তেও এখনও ক'দিন বাকী আছে !'

ঋতেন বাবু বললেন : 'ডোণ্ট মাইণ্ড ফর দ্যাট। তুমি তো আর ইচ্ছে ক'রেই মাস কাবার না হ'তে যাচ্ছো না ! হেনা, যা তো, তোর মাকে ব'লে টাকাটা নিয়ে আয় তো ! পথে যেতে-আসতে টাকা-পয়সার কি কম দরকার, সঙ্গে না নিয়ে গেলে ক্ষতি হবে বৈ কি !'

কিন্তু এবারও বাধা দিল পল্লব, বললো : 'এই নিয়ে আপনি ব্যস্ত হবেন না, প্রয়োজনের সময়ে আমি ঠিকই দেখবেন চেয়ে নেবো।'

—'বেশ, তবে তাই নিয়ো।' ব'লে পুনরায় নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন ঋতেন বাবু।

পল্লবও আর অপেক্ষা ক'রলো না, বললো : 'আজ তবে আসি হেনা, আবার ফিরে এলে দেখা হবে।'

হেনা বললো : 'একটু দাঁড়ান।' তারপর কোনোদিন যা তার অভ্যাসে নেই, পল্লবের পায়ে উপুড় হ'য়ে সেই প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ দু'টো নামিয়ে নিল হেনা।

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল পল্লব।

॥ নয় ॥

মাঝখানে দু'দিন ইচ্ছে ক'রেই কেন যেন কলেজে গেল না হেনা। কোনো কারণ নেই, অথচ এ তার হঠাৎই এক খেয়াল। সেই খেয়ালেই কখনও সে নিজের ঘরে ব'সে, কখনও মায়ের কাজে জোগান দিয়ে, কখনও বা বাবাকে বই প'ড়ে শুনিয়ে সময়গুলো কাটিয়ে দিল।

করবী দেবী বললেন: 'এ তোর হলো কি, বল তো? এম্‌নি ক'রে কলেজে না গিয়ে তুই তো কখনও পার্সেণ্টেজ নষ্ট করিস না! নিশ্চয়ই শরীর ভালো নেই, কিম্বা আর কিছু।'

হেনা বললো: 'শরীর খারাপ থাকলে আমি বুঝি এম্‌নি ক'রে চলাফেরা ক'রছি! আসলে দু'টো দিন বাইরে না বেরিয়ে তোমাদের কাছে থাকতে ইচ্ছে ক'রলো। কলেজে দু'দশটা পার্সেণ্টেজ কাটা গেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে মা? বরং চলো, বাবাকে নিয়ে ম্যাটিনি শোতে আমরা সার্কাস দেখে আসি। কাগজে দেখছি—কী বিরাট সার্কাসের দল এসেছে হাওড়ায়! আমাদের পাশের বাড়ির মধুদি-রা গিয়ে দেখে এসেছে; শুনলাম—অদ্ভুত সব খেলা দেখাচ্ছে! চলো না মা?'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে করবী দেবী বললেন: 'তা বেশ তো, বল্ না তোর বাবাকে! উনি রাজি হবেন, তবে তো!'

হেনা বললো: "সে আমি দেখবো: এদিকে তোমারই যে তৈরী হ'তে এক দুপুর!'

—'তুই অন্ততঃ এক সেকেণ্ডে তৈরী হ'য়ে দেখা, তবে তো!' ব'লে কোথায় একদিকে গিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন করবী দেবী।

হেনা আর একটুও অপেক্ষা ক'রলো না, বাবার উদ্দেশ্যে দুপ-দাপ পা ফেলে এসে দেখলো—ঋতেনবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে

আপন মনে কী একখানি বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন। পিছন থেকে এসে ত্ব'হাতে আলগোছে তাঁর চোখ ত্ব'টো টিপে ধ'রে কিছুটা অভিনয়সুলভকণ্ঠে হেনা বললো : 'বলো তো আমি কে ?'

বইখানিকে হাতের মুঠোয় বুজিয়ে নিয়ে মুখ টিপে হেসে ঋতেনবাবু বললেন : 'আমার বাগ্দেবী বীণাপাণি মা ছাড়া আর কে হ'তে পারে !'

এবারে তাঁর চোখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে পাশে এসে ব'সতে ব'সতে হেনা বললো : 'অতটা বাড়িয়ে বোলো না বাবা, তবে আর পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট ক'রতে পারবো না।' তারপর ঋতেনবাবুর হাত থেকে বইখানি নিজের হাতে টেনে নিতে নিতে বললো : 'অনেক পড়েছ, আজ আর নয় ; চলো আমার সঙ্গে বেরুবে।'

ঋতেনবাবু বললেন : 'সে কি আমার এ শরীরে পোষাবে ? তুই বরং তোর মাকে নিয়ে বেরো।'

—'তুমি না গেলে ভেবেছ মা আমার সঙ্গে বেরুবে, তেমন পাত্রই নয় মা।' থেমে আব্দারের সুরে হেনা বললো : 'চলো না বাবা ! পথে গিয়ে তোমার যদি একটুও কষ্ট হয়, তখন বোলো।'

ঋতেনবাবু বললেল : 'বলি, কোথায় কতদূর যাবি, তা তো বলবি !'

হেনা এবারে বিষয়টা বর্ণনা ক'রে ত্ব'হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে পুনরায় আব্দারের কণ্ঠে বললো : 'মাকে তৈরী হ'তে ব'লে আমি যুধিষ্ঠিরকে ট্যাক্সি আনতে ব'লেছি। তোমাকে একটুও হাঁটতে হবে না। বলো, যাচ্ছো ?'

মেয়ের গালে আদরের হাত বুলিয়ে নিয়ে ঋতেনবাবু বললেন : 'যাচ্ছি।'

এবারে সোল্লাসে হঠাৎ হেনা ব'লে উঠলো : 'বাবা, হাউ গ্রেট — হাউ নাইস ইউ আর !' তারপর খুব সম্ভবতঃ তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিয়ে মাকে হকচকিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই একছুটে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল সে।

নিচের গেটে ততক্ষণে ট্যাক্সির ভ্যাঁপু বেজে উঠেছে। ধর্মরাজের মতো দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছে যুধিষ্ঠির। পাছে দেরী দেখে ট্যাক্সিওয়ালা চ'লে যায়, এই তার ভয়।

ভয়টা হেনারও কম ছিল না। কিন্তু ফিপ্‌থ ইয়ারের মেয়ের কাছে আজ যেন করবী দেবী সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রীর চাইতেও অনেক বেশী চঞ্চল। মনে মনে হার মেনে মায়ের গালে একবার নিজের গাল রেখে হেনা বললো: 'আজ তুমি সত্যিই দেখিয়ে দিলে বটে মা, রীতিমত মেল ট্রেণ।' তারপর তর্‌তর্‌ ক'রে সিঁড়ি ভেঙ্গে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসলো।

হাওড়ায় পৌঁছে টিকিট কেটে সার্কাসের অডিটোরিয়াম-লনে গিয়ে ঢুকতেই আকস্মিক একটা বাঘের গর্জনে ভয় পেয়ে বাবাকে প্রায় জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল হেনা, হেসে ঋতেনবাবু বললেন: 'ডোণ্ট্‌ বি এ লাফিং বেলুন, মাই ডটার।' তারপর সিটে গিয়ে ব'সতে ব'সতে মেয়ের কাছে একটা বাঘের গল্পই ফেঁদে বসলেন তিনি। তাঁর ছোট বেলার ঘটনা। এমনি একটা সার্কাস পার্টির খেলা দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। সাতটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের একটা কম্বিনেশন। তার মধ্যে একটার বোধ করি বন্যতা তখনও ভালো ক'রে কাটেনি, মাষ্টারের চাবুক খেয়ে হঠাৎ সে মাষ্টারকে আক্রমণ ক'রে বসলো এবং মিনিট পনেরোর মধ্যেই মাষ্টার মারা গেল। কিন্তু এখানে অনুরূপ কোনো ঘটনা অনুপস্থিত। এখানে যে বাঘটা এইমাত্র ডেকে উঠলো, সে তার লৌহ বলয়িত খাঁচা ছেড়ে এখনও প্রত্যক্ষ মঞ্চে এসে দাঁড়াবারই অবকাশ পায়নি। অতএব মাভৈঃ।

এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তবে নিজের সিটে গিয়ে ব'সতে পারলো হেনা। সঙ্গে সঙ্গে সার্কাস পার্টির ব্যাণ্ড বেজে উঠলো। সুরু হ'লো খেলা। শূন্যে দড়ির দোলনা ঝুল্‌ছে, দড়ির মই বেয়ে সেই দোলনায় গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো দু'টি ছেলে আর চারটি মেয়ে। মেয়েদের পরিধানে জরির ল্যাঙ্গট আর বক্ষ-বন্ধনী,

ছেলেদের শুধু ল্যাঙ্গট ; বাকী দেহ নগ্ন। দোলনা থেকে দোলনায় লাফিয়ে লাফিয়ে তারা ট্রাপিজের খেলা দেখাতে সুরু ক'রলো। কিন্তু মেয়েগুলোর নগ্নপ্রায় দেহের দিকে তাকিয়ে আধুনিক রুচিশীলা ও বনেদী এ্যারিষ্টোক্র্যাট হেনার নিজেরই যেন কেমন লজ্জায় মাথা নুয়ে এলো। এপাশে বাবা, ওপাশে মা, তাঁদের মাঝখানে ব'সে নিজেকে তার এত অপ্রস্তুত ব'লে মনে হ'তে লাগলো যে, কোনোদিকে একটিবারের জন্যও চোখ ফেরাতে পারলো না। নিজের মধ্যে সে কাঠ হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। মুগ্ধ দর্শকদের সহস্র করতালিতে ততক্ষণে প্যাণ্ডেলের গোটা অডিটোরিয়াম-লনটা ভ'রে উঠেছে। হয়তো ঋতেনবাবুও একবার তালি বাজাতেন, কিন্তু কি মনে ক'রে যেন থেমে গেলেন।

হেনা মুখ তুলে তাকাতে পারলো আরও অনেক পরে—যখন ট্রাপিজ শেষ হ'য়ে দু'টো ক্লাউনের উল্লম্ফনে সমস্তটা অডিটোরিয়াম হাসিতে ফেটে পড়েছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে হেনা বললো: 'ওদের দেখে খুব একটা বোকা-বোকা ব'লে মনে হ'চ্ছে না বাবা ?'

ঋতেনবাবু বললেন: 'ক্লাউন্‌স্ মুভ্‌মেণ্টস আর অল্‌ওয়েজ ইডিয়টিক। গোটা খেলার মধ্যে ওরা হ'চ্ছে রিলিফ।'

করবী দেবী বললেন: 'কেন, শুধু রিলিফ হবে কেন, ওরাও মোটামুটি কিছু-কিছু খেলা দেখায় বৈকি ?'

ঋতেনবাবু বললেন: 'সেগুলো মূল খেলার অক্ষম অনুকরণ মাত্র, আসলে ওরিজিনাল ট্রিক্সের জন্যে ওরা নয়।'

ততক্ষণে ক্লাউন দু'টো ডায়াস থেকে স'রে পড়েছে। সুরু হ'য়েছে সরু তারের উপরে এক-চাকার সাইকেলের খেলা। এবারে সেই খেলার মধ্যেই নীরবে আবার সকলে ডুবে গেল।

এমনি ক'রে খেলার পর খেলা শেষ হ'য়ে সব শেষে তবে ডায়াসে এলো বাঘ, তারপর হাতী। পাছে বাঘ লাফিয়ে দর্শকদের ঘাড়ে

গিয়ে না চাপতে পারে, সেজন্যে আগে থেকেই ষ্টেজের চারপাশে লোহার উঁচু খাঁচা সেট ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। তাই বাঘের প্রারম্ভিক নেপথ্য গর্জনে সন্ত্রস্ত হ'লেও চাক্ষুস দর্শনে এবারে কিন্তু ততটা ভয় পেতে দেখা গেল না হেনাকে। আর একবার বাবার মুখের দিকে মুখ তুলে সে বললো: 'বাঘগুলোকে দেখে মনে হ'চ্ছে—কোনোরকম আক্রমণের শক্তিই ওদের আর নেই, তাই না বাবা?'

ঋতেনবাবু বললেন: 'দ্যাট্‌স ডিউ টু এফেক্ট অব ওপিয়ম; দু'শো বছর ধ'রে ইংরেজরাও ভারতবাসীকে এমনি ক'রে আফিং খাইয়ে নির্জীব ক'রে রেখেছিল।'

হেনার কণ্ঠে এবারে প্রশ্ন জাগলো: 'কিন্তু সেই আফিংয়ের নেশা যখন কাটলো?'

ঋতেনবাবুর কণ্ঠেও জবাবটা তৈরী হয়েই ছিল। বললেন: 'তখন সারা ভারতবর্ষ প্রথম গর্জন ক'রে উঠলো ঊনিশশো একুশে, তারপর ত্রিশে, এবং সবশেষে ঊনিশশো বিয়াল্লিশে।'

—'সুতরাং এই বাঘগুলোর আফিংয়ের নেশা কাটতেই বা কতক্ষণ?' আর একবার চোখ দু'টোকে বড় বড় ক'রে তাকালো হেনা বাবার মুখের দিকে।

এবারও শান্ত অথচ প্রত্যয়গভীরকণ্ঠে ঋতেনবাবু বললেন: 'ততক্ষণে ওরা আবার খাঁচায় গিয়ে বন্দী হবে। খাঁচার ভিতর থেকে ওরা তখন যতই গর্জন করুক, তাতে আমার মা মনির বুক কাঁপলেও সার্কাস পার্টির মালিকের তা কিছুমাত্র গ্রাহ্যে আসবে না। এ নেশন লাইক ইণ্ডিয়া ইজ কোআয়েট ডিফারেণ্ট ইন এ্যাক্‌শন ফ্রম দি টাইগারস্ অন্ দি ষ্টেজ।'

—'তাই যদি হবে, তবে তোমার আগেকার গল্পটা একেবারেই মিথ্যে হ'য়ে যায়। দেয়ার সুড হ্যাভ অল্‌ওয়েজ সাম এক্‌সেপ্‌সন্‌স্।' ব'লে পুনরায় ষ্টেজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রলো হেনা।

এবারে আপন মনেই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন ঋতেনবাবু।

খেলা শেষ হ'তে তখন আর দেরী ছিল না। বড় বড় তিনটে হাতী এসে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে স্যালুট জানালো, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডের সমাপ্তি ধ্বনির মধ্যে সকলে একে একে সিট ছেড়ে উঠে পড়লো। শীতের ম্যাটিনী শো, ঘড়ির কাঁটায় বেশী না বাজলেও বাইরের রাস্তা তখন আলোক-সজ্জায় ভ'রে উঠেছে।

বেরোবার গেটে তখন যা ভিড়, দেখে ভয় পাবার কথা। সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ঋতেন বাবু বললেন 'আধ ঘণ্টাটাক ব'সে না গেলে দরজা দিয়ে বেরুতে গিয়ে আমি হার্টফেল ক'রবো।'

করবী দেবী বললেন: 'আধঘণ্টা দেরীতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমি ভাবচি আসার আগে ট্যাক্সি ডাকবার জন্যে না-হয় যুধিষ্টির ছিল, কিন্তু এখানে এই ভিড়ে এখন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি ক'রে? তোমাকে নিয়েই যা ভয়, নইলে আমি আর হেনা অনায়াসে ট্রাম কিম্বা বাস ধ'রে চ'লে যেতে পারতাম।'

মায়ের মুখের দিকে এবারে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হেনা বললো: 'হ'য়েছে, খুব হ'য়েছে, তোমার সাহসের কথা আর বোলো না মা, ঘর থেকে দু'পা বেরুতে যার পা কাঁপে, সে যাবে ট্রামে কিম্বা বাসে! তার চাইতে বাইরে চলো, ট্যাক্সি পেতে খুব বেশী অসুবিধে হবে না।'

গেটের ভিড় ততক্ষণে অনেকটা পাতলা হ'য়ে এসেছে। এবারে হেনার গরজেই ঋতেন বাবুকে সিট ছেড়ে উঠতে হ'লো, উঠবার আরও একটা চাপ ছিল, আধঘণ্টা বাদেই পুনরায় ইভ্‌নিং শো সুরু: ম্যাটিনীর কোনো দর্শককে সার্কাস পার্টি ততক্ষণ অডিটোরিয়মে থাকতে দেবে না। অতএব অস্বস্তি বোধ ক'রলেও এবারে বাধ্য হ'য়েই গেটের দিকে পা বাড়াতে হ'লো ঋতেন বাবুকে।

কিন্তু বাইরে এসে খুব একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসতেই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়তে হ'লো হেনাকে। প্রথমটা লোকারণ্যে চোখে পড়েনি, পরে নিজে থেকেই কণ্ঠে বিস্ময়কর

প্রশ্ন নিয়ে তর্-তর্ ক'রে যে কীর্তিমান পুরুষটি এসে হেনার সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়লো, সে আর কেউ নয়, বীরেন। বললো : 'হাউ ওয়াণ্ডার ! তুমি ক্লাসে না গিয়ে নিয়মিত তবে সার্কস দেখে বেড়াচ্ছো চাটার্জি !'

—'নিয়মিত নয়, শুধু আজই।' কণ্ঠে বীরেনের চাইতেও অধিক বিস্ময় প্রকাশ ক'বে হেনা বললো : 'বাট, হোয়াট এ মিষ্ট্রী ! তুমিও তবে এই শোতেই সার্কাসে এসেছিলে ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বীরেন বললো : 'কি অদ্ভুত যোগাযোগ বলো তো !'

কিন্তু একথারও কোনো জবাব না দিয়ে হেনা এবারে ঈষৎ এ্যাবাউট-টার্ণের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে বাবাকে উদ্দেশ ক'রে বললো, 'কে, চিনতে পারছো বাবা ?'

চিনতে হয়তো ছু'পা কাছে এগিয়ে আসতে হ'তো ঋতেন বাবুকে, কিন্তু তার আগেই করবী দেবী বললেন : 'বীরেনকে আজ আবার নতুন ক'রে চিনতে হবে নাকি ?'

প্রথমটা তাঁদের ছু'জনকে লক্ষ্য করেনি বীরেন, এবারে লজ্জা পেয়ে কাছে এগিয়ে এসে ছু'জনকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনারাও যে সার্কাসে এসেছেন, ভাবতে পারিনি।'

চশমার ব্রীজটাকে ভালো ক'রে নাকে বসিয়ে নিয়ে ঋতেন বাবু বললেন : 'এখন মনে হ'চ্ছে—আসাটা নিতান্তই নিরর্থক হয় নি। এসে অন্ততঃ একজন সার্কাস-ম্যানকে পিক্-আপ করা গেল।'

বিস্ময়ে চোখ ছু'টো এবারে ঋতেন বাবুর মুখের দিকে তুলে ধরলো বীরেন।—'মানে ?'

মানেটা ঋতেন বাবু বুঝিয়ে বলবার আগেই হেনা বললো : 'তুমি কথা দিয়েও বাবার সঙ্গে গল্প ক'রতে আসো নি, ব্যাপারটা বাবার কাছে এত সার্কাষ্টিক বোধ হ'য়েছে যে, তোমাকে পয়লা নম্বরের একজন সার্কাস-ম্যান ভিন্ন আপাতত এই পরিবেশে আর কিছুই ভাবা যাচ্ছে না।'

এবারে একটা অদম্য হাসিতে ফেটে প'ড়ে বীরেন বললো: 'আমার নামের আগে এরকম একটা বিশেষণ যোগ হবার সত্যিই হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার অপরাধ স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।'

ঋতেনবাবু বললেন: 'আমি চিরকাল অপরাধিকে শাস্তি দিয়ে এসেছি, জানো তো?'

—'শুনেছি।' ব'লে এবারে ঋতেনবাবুর মুখের দিকে নিজের চোখ দু'টিকে তুলে ধ'রলো বীরেন।

ঋতেনবাবু বললেন: 'সুতরাং তোমাকেও পানিসমেণ্ট পেতে হবে। আপাতত আমাদের জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকো, তারপর কোর্টে গিয়ে পেনাল কোডের পাতা খুলে দেখছি কি শাস্তি তোমাকে দেওয়া যায়!'

মুখ টিপে হেসে হেনা বললো: 'এবারে হ'লো তো?'

বীরেন বললো: 'অপরাধ যখন ক'রেছি, ল এ্যাণ্ড অর্ডার আমাকে মানতেই হবে।' ব'লে এক মুহূর্তও আর দেরী না ক'রে ট্যাক্সি ধরবার জন্যে কোথায় একদিকে ছুটে প'ড়লো সে।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে ঋতেনবাবু বললেন: 'বীরেনকে পেয়ে এতক্ষণে মনে হ'চ্ছে—আমি নির্বিঘ্নে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোতে পারবো।'

উত্তরে করবী দেবী কিছু একটাও না ব'লে ঈষৎ মুখ টিপে হেসে হাওড়া ব্রীজের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বীরেনের কিন্তু আদৌ সময় লাগলো না; একটুকালের মধ্যেই ট্যাক্সি নিয়ে এসে নেমে প'ড়লো।

হাতের ওয়াচের দিকে লক্ষ্য ক'রে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ঋতেনবাবু বললেন: 'এখন মাত্র পৌনে ছ'টা, অন্ততঃ সাড়ে আটটা অবধি বীরেনকে হাজতে আটক রাখা যেতে পারে, না কি বলো?'

করবী দেবী বললেন: 'আগে গাড়িতে ওঠো, তবে তো!'

হেনার সঙ্গে বোধ করি ইতিমধ্যে চোখে চোখে কী কথা হ'য়ে থাকবে, এবারে বীরেন বললোঃ 'পানিসমেণ্টের অর্ডারটা আর-একদিনের জন্যে মুলতুবী রেখে আজ আমাকে ছেড়ে দিলে হ'তো না! আমি বরং আপনাদের সঙ্গে ইণ্টালী অবধি গিয়ে নেবে পড়বো।'

ঋতেনবাবু বললেনঃ 'নো মাই বয়, সার্কাস দেখার পর আজ অন্ততঃ তা হয় না। ওঠো, উঠে পড়ো গাড়িতে।'

এবারে আর দ্বিতীয়বার আপত্তি তুলবার শক্তি রইল না বীরেনের। নীরবে গাড়িতে উঠে এবারে সে ড্রাইভারের পাশ ঘেঁষে ব'সে প'ড়লো। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে পিছনের প্রশস্ত সিটে গিয়ে ব'সে প'ড়লেন ঋতেন বাবু। তারপর ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে হেনা জিজ্ঞেস করলোঃ 'ব্যানার্জি, কোন্ খেলাটা তোমাকে সব চাইতে বেশী এ্যাট্রাক্ট ক'রলো, বলো তো?'

ঘাড় ফিরিয়ে একটুকাল আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বীরেন বললো, 'ক্লাউন ছু'টোর মোটর ড্রাইভিং।'

এবারে কেমন একটা উদ্গত হাসিতে ফেটে প'ড়ে ঋতেন বাবু বললেনঃ 'তোমাকেও তা হ'লে ক্লাউনে পেয়েছে!'

ঠোঁট ছু'টো ঈষৎ হাসিতে রঞ্জিত ক'রে বীরেন জিজ্ঞেস করলোঃ 'কেন, আর কাউকেও পেয়েছে না কি?'

—'পায় নি, তবে প্রায় পাচ্ছিল আর কি!' ব'লে স্ত্রীর মুখের দিকে ঈষৎ তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ঋতেনবাবু বললেনঃ তা যাক্। ছু'দিন ধ'রে আমাকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাবার সময় হয়নি হেনার; ছুনিয়ার হালচাল কি, বলো দিকি শুনি!'

—'মনে হ'চ্ছে কিছু গুরুতর।' বীরেন বললোঃ 'তিব্বতের ব্যাপারে ভারতের কিছু ক'রবার ক্ষমতা রইল না, ফলে চীন এসে তিব্বত দখল ক'রে বসলো; এ-খবরটা পুরোনো হবার আগেই নতুন সংবাদ এলো —পাঞ্চেন লামাকে চীনারা ধ'রে নিয়ে গেছে, আর দলাই লামা গোপনে

তাঁর আশীজন পার্ষদকে নিয়ে ভারতে এসে বুদ্ধ-মন্দিরে ধ্যানে ব'সেছেন। ভারত তাঁদের আশ্রয় দেবার ফলে ভারতের উপর চীনের ক্রোধ প্রবল হ'য়ে উঠেছে।'

—'ন্যাচারালি।' ঋতেন বাবু বললেন: 'কিন্তু মজা কি দেখ, চীন ও তিব্বত উভয়েই এতকাল বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল। অথচ ইতিহাসের সুরঙ্গ-পথ দিয়ে পলিটিক্স প্রবেশ ক'রলে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়, চীনে আজ তাই হ'য়েছে। বৌদ্ধ চীন রূপান্তরিত হ'লো লাল চীনে। পুরোণো মৈত্রী ও ধর্মবিশ্বাসের আদর্শ থেকে সে নেমে এলো ডায়ালেক্টিক মেটিরিয়ালিজমে। হয়তো ঐতিহাসিক বিবর্তনে এটা তার জাতিগত প্রয়োজন ছিল। নীতি হিসেবে সে মেনে নিল কম্যুনিজমকে; অদূর ভবিষ্যতে সে হয়তো চাইবে তিব্বতকে কেন্দ্র ক'রে সারা এশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তার ক'রতে। এটা যে তার অলীক স্বপ্ন, তা নয়। আর নয় ব'লেই তার সম্পর্কে ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশগুলির যথেষ্ট ভয় আছে।'

হেনা জিজ্ঞেস করলো: 'কেন, ভারতের কেন ভয় থাকবে বাবা?'

ঋতেন বাবু বললেন: 'তোমরা যদি ফরেন এফেয়ার্স কিম্বা পলিটিকাল সায়ান্স নিয়ে প'ড়তে, তবে এর জবাবটা আজ তোমরা নিজেরাই দিতে পারতে। ভারত সবে ইংরেজ-কবলমুক্ত হ'য়ে ডেমোক্রাটিক কান্ট্রি হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রছে। অথচ সারা দেশময় কম্যুনিজমের একটা অন্তঃসলিল প্রবাহ ব'য়ে চ'লেছে। যদিও এ দেশে ইংরেজের এও একটা অবদান, তবু সেই প্রবাহের গতি-পথে চীনের পক্ষে এদেশের উপর তার প্রভাব চাপিয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। এই ক'রে এদেশের মাটি থেকে একবার যদি গণতন্ত্রকে তারা উচ্ছেদ ক'রতে পারে, তবে শুধু এশিয়া নয়, ইউরোপের মাটিতেও তাদের স্বপ্নের বীজ রোপন করা সহজ হবে। অথচ দুঃখের বিষয় যে, সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে ভারত এখনও একেবারেই কাঁচা। যে বিশ্বশান্তি ও দেশে দেশে মৈত্রীস্থাপনের

উদ্দেশ্যে ভারত তার পঞ্চশীল ও সহাবস্থান নীতিকে আজ সর্বদেশের গ্রাহ্যে এনেছে, তাতে স্বাক্ষর ক'রেও চীন তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে মুখে প্রিয়সম্ভাষণ এবং মনে মনে যতরকমের প্যাঁচ কষবার কষবে। সুতরাং বীরেন, অবস্থাটা সত্যিই কিছু গুরুতর।'

উত্তরে বীরেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হ'লো না। করবী দেবী বললেন : 'মগজে একবার পলিটিক্স চেপে ব'সলে তোমরাও আর শেষ পর্যন্ত মানুষ থাকো না। এরপর গলা শুকোবে, বায়ু চ'ড়তে সুরু ক'রবে, রাত্রে ঘুম হবে না, সকাল হ'লেই আবার ডাক্তার ডাকতে হবে।'

এবারে সুযোগ পেয়ে বীরেন বললো : 'যা ব'লেছেন। পলিটিক্স ইজ নট ফর দি ওল্ড্স।'

সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে এবারে ঋতেন বাবু বললেন : 'বাট অল্ দি পলিটিকাল লীডার্স আর এ্যাবভ্ সিক্সটি।' ব'লে সোচ্ছ্বাসে হেসে উঠলেন তিনি।

গাড়িটা ততক্ষণে ষ্ট্র্যাণ্ড রোড পেরিয়ে ডালহৌসিকে পিছনে রেখে চৌরঙ্গীতে এসে পড়েছিল।

আর একবার আগেকার কথাটার পুনরাবৃত্তি ক'রে বীরেন বললো, 'আজ যদি দয়া ক'রে পানিসমেণ্টটা ইম্পোজ না ক'রতেন, তবে ভালো ছিল। পড়ার কিছু চাপ ছিল মাথায়। শুধু কিছুক্ষণের রিলাক্জেশনের জন্যে যা সাবকাসে এসেছিলাম।' ব'লে আর একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে যেতেই হেনার চোখের দিকে দৃষ্টি প'ড়লো। সেই দৃষ্টিতে তখন কেমন একটা প্রচ্ছন্ন দুষ্টু হাসি ভেসে উঠেছিল।

ঋতেন বাবুর বদলে এবারে করবী দেবী বললেন : 'তোমাকে দেখে ওঁর যখন আজ ইচ্ছে হ'য়েছে কিছুক্ষণ তোমাকে কাছে পাবার, তখন রইলে না-হয় কিছুক্ষণ! রাত্রে খেতে আমরা সাধারণতঃ সাড়ে আটটার বেশী দেরী করি না। আমাদের সঙ্গে দু'টি খেয়ে তোমার

বাড়ি গিয়ে পৌঁছাতে বিশেষ দেরী হবে না। গিয়ে তুমি আজ না-হয় দু'পাতা কমই প'ড়লে!'

এবারে হাসিতে মুখ উজ্জ্বল ক'রে বীরেন বললোঃ 'গিয়ে আপনাদের সঙ্গে খাবো, এই পানিসমেণ্ট? এরকম পানিসমেণ্ট রোজ পেলে কষ্ট ক'রে আমাকে মা বই নিয়ে ব'সতে হয় না আর। কিছুকাল তবে শরীরচর্চা ক'রে ক্ষিদে বাড়াতে পারি।'

প্রসঙ্গান্তরে এসে এবারে ঋতেন বাবু বললেনঃ 'তোমাদের বয়সে আমরা যা খেতাম, তোমরা তা ভাবতেই পারো না। শরীর-চর্চার জন্যে আমরা তখন নিয়মিত জিম্‌নাশিয়ামে এ্যাটেণ্ড ক'রতাম, ছোলা খেতাম রোজ। দেশে তখন আজকের মতো ফুড-ক্রাইসিস ছিল না, যা খেতাম খাঁটি খেতাম। আজ যে তোমরা ভালো ক'রে দুটি খাবে, খেয়ে হজম ক'রবে, তার উপায় কি? দেশে খাবার কোথায়, খাঁটি দুধ খাঁটি ঘি কোথায় পাবে? একালের মানুষগুলো যে কি পরিমাণ এ্যাডাল্‌টারেটেড হ'য়ে গেছে, বাজারের এ্যাডাল্‌টারেশনই তার প্রমাণ।'

কথাগুলো ভালো লাগলো বীরেনের। বললোঃ 'এর মুলেও তো একালের পলিটিক্স। কিন্তু আপাতত পলিটিক্স আলোচনা করা আমাদের বারণ, না কি বলেন মা?' ব'লে করবী দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো বীরেন।

কিছু একটাও না ভেবে করবী দেবী বললেনঃ 'হ্যাঁ বাবা, ও ছাই তোমাদের ঐ পলিটিক্সের কচ্‌কচি আমি কেন যেন সহ্য ক'রতে পারি না। এজন্যে আজকাল আর আমি খবরের কাগজ ছুঁয়েও দেখি না; দু'টো ভালো কথা তো থাকে না, শুধু প্যাঁচ আর প্যাঁচ। আজ-কালকার গল্প উপন্যাস গুলোতেও দেখছি সেই প্যাঁচ ঢুকেছে।'

করবী দেবীর কথাকে অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। বর্তমান যুগকে স্বীকার ক'রে নিয়েও ব'লতে হয়—আজকের মানবসত্তা পলিটিক্সের দ্বারা বিবর্তিত হ'যেও পলিটিক্স থেকে পালিয়ে শান্তিতে

বাঁচতে চাচ্ছে। করবী দেবীর কথা হয়তো আজ প্রতিটি মানুষেরই কথা। কিন্তু তার গভীরে প্রবেশ ক'রে কোনো আলোচনার অবতারণা করা এখানে সম্ভব নয়। একটুকাল থেমে বীরেন বললো ঃ 'পৃথিবী থেকে বোধ করি ভালোর দিন অবসান হ'য়েছে, আমাদের কল্পনার পরিধির মধ্যে আর হয়তো সে-দিন ফিরে আসবে না। তাই এযুগে ভালো মানুষদের সুস্থভাবে বাঁচা ক্রমেই কঠিত হ'য়ে উঠচে।' ব'লে আর একবার করবী দেবীর মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল বীরেন।

উত্তরে করবী দেবী কিন্তু এবারে আর কিছু একটাও বললেন না।

গাড়িটা ততক্ষণে পথের শেষ বাঁক ঘুরে কেয়াতলায় এসে পড়েছে।

॥ দশ ॥

পল্লব কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ব'লে কথা দিয়ে গিয়েছিল, আসলে তত তাড়াতাড়ি ফিরে আসা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। গিয়ে অবধি যে কিছু একটা চিঠি দেবে সে, এমন অবকাশও ছিল না। প্রথম প্রথম চিঠির প্রত্যাশায় থেকে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে মনে মনে পল্লবের উপর ক্ষোভে ও অভিমানে জ্ব'লে উঠলো হেনা। তারপর সেই ক্ষোভ আর অভিমানও থাকলো না। এম্‌নি ক'রে যখন ফিপ্‌থ ইয়ারের এনুয়াল শেষ হ'য়ে ক্রমে সিক্সথ্‌ ইয়ারেরও কতকগুলি ক্লাস কেটে গেল, ঠিক এসময়ে অকস্মাৎ একদিন পল্লবের চিঠি এসে উপস্থিত। চিঠির সম্বোধনটা অন্ততঃ রুচিসম্মত প্রত্যাশা ক'রেছিল হেনা, কিন্তু তার বদলে পল্লব সহজ বাংলায় সেই চিরাচরিত 'কল্যাণীয়াসু' শব্দটি গাঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে তবে তার বক্তব্য পেশ ক'রেছে। সেই বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ ক'রবার আগে অনেকক্ষণ ধ'রে সম্বোধনের শব্দটা নিয়ে মনে মনে নানাভাবে বিচার ক'রে দেখলো হেনা। কিন্তু বিচারে কিছু একটা রায় দেবে যে, তাও যেমন পারলো না, তেম্‌নি পারলো না সহজভাবে শব্দটাকে মেনে নিতে। আরও একটু গভীর, আরও একটু আলঙ্কারিক, আরও একটু সংক্ষিপ্ত হ'লে ক্ষতি ছিল কি শব্দটার? কিন্তু পল্লবের ক্লাসিকের কাছে আধুনিক আলঙ্কারিকতার বোধ করি কিছুমাত্র মূল্য নেই।

এবারে দ্রুত সে চোখের দৃষ্টিকে কিছুটা নিচে নামিয়ে আনলো— যেখান থেকে পল্লবের মূল বক্তব্য সুরু। হেনা চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলো:

—'এসে যে তোমাকে চিঠি দেবো, এমন অবস্থা সৃষ্টি ক'রতে এই এতদিন লাগলো। এর মধ্যে দু'বার দক্ষিণ ভারত ও একবার প্রয়াগ গিয়ে কিছুকাল ক'রে থেকে আসতে হ'য়েছে। শুনে খুসী হবে যে, প্রয়াগ থেকে আমার নামের আগে সঙ্গীত-প্রভাকর জুড়ে

দিয়েছে। কিন্তু এতে আনন্দ পাইনি। ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার ক'রবো না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিগ্রী আমাদের শিক্ষাকে কিছুটা স্থিতাবস্থায় এনে ব্যক্তির মোহকে উচ্চকিত ক'রে তোলে। আমি কোনোদিন কোথাও স্থির থেকে মোহগ্রস্ত হ'তে পারিনি। সুতরাং যাঁরা ডিগ্রী দিয়েছেন, হয়তো আমার মতো তাঁরাও আনন্দ পাননি, তবু দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে যে আমাকেও যেতে হবে, বেনারসে আসার আগে তা কল্পনা করি নি। অকস্মাৎ টেলিগ্রাম পেলাম—দক্ষিণের মৌসুমীতে গুরুজী পণ্ডিত আনন্দশঙ্কর হঠাৎ শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়েছেন। গিয়ে দেখি প্রেসার বেড়েছে। বাধ্য হ'য়ে দু' দু'বার গিয়ে কিছুকাল ক'রে থেকে আসতে হ'লো গুরুজীর কাছে। এখন অনেকটা সুস্থ, তবে ডাক্তারের নির্দেশ নেই অন্যত্র যাতায়াতের। বাধ্য হ'য়ে এখানকার মিউজিক ব্যুরোর কাজে আমাকে এসে পুনরায় আটকে প'ড়তে হ'য়েছে। কবে যে ছাড়পত্র পাবো জানি না। যখন ভাবি—নিজের সৃষ্টিকে ক'লকাতার যদু ভট্‌চায লেনে ধূলোর মতো ফেলে রেখে দূরে প'ড়ে আছি, তখন মনটা স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়। ওখানকার চিঠি পেয়েছি কয়েকটা, কিন্তু মনে পড়ে না যে জবাব দিয়েছি একটারও। ভেবেছি —তুমি তো আছো! কিছু ভার নেবে ব'লে কথা দিয়েছিলে। ইতিমধ্যে হয়তো শোভনা আর অঞ্জলি নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝেই তাদের নিজেদের কাজে লাগিয়েছে স্কুলে। ভাবতেও ভালো লাগছে, ভালো লাগছে নিশ্চিত নিশ্চিন্ততায়। জানতুম—তোমার এনুয়াল সামনে, তাই চিঠি না দিতে পারলেও ক্ষতির বোঝা ভারী হয়নি। এবারে বোধ করি অনেকটা আবার সহজ হ'তে পেরেছ। তোমার কাছ থেকে খবর পেলে খুসী হবো। আমাকে হয়তো ইতিমধ্যে আবার দু'একবার প্রয়াগে আর গুরুজীর কাছে যেতে হ'তে পারে। তোমার বাবাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ো। তুমি শুভেচ্ছা নিয়ো। ইতি—

রণজিৎ কুমার সেন

পড়া শেষ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে অক্ষরগুলোর যায়গায় যায়গায় আর একবার ক'রে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলো হেনা। এবং সেই অবস্থাতেই আপন মনে কয়েকটি লাইন সশব্দে উচ্চারণ ক'রে চোখের দৃষ্টি থেকে মনের উপলব্ধিতে স্পষ্ট ক'রে তুলতে চাইল সে।—'আমি কোনোদিন কোথাও স্থির থেকে মোহগ্রস্ত হ'তে পারিনি।'…'ভেবেছি, তুমি তো আছো! কিছু ভার নেবে ব'লে কথা দিয়েছিলে।'…'ভাবতেও ভালো লাগছে, ভালো লাগছে নিশ্চিত নিশ্চিন্ততায়।'—কি মনে ক'রে এবারে বড় হাসি পেলো হেনার। কথাগুলোর কিছু বা কনট্রাডিক্টারি, কিছু বা খাপছাড়া, অথচ মনে না ক'রে উপায় নেই যে, কথাগুলো অত্যন্ত সতর্ক কলমের প্রকাশ এবং গভীর অর্থবহ। পল্লবকুমার যদি মোহগ্রস্তই না হবে, তবে কি নিয়ে তার এত চিন্তা? ব্যক্তির প্রতি মোহ তার নাইই থাক, কিন্তু তার সৃষ্টির প্রতি? আর কোথাও কোনো ব্যক্তিতেই যদি সে স্থির নয়, তবে তার সম্পর্কেই বা এমন নিশ্চিত নিশ্চিন্ততায় এলো কি ক'রে পল্লবদা? কোথায় যেন সে কবে প'ড়েছিল—শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রেই পাগল, সংসার তার কাছ থেকে যা আশা করে, অনেক ক্ষেত্রেই তারা তার উপযোগি নয়। পল্লবদাও সেই শিল্পী এবং সেই মানুষ। এ পৃথিবীর একটি নারী-হৃদয় তাকে কাছের ক'রে চেয়েও পায়নি। কিন্তু তাই ব'লে কি সে নির্মম? তা কেন হবে? গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন ক'রলে গাছ যেমন পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হ'য়ে ওঠে, তেমনি পল্লবদার মধ্যেও ধীরে ধীরে সেই মোহের ললিতমূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে তার জীবনকে সহজ ও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে। জীবনে পল্লবদা যত সহজ হবে, তত সে নিজেকে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারবে, বড় ক'রে তুলতে পারবে তার সৃষ্টিকে। সেই সৃষ্টির ক্ষেত্রে হেনা যদি তার নিজের দিক থেকে বিন্দুমাত্র স্বাক্ষরও না রাখতে পারে, তবু সে সুখী হবে, সুখী হবে এই ভেবে যে, একদিন সে পল্লবকুমারের ছাত্রী ছিল।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুঝি কিছুটা অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিল হেনা, তাই দেয়াল-ঘড়িতে এগারোটার বেল বেজে গেলেও তার কানে এলো না। আজ তার বারোটা দশে ক্লাস। এসময়ে ক্লাস থাকলে সাড়ে দশটার পরে আর এক মিনিটও অপেক্ষা করে না হেনা, স্নানের জন্যে তৎপর হ'য়ে ওঠে। নইলে সময় মতো গিয়ে ক্লাসে ঢোকা যায় না। পথে ট্রাম-বাসের জন্যেও কিছু সময় হাতে রেখে তবে ঘর থেকে বেরোতে হয়, নইলে ক'লকাতার ট্রাফিকের আজকাল যা অবস্থা, তাতে সময় ঠিক রেখে চলা কঠিন। সাড়ে দশটায় স্নানের উদ্যোগ ক'রলে খেয়ে দেয়ে তবে একটুকাল বিশ্রাম ক'রে সময় মতো গিয়ে ট্রাম ধ'রতে পারে সে। কিন্তু আজ যখন এগারোটা বেজে গেল, অথচ তার স্নানে যাবার তাড়া নেই, তখন এ বাড়ির একটি মানুষ অন্ততঃ ব্যস্ত না হ'য়ে পারলো না। সে যুধিষ্ঠির। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ঠিক রাখতে আর ফরমাস খাটতে খাটতে এবাড়ির সকলের চাল-চলন এবং ইনডোর ও আউট-ডোরের রুটিন তার মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আজ দিদিমণির বারোটা দশে ক্লাস, একথা হেনা বিস্মৃত হ'লেও তাই যুধিষ্ঠিরের মনে থাকে। একসময় তাই কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো : 'আজ কি তোমার কলেজ নেই, না যাবে না ঠিক ক'রেছ ?'

হঠাৎ সচকিত কণ্ঠে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেনা প্রশ্ন ক'রলো : 'কেন, ক'টা বাজলো ?'

যুধিষ্ঠির এবারে মুখে কিছু একটাও না ব'লে হেনার টেবলের দিকে দু'পা এগিয়ে গেল, তারপর তার রিষ্টওয়াচটাকে তুলে এনে নীরবে হেনার চোখের উপর মেলে ধ'রলো।

অমনি একটা বিস্ময়কর আর্তনাদে ফেটে পড়লো হেনা : 'ও মা, সে কি, এরই মধ্যে এগারোটা বেজে গেল!' তারপর একটুকালও আর অপেক্ষা না ক'রে ঝড়ের মতো গিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লো।

আজ কেন যেন তার খাবার টেবলে অন্যান্য দিনের মতো গোড়া থেকেই করবী দেবী এসে বসলেন না। খাবার পরিবেশন ক'রতে

ক'রতে যুধিষ্ঠির একসময় জিজ্ঞেস করলো : 'আজ বুঝি মাষ্টার বাবুর চিঠি এয়েছে, তাই না দিদিমনি ?'

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে হেনা বললো : 'নিচের লেটারবক্স থেকে খামটা তুমিই এনে দিয়েছিলে সন্দেহ নেই, কিন্তু কি ক'রে বুঝলে যুধিষ্ঠির যে, চিঠিটা মাষ্টার বাবুই লিখেছে ?'

মুখ টিপে হেসে যুধিষ্ঠির বললো : 'হাতে লেখা ঠিকানা দেখে। আগে আগে মাষ্টারবাবু যখন তোমার খাতায় গানের কথা লিখে লিখে তোমাকে সুর ক'রে বুঝাতেন, সে-খাতা কতদিন আমিই তো গুছিয়ে রেখেছি ! লেখাপড়া একেবারে না জানলেও ইংরাজি বাংলা ছু'একটা শব্দ তো এতদিনে চিনি। চিঠির ঠিকানা দেখে মনে হ'লো, অবিকল মাষ্টার বাবুর হাতের লেখা। কেমন কি না বলো ?'

খাওয়া শেষ ক'রে উঠতে উঠতে হেনা বললো : 'লেখাপড়া না জেনেই যদি এই, তবে জানলে যে তুমি কি ক'রতে যুধিষ্ঠির, তাই ভাবি।'

যুধিষ্ঠির এবারে আর কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে হঠাৎ ব'লে ফেললো : 'জানলে অন্ততঃ রোজকার খবরের কাগজটা বাবুকে প'ড়ে শোনাতে পারতাম। তুমি নিজে বই প'ড়বে, গান ক'রবে, না রোজ রোজ ব'সে বাবুকে খবর শোনাবে ?'

কিন্তু একথার আর জবাব দেবার সময় হ'লো না হেনার। যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি দেখে মনে মনে সে ভারী খুসী হ'লো। বললো : 'যাও, টেবল থেকে চিঠিটা নিয়ে আমার নাম ক'রে বাবাকে দিয়ে এস গে, যাও ; আমি আর দেরী ক'রতে পারছি না।'

যুধিষ্ঠির তাই ক'রলো।

হেনা ততক্ষণে তৈরী হ'য়ে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার চিৎকার ক'রে বললো : 'মা, আমি বেরুচ্ছি।' তারপর একদণ্ডও আর অপেক্ষা না ক'রে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল।...

দুপুরে এক পিরিয়ডের লেজার পেয়ে যখন কোনোদিকেই সময় কাটাবার কিছু ছিল না হেনার, নিজের অলক্ষ্যেই ঘুরতে ঘুরতে একবার এসে দাঁড়ালো সে কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের ষ্ট্যাচুটার সামনে এবং সেই মুহূর্তেই হঠাৎ তার মনে হ'লো—পল্লবদার স্কুলের পক্ষ থেকে শোভনা আর অঞ্জলি কিছু একটা খবর নিয়ে এসে তার সামনে নাই দাঁড়াক, তার অন্ততঃ নিজের দিক থেকে গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিৎ ছিল। একবার অন্ততঃ স্কুল থেকে ঘুরে না এসে পল্লবদাকে তার চিঠির জবাবে কিছু লেখা যায় না। ভাবতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যেই তার অপলক চোখ দুটিকে একবার বিদ্যাসাগরের ষ্ট্যাচুর দিকে তুলে ধ'রে অনেকক্ষণ সে একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে আসতে আসতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তার মনে হ'লো—একজন বিদ্যাসাগর যদি তাঁর সাগরসদৃশ জীবনে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, আদর্শে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে এই দেশটাকে এত বড় ক'রে দিয়ে যেতে পারলেন, তবে তাঁর অধঃস্তন পুরুষে এসে সামান্য একটা সরোবরসদৃশ জীবনে পল্লবদা কেন পারবে না গানের মধ্য দিয়ে এদেশের প্রাণকে নতুন ক'রে জাগাতে? চরিত্রে, নিষ্ঠায় এবং আদর্শে পল্লবদার যে সত্যিই তুলনা নেই!

কিন্তু আর দু'পা এগিয়ে আসতেই তার চিন্তায় বাধা প'ড়লো। চোখে প'ড়লো বীরেনকে। ভিতরের রেষ্টুরেণ্ট্ থেকে কোন্ একটি ছেলের সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে রেরিয়ে আসছিল সে। ছেলেটিকে এর আগে কোনোদিন দেখেনি হেনা। স্যুট পরা, লম্বা দোহারা গড়ন, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ মাখানো। লনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রছিল হেনা, এবারে দু'পা সামনে এগিয়ে এসে তার উদ্দেশ্যে গলা তুলে বীরেন বললো: 'এই যে চাটার্জি, এস, তোমার সঙ্গে আমার এই পুরণো বন্ধুটির পরিচয় করিয়ে দিই।'

এবারে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে মুখ তুলে তাকালো হেনা।

বীরেন বললো: 'কপিল চৌধুরী আর আমি একই সঙ্গে স্কটিশ থেকে প্রি-ইউনিভার্সিটি দিয়েছিলাম। কিন্তু কলেজের দিকে কপিল আর এগোলো না। ওর বাবার বিরাট টিম্বার আর হার্ডওয়ার বিজনেশ র'য়েছে। তিনি চাইলেন ছেলেকে বিলেত থেকে ট্রেনিং দিইয়ে এনে বিজনেশে লাগাতে। কপিল তাই সোজা একদিন বিলেত চ'লে গেল, তারপর পূরো আড়াই বছর ষ্টাডি ক'রে ফিরে এলো স্পেশালিষ্ট হ'য়ে। এতদিনে ফোন ক'রে তবে আজ এলো আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে।'

এবারে হাত জোড় ক'রে কপিলকে নমস্কার জানালো হেনা। বললো: 'ভালোই ক'রেছেন, জেনারেল লাইনে প'ড়ে এমন কীই বা সুবিধে হ'তো, তার চাইতে বিলেত ঘুরে যে স্পেশালিষ্ট হ'য়ে এলেন, এদেশে তার দাম অনেক।'

মুখ টিপে হেসে কপিল বললো: 'দাম অনেক কিনা জানি না, তবে আমার কিন্তু আর্টসে এম-এ অব্দি পড়বার যথেষ্ট সখ ছিল।'

বীরেন বললো: 'তা হ'লে আমাদের মতো এখনও তোমাকে পড়া নিয়ে ঘষ্‌টাতে হতো।'

কপিল বললো: 'তাতে হয়তো মনটা অনেক বেশী তাজা থাকতো! তা যাক্‌। কিন্তু ওঁর পরিচয় তো কিছু দিলে না?'

—'তাও তো বটে, পরিচয়টা একতরফা দিলেই বা চ'লবে কেন!' থেমে বীরেন বললো: 'মিস হেনা চাটার্জি একদিন এসে জয়েন ক'রলেন আমাদের সাথে এম্‌-এ ক্লাসে। সেদিন থেকে আমরা হ'লাম ক্লাস-মেট। বাংলাদেশে ভালো গাইয়ে অনেকেই আছেন, কিন্তু মিস চাটার্জির গান—দ্যাট ইজ এ ক্লাস। আমাদের ম্যাগাজিনের জয়েন্ট এডিটারশিপও আমাদের দু'জনকেই নিতে হ'লো। ভাষাকে সহজ ক'রে নিতে আমরা ক্রমে নেমে এলাম আপনি থেকে তুমিতে—এ্যাজ ইউ অ্যাণ্ড আই ডিড্‌ ইন স্কটিশ।'

মুখ টিপে হেসে কপিল বললো ঃ 'আচ্ছা—!' তারপর একটুকাল থেমে হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ 'আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে আলাপ হ'লো! তা—বীরেনকে নিয়ে সুবিধে মতো আসুন না একদিন আমাদের বেহালার বাড়িতে, চা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ব'সে গল্প করা যাবে। তা ছাড়া মিউজিকের কিছু কিছু যন্ত্রপাতি আমাদের ঘরেই আছে; আপনার যদি প্রেজুডিসে না বাধে, তবে হয়তো দু'একখানি গান শুনতে পেয়ে তৃপ্তি পাবো!'

স্মিতকণ্ঠে হেনা বললো ঃ 'ব্যানার্জি আমার সম্পর্কে কি-না-কি বললো, আর অম্‌নি আপনি বিশ্বাস ক'রে ফেললেন!'

উত্তরে কপিল বলতে যাচ্ছিল—'আর কেউ বললে হয়তো বিশ্বাস ক'রতাম না,' কিন্তু কথাটা উচ্চারণ ক'রতে ক'রতেই তাকে থেমে যেতে হ'লো।

বাধা দিয়ে বীরেন বললো ঃ 'আচ্ছা সে না হয় একদিন যাওয়া যাবে। তা—তোমার ড্রামাটিক এ্যাকটিভিটি কি একই রকম চ'লছে, না বিলেত থেকে এলে ব'লে চাপা প'ড়ে আছে?'

কিছু বুঝে কিছু-বা না বুঝে হেনা এবারে বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলো ঃ 'উনি বুঝি অভিনয় ক'রতে খুব ভালোবাসেন?'

—'ভালোবাসেন মানে কি, স্কটিশে থাকতে দেখেছি—ওর এ্যাক্‌টিং শুনে প্রফেসারেরা অবধি ওর ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন। ক'লকাতার কোনো পাবলিক ষ্টেজে যদি নিয়মিত ও অভিনয় ক'রতে পারতো, তবে কপিল একদিন অনায়াসে শিশির ভাদুড়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসতো।'

—'আঃ—কি হ'চ্ছে বীরেন? কারুর সম্পর্কে ব'লতে হ'লে এম্‌নি ক'রেও ব'লতে হয়!'

—'অন্ততঃ মিস চাটার্জির কাছে বলা যায়।' ব'লে হেনার মুখের উপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এনে বীরেন বললো ঃ 'সত্যি কপিল, বহুকাল তোমার এ্যাক্‌টিং শুনি না, এবারে কোনো একখানি বই ধ'রে উদ্যোগ ক'রো না আমাদের কিছু শুনিয়ে দিতে?'

কপিল বললো : 'তোমরা যদি পার্টিসিপেট করো, তবে আমি রাজি আছি।'

বীরেন বললো : 'আমরা বড়জোর উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সীন টানতে পারি ; একে যদি পার্টিসিপেট করা বলো তো আমি রাজি আছি।'

উত্তরে এবারে কপিল কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পিরিয়ডের বেলের শব্দ কানে ভেসে আসতেই হেনা এবং বীরেন উভয়েই সচকিত হ'য়ে উঠলো।

লনের ঘাসে পায়ের স্লিপার ঘ'ষতে ঘ'ষতে হেনা বললো : 'খুব খুশী হ'লাম আপনার সঙ্গে কথা ব'লে মিঃ চৌধুরী, কিন্তু আর অপেক্ষা ক'রতে পারছি না, এক্ষুনি ক্লাসে যেতে হবে।'

বীরেন বললো : 'আর একদিন এসো ভাই, কথা হবে। এখন ক্লাসে যাচ্ছি, গুড বাই।'

—'বাই বাই।' ব'লে এবারে নিজেও ফিরে যাবার জন্যে উদ্যোগী হ'লো কপিল। কিন্তু হঠাৎ কি মনে ক'রে যেন একবার দাঁড়ালো।

বীরেন আর হেনা ততক্ষণে লন ছেড়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে।

হেনা সম্পর্কে এতক্ষণ মনে মনে একটা ছাপ প'ড়ে গিয়েছিল কপিলের। এদেশে এবং বিদেশে অনেক মেয়ে দেখেছে সে, কিন্তু হেনার মধ্যে এই সামান্য সময়ের অবকাশে এমন কিছু লক্ষ্য ক'রেছে সে—যা অনেক মেয়ের মধ্যেই সে দেখেনি। কিন্তু সেটুকু কি, তা নিজের মনেই বিচার ক'রে পেলো না কপিল। শুধু শেষ বারের মতো হেনাকে আর এক পলক লক্ষ্য ক'রে এবারে পথে এসে সে গাড়ি ধ'রলো।

॥ এগারো ॥

পরদিন সকালে নিজের ঘরে ব'সে প'ড়ছিল হেনা। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির এসে খবর দিল—কে একটি মেয়ে নিচে দাঁড়িয়ে তার খোঁজ ক'রছে।

বই থেকে মুখ তুলে হেনা বললোঃ 'খোঁজ ক'রছে তো নিচে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এলে কেন, উপরে নিয়ে এস।'

এবারে তাই ক'রলো যুধিষ্ঠির।

দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে মেয়েটি বললোঃ 'আমি শোভনা রায়, আসতে পারি ভিতরে?'

নামটা আগে থেকেই হেনার কাছে পরিচিত ছিল, তাই কোনোরকম ইতস্ততঃ না ক'রে ঘরে এসে তাকে ব'সতে ব'লে হেনা বললোঃ 'পল্লবদার কাছে আপনার নাম শুনেছি; আপনার তো এবারে থার্ড-ইয়ার কোর্স, তাই না?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনি আর অঞ্জলি বক্সী শুনেছি এ পাড়াতেই কাছাকাছি কোথায় থাকেন!' হেনা বললোঃ 'পল্লবদা চিঠিতে জানিয়েছিলেন—আপনারা এসে একদিন আমাকে স্কুলে নিয়ে যাবেন, কিন্তু কই, এর মধ্যে তো একদিনও এলেন না?'

এবারে লজ্জা পেলো শোভনা, বললোঃ 'রোজই আসবো আসবো ভেবেছি, কিন্তু ঠিক এসে উঠতে পারিনি।'

বইয়ের পাতা বুজিয়ে রেখে এবারে সেফার্স কলমটাকে বার তু'তিন নিজের ঠোঁটের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে হেনা বললোঃ 'আপনি না পেরেছেন, অঞ্জলি বক্সীও তো আসতে পারতেন! তাতে গুরুজি অন্ততঃ বুঝতে পারতেন যে, আপনারা তাঁর কথা রেখেছেন।'

এরকম কিছু একটা কথা যে শুনতে হবে, তার জন্যে মনে মনে অনেকখানি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিল শোভনা, তবু জবাব দিতে গিয়ে

তার সঙ্কোচের অন্ত রইল না। বললো ঃ 'অঞ্জলির জন্যেই যে আসা হ'য়ে ওঠেনি !'

—'কেন, তাঁর আসতে ইচ্ছে করেনি ?'

—'না, তা ঠিক নয় ; ব্যাপারটা অন্যরকম।' থেমে শোভনা বললো ঃ 'হঠাৎ অঞ্জলির বিয়ে ঠিক হ'য়ে যায়। ও নিজে যাও বা কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতে পারতো, কিন্তু বর নিজেই আর একটা দিনও অপেক্ষা ক'রতে রাজি হ'লো না। বক্সী পরিবারের মেয়ে হ'লেও ও এবারে মুখার্জি হ'লো। সেতার-বাজিয়ে দীপেন মুখার্জির সঙ্গে ওর রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ হ'য়ে গেল। ওদের সঙ্গে কোর্টে গিয়ে আমাকে সাক্ষী থাকতে হ'য়েছে। অনেক কাল ধ'রেই ওদের ছু'জনের খুব ভাব চলছিল, এবারে বিয়ে হ'য়ে ওরা নিশ্চিন্ত হ'লো। আমাকে অঞ্জলি এমন ভাবে ক'দিন আটকে রাখলো যে, কোথাও যদি এক পা-ও বেরুতে পেরেছি ! এমন কি গত ছু' সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে অবধি যেয়ে উঠতে পারিনি।'

শুনে মনে মনে এবারে হাসি পাচ্ছিল হেনার। এ যেন ধান ভান্‌তে শিবের গীত ! কিন্তু তা হ'লেও ঘটনাটার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। সেটুকু ভালো লাগলো হেনার, অথচ তা মুখ ফুটে প্রকাশ ক'রতে পারলো না। জিজ্ঞেস ক'রলো ঃ 'অঞ্জলি বক্সী তা হ'লে এবার থেকে কণ্ঠসঙ্গীতের পরিবর্তে যন্ত্রসঙ্গীত সুরু ক'রবেন ?'

—'জানি না, হয়তো হবে।' ব'লে মুখ নিচু ক'রে নিল শোভনা। তারপর একটুকাল থেমে বললো ঃ 'স্কুল থেকে ডিগ্রী নিয়ে তবে অঞ্জলির যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দীপেন বাবুর শুনলাম তা ইচ্ছে নয়। তিনি নাকি অঞ্জলির জন্যে অন্য কি ব্যবস্থা ক'রবেন।'

হেনা বললো ঃ 'তা করুন, তা দিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি তো আছেন. না বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও থার্ড ইয়ারেই গান শেষ ক'রছেন ?'

—'আমি কেন শেষ ক'রবো?' শোভনা বললো: 'প্রতিদিনই মনে হয়—বুঝি নতুন ক'রে গান সুরু করা গেল। সুতরাং ফোর্থ ইয়ারে পাশ ক'রে বেরুলেও গান শেখা আমার বাকীই থেকে যাবে।'

এবারে কথাগুলো মনের কোথায় গিয়ে যেন বড় বাজলো হেনার। এম্‌নি ক'রে সে নিজেও হয়তো একদিন বলতে চেয়েছিল পল্লবকে, কিন্তু সহজ ক'রে প্রকাশ ক'রতে পারেনি। শোভনার কথাগুলোকে তাই বড় ভালো লাগলো হেনার। বললো: 'সেবার আপনাদের স্কুলে গিয়ে রীতা, শ্যামা আর তনুকার সঙ্গে সামান্য ক্ষণের জন্যে আলাপ হ'য়েছিল; তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয় না?'

শোভনা বললো: 'মাঝে মাঝে হয়।'

এবারে হঠাৎ কি মনে ক'রে উঠে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হেনা হাঁক দিল—'যুধিষ্ঠির!'

নিচে থেকে যুধিষ্ঠিরের গলা শোনা গেল—'যাই দিদিমণি।'

হেনা পুনরায় হাঁক দিয়ে বললো: 'এ ঘরে এক কাপ চা দিয়ে যেয়ো।'

শোভনা বললো: 'আমার কিন্তু চায়ের কোনো দরকার নেই, এই একটু আগেই আমি চা খেয়েছি।'

—'তা হ'লেও আমার এখান থেকে চা খেয়ে যাবেন না, সে কি হয়!' নিজের যায়গায় এসে পুনরায় ব'সে প'ড়ে হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো: 'পল্লবদার এ্যাবসেন্সে স্কুল ঠিকমতো চ'লছে তো? তাঁর হ'য়ে এখন দেখাশোনা ক'রছেন কে?'

শোভনা বললো: 'নাচের বিভাগের মিহির গোস্বামী। গুরুজি তাঁর হাতেই স্কুলের চার্জ দিয়ে গেছেন।'

এবারে হঠাৎ মনটা যেন কেমন থিতিয়ে গেল হেনার। পল্লবদা কারুর হাতে স্কুলের চার্জ দিয়ে গেছে, একথা আজ এই প্রথম শুনলো সে। পল্লবদার চিঠিতে অবধি একথার কোনোরকম ইঙ্গিত নেই।

যদি মিহির গোস্বামীই চার্জ নিয়ে কাজ ক'রে যেতে থাকেন, তবে তার আর স্কুলে গিয়ে প্রয়োজন কি ?

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির এসে চা দিয়ে গেল।

কাপে চুমুক দিয়ে শোভনা বললো: 'মনে হ'চ্ছে কিছু একটা ভাবছেন আপনি। এসে আপনার পড়ার ডিসটার্ব ক'রলাম তো !'

—'না, না, ডিসটার্ব ক'রবেন কেন, পড়া তো আছেই।' থেমে হেনা বললো: 'আমি ভাবচি, আমার কি সত্যিই স্কুলে গিয়ে ঘুরে আসার কোনো প্রয়োজন আছে ?'

শোভনা বললো: 'সে কথা আমি কি ক'রে বলবো বলুন ? গুরুজি ব'লে গিয়েছিলেন, তাই আমার বিশেষ ক'রে আসা। তিনি হয়তো চান—আপনি মাঝে মাঝে গিয়ে সুপারভাইজ ক'রে আসেন।'

—'আমি ক'রবো সুপারভাইজ, তা হ'লেই হ'য়েছে!' কথাটা ব'লেই একটা বিকল্প ভাবনায় আবার কিছুটা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লো হেনা। ভেবে দেখলো—শোভনার এই শেষ কথাটাই হয়তো তবে ঠিক ! যে-ই চার্জ নিয়ে স্কুল চালাক না কেন, তার উপর হয়তো পুরোপুরি নির্ভর ক'রতে চায় না পল্লবদা !

চায়ের কাপ শেষ ক'রে এবারে শোভনা বিদায় নিতে চেয়ে বললো: 'কখন আপনার যাবার সুবিধে হবে জানলে সেই মতো এসে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। এখন বরং চলি।'

হেনা বললো: 'ঠিক আছে। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে আর আসতে হবে না। সুবিধে মতো আমি নিজেই বরং কোনোসময় গিয়ে ঘুরে আসবো।'

এবারে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়ে শোভনা জিজ্ঞেস ক'রলো: 'মিহির বাবুকে কিছু ব'লে রাখবো ?'

—'না, না, তাঁকে কিছু ব'লতে হবে না।' হেনা বললো: 'আফটার অল তিনি শিক্ষক, আমারও শিক্ষক স্থানীয়। আমি গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই আসবো।'

এবারে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সিঁড়ি ভেঙে সোজা নিচে নেমে গেল শোভনা।

ঘড়ির কাঁটায় তখনও অনেকখানি সময় ছিল, কিন্তু নতুন ক'রে বই খুলে ব'সতে আর ইচ্ছে ক'রলো না হেনার। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বইগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রলো, তারপর স্নানের উদ্দেশ্যে একসময় সোজা গিয়ে বাথরুমে ঢুকে প'ড়লো।···

বিকেলে সেদিন চারটের পরে আর ক্লাস ছিল না তার। কিন্তু ইউনিয়নের বন্ধুদের ডিবেট ছিল সোয়া চারটে থেকে। সেখানে অনেকদিন পরে আবার এসে মিলবার কথা ছিল মানিক ভঞ্জ, তরুণ মিত্র, মালতি বোস আর শ্যামল ভৌমিকের। মাঝখানে অনেকেই তারা কেমন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল, এবারে একে একে আবার কাছাকাছি হ'তে চেষ্টা ক'রছে।

মাঝখানে অবকাশ মতো একসময় মানিক নিজেই এসে কথাটা উত্থাপন ক'রলোঃ 'আমাদের আজকের ডিবেটে আপনাকে কিন্তু থাকতেই হবে মিস চাটার্জি। আজকের সাবজেক্ট হ'চ্ছে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতি। বীরেন ব'লছে—সে এর বিপরীত দিক নিয়ে ব'লবে ; আপনি যদি সংহতির সপক্ষে দাঁড়িয়ে বীরেনকে ডিফিট দিতে পারেন, তবে একটা কাজের মতো কাজ হয়।'

নিজের অক্ষমতা জানিয়ে হেনা বললোঃ 'ও-সময়ে অন্যত্র আমার জরুরি এনগেজমেন্ট র'য়েছে, না গেলেই চ'লবে না। সংহতির স্বপক্ষে আপনারাই তো র'য়েছেন, ব্যানার্জিকে ডিফিট দিতে আপনাদের যুক্তি-তর্কই কি কম হবে ? তবে আমার কথা কি জানেন, কাউকে ডিফিট দেওয়াই যদি ডিবেটের মূল উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে বোধ করি মূল বিষয়টার কোনোরকম গুরুত্বই থাকবে না। আমি উপস্থিত থাকতে পারলে খুসী হ'তাম, কিন্তু মাপ ক'রবেন, উপায় নেই।'

সেই সঙ্গে মনের মধ্যে আরও একটা কথা দোলা দিয়ে উঠলো হেনার। যদি সত্যিই সে ডিবেটে উপস্থিত থাকে এবং নিজের যুক্তিতর্ক দিয়ে বীরেনকে কোনোরকমে হারিয়ে দেয়, তবে সেই হার কি হেনার নিজেরই হবে না? বীরেন হয়তো ইচ্ছে ক'রেই তার কাছে হেরে গিয়ে তাকে আরও বেশী ছোট ক'রে দেবে! এত ছোট ক'রে দেবে যে, সহজ মন নিয়ে সে আর অনেক কালের মধ্যে বীরেনের মুখের দিকে চোখ তুলে কথা ব'লতে পারবে না। তার চাইতে নিশ্চিন্তে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবার মতো নিরাপদ বিষয় আর কিছু নেই।

মানিক ভঞ্জের পক্ষে নতুন ক'রে আর অনুরোধ জানাবার কিছু ছিল না। তবু আর একবার ব'লেছিল: 'দেখবেন, কোনো রকমে যদি থেকে যেতে পারেন, খুসী হবো। আমাদের প্রথম এবং শেষ চেষ্টাই থাকবে মূল সাবজেক্টের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা।'

কিন্তু চারটের পরে হেনার পক্ষে একটু কালও আর অপেক্ষা করা সম্ভব হ'লো না। ভেবে দেখলো—আজ যদি যদু ভট্‌চার্যি লেনে গিয়ে পল্লবদার স্কুল থেকে একবার ঘুরে না আসে, তবে এ সপ্তাহে আর সময়ই হ'য়ে উঠবে না। এখান থেকে এস্‌প্লানেড, তারপর এস্‌প্লানেড থেকে কালীঘাটের ট্রাম ধ'রে হাজরা পার্ক; যেতেও কিছু সময় লাগবে বৈ কি! তাই আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে এবারে সোজা গিয়ে ট্রামে চেপে ব'সলো হেনা।···

আজ অবশ্য পল্লব সঙ্গে নেই, ট্যাক্সি এসেও দরজার সামনে দাঁড়ালো না, তবু স্কুল বাড়িটা চিনে আসতে অসুবিধে হ'লো না হেনার। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই যে মেয়েটির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হ'য়ে গেল, সে আর কেউ নয়, রীতা। হেনাকে দেখেই সে চিনতে পেরে কাছে এগিয়ে এসে বললো: 'সেই ওস্তাদ গুরগণ খাঁর আসার দিন এসেছিলেন, তারপর থেকে আর একটা দিনও এলেন না!'

হেনা বললো ঃ 'সময় পাই কোথায় যে আসবো! কলেজ আছে, পড়া আছে, তাছাড়া ঘরে থেকে কিছু-কিছু কাজ-কর্মও তো আছে, তারপর আর সত্যিই সময় পেয়ে উঠি না।'

রীতা বললো ঃ 'আপনি এসে যদি মাঝে মাঝে এখানে ক্লাস নিতেন, খুব ভালো হ'তো। ওস্তাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের সিনিয়ার গ্রুপের মেয়েদের পক্ষে জুনিয়ার গ্রুপের মেয়েদের নিয়ে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।'

—'কেন, শুনেছিলাম যে মিঃ গোস্বামী সব দেখছেন!' থেমে হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো ঃ 'তিনি এখন আছেন তো স্কুলে?'

রীতা বললো ঃ 'এলে পুরো সময়টাই থাকেন, কিন্তু আজ আসতে পারবেন না ব'লে খবর পাঠিয়েছেন।'

—'এরকম প্রায়ই আসেন না বুঝি?'

—'তাঁর নিজের ক্লাস না থাকলে রোজ অবিশ্যি মাষ্টার মশাইকে না এলেও চলে।'

—'তাই বুঝি—' থেমে হেনা বললো ঃ 'ভেবেছিলাম—আসা তো হ'য়ে ওঠে না, আজ যখন এলাম, ওঁর সঙ্গে কথা ব'লে যাবো; কিন্তু হ'লো না।'

—'কাল এলে আমি অবিশ্যিই বলবো।' রীতা বললো ঃ 'সেবার শ্যামা আর তনুকাকে দেখে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে? একটু আগে এলেও ওদের সঙ্গে আপনার দেখা হ'তো। ওরা নাচের গ্রুপের, মিহির বাবু আজ আসবেন না শুনে ওরা আর অপেক্ষা না ক'রে চ'লে গেল।'

হেনা বললো ঃ 'এরকম অনেকেই বুঝি চ'লে গেছে, তাই কিরকম ফাঁকা লাগচে সব। এরকম হ'লে স্কুলকে আর স্কুল ব'লে মনে হয় না।'

—'আমারও সত্যি ভালো লাগে না।' রীতা বললো ঃ 'ওস্তাদ ফিরে না আসা অবধি আমি নিজেও আর নতুন কোনো লেস্‌ন নিয়ে এগোতে পারছি না।'

হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো: 'এখন কি নিয়ে কাজ ক'রছেন? আশাবরী, ভৈঁরো, মালকোষ, টোরী—এগুলো শিখে নিয়েছেন?'

—'সব আর হ'লো কোথায়, কেবল সুরু ক'রেছিলাম।' তারপর মুহূর্তকালের জন্যে হেনার মুখের উপর একটা প্রশ্নাতুর দৃষ্টি তুলে ধ'রে রীতা বললো: 'দেবেন আমাকে কিছু কিছু লেস্‌ন, তবে আমি নতুন ক'রে আবার কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি।'

রীতার আগ্রহ এবারে অনেকখানি মুগ্ধ ক'রলো হেনাকে। বললো: 'লেস্‌ন দিতে হবে ভেবে তো আসি নি, তবু আনুন হারমোনিয়মটা, দেখি পারি নাকি দিশি টোরীর দু' একটা লাইন আপনাকে তুলে দিতে!'

সঙ্গে সঙ্গে একটা হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে এসে বসলো রীতা। তাকে সুর তুলে দিতে গিয়ে একটা পুরো গানই গেয়ে শুনিয়ে দিল হেনা।

মুগ্ধ বিস্ময়ে রীতা বললো: 'ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আমরা একই ওস্তাদের কাছে এতকাল ধ'রে গান শিখচি। আপনার গান শুনে মনে হ'চ্ছে—কতকালে আমি এখানে এসে পৌঁছোতে পারবো!'

হেসে হেনা বললো: 'যতকালে আমি এসে পৌঁছেচি। কিন্তু আগে তো শুনিনি, আজ আপনার গলার কাজ লক্ষ্য ক'রে মনে হ'চ্ছে—বেশীদিন লাগবে না আপনার।'

—'কথাটা ওস্তাদও একদিন ব'লেছিলেন, কিন্তু—'

—'কিন্তু কি?'

—'ওস্তাদ কবে আসবেন, জানেন?'

হেনা ভেবেছিল—এ প্রশ্নটা সে-ই রীতাকে ক'রবে। পল্লবের আসার প্রতীক্ষা রীতার চাইতে তারই কি কিছু কম? কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব কি সে নিজেই জানে যে দেবে? তবু বললো: 'আসবেন, খুব শীগগিরই আসবেন; নিজের স্কুল ফেলে কতদিন আর তিনি বাইরে প'ড়ে থাকবেন!'

রীতা এবারে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে হারমোনিয়মের রীডগুলোর উপর দিয়ে অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ আঙুল চালনা ক'রে একসময় ব্লো বন্ধ ক'রে রাখলো।

উঠে প'ড়ে হেনা বললোঃ 'এবারে আসি ভাই; আবার কখনও সময় পেলে আসবো।'

দরজার সামনে এগিয়ে এসে রীতা বললোঃ 'বলবো না যে খুসী হ'লাম, শুধু অপেক্ষায় থাকবো।'

তার মুখের উপর দিয়ে নীরবে এক ঝলক মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় পথে বেরিয়ে প'ড়লো হেনা।

॥ বারো ॥

দিনকয়েক বাদে আর একদিন ছুপুরের পরে কপিল তার ছোট্ট ভ্যান্‌গার্ড গাড়ি নিয়ে এসে ঢুকলো ইউনিভার্সিটির লনে। ভাগ্য ভালো যে, পর-পর ছু'পিরিয়ডের লেজার ছিল তখন বীরেনের এবং সেই মূহুর্তেই সে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসছিল। মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যেতেই সোচ্ছ্বাসে সে হাঁক দিয়ে উঠলো : 'হ্যালো চৌধুরী, ইউ আর যাষ্ট ইন টাইম।'

গাড়ির উপর একখানি হাত রেখে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল কপিল, বললো : 'ঈশ্বর সাধারণতঃ আমাকে ঠকান না, তবে মাঝে মাঝে আমি যা ঠেকে পড়ি।' তারপর থেমে বললো : 'কিছুক্ষণের জন্যে তা'হলে তোমাকে পেতে পারি, না কি বলো ?'

বীরেন বললো : 'তাতে খুব একটা অসুবিধে নেই, আপাতত পর-পর ছু'পিরিয়ড লেজার ; একটা ঘণ্টা অন্ততঃ তোমাকে পে করা যেতে পারে।'

পকেট থেকে সিগারেট-কেস আর লাইটার বার ক'রে বীরেনের হাতের দিকে এগিয়ে ধ'রে কপিল বললো : 'হ্যাবিট আছে তো, না এখনও পাকা পোক্ত হওনি ?'

সে-কথার যথাযথ জবাব না দিয়ে কপিলের হাত থেকে সিগারেট-কেস আর লাইটারটাকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে দেখলো বীরেন, তারপর বললো : 'মনে হ'চ্ছে এ ছু'টোয় এদেশের ছাপ নেই, ছু'টোই বিলেত থেকে আমদানি।'

—'বিলেত নয়, ওয়েষ্ট জার্মানী।' কপিল বললো : 'ফুরসৎ পেলেই মাঝে মাঝে চ'লে যেতাম সেখানে। একদিন কিছু মার্কেটিংয়ে বেরিয়ে চোখে লেগে গেল সিগারেট-কেসটা, দামের দিকে তাকালাম না, কিনে ফেললাম। সেই সঙ্গে দোকানী লাইটারটাও হাতে গুঁজে

দিলে, আপত্তি ক'রলাম না। এখানে এসে দেখলাম—দামের দিক থেকে অনেক গেইন ক'রেছি।'

—'জিনিষ দু'টো সত্যিই ভালো।' ব'লে এবারে সিগারেট-কেস আর লাইটারটা কপিলের হাতে ফিরিয়ে দিল বীরেন, তারপর বললো : 'আপাতত এইমূহূর্তে আর সিগারেট মুখে তুলতে চাচ্ছিনা, তুমি খাও।'

কিন্তু কপিল নিজেও বিশেষ একটা উৎসাহ দেখালো না, বললো : 'সেদিন তোমার এখান থেকে চা খেয়ে গেছি, আজ চলো—তোমাকে আমি সরবৎ খাওয়াবো।'

—'গোলদিঘীর সরবতের কথা তাহ'লে ভুলে যাওনি?'

—'পাগল, সে কি ভোলা যায়!' কপিল বললো : 'স্কটিশের দিনগুলির কথা ভাবো তো, একটা দিনও বোধ করি বাদ ছিল না, যেদিন বিকেলে এসে সরবতের টেবলে না ব'সেছি! তুমি ভালোবাসতে গ্রীন ম্যাঙ্গো আর ব্যানানা, আর আমি খস্‌খস্।'

—'সবই তোমার মনে আছে দেখছি।'

—'কিন্তু আজ আর একখানি মুখ কিছুতেই মনে পড়ে না।'

—'কার?'

—'সুমিতা নন্দীর।' স্মৃতি রোমন্থনের কেমন একটা অদ্ভুত খুসীতে মুখখানিকে উজ্জ্বল ক'রে কপিল বললো : 'কলেজের পর টিউটোরিয়াল ক্লাস সেরে বেরুতেই হঠাৎ সেই একদিন কাল বৈশাখীর কী দারুণ তাণ্ডব সুরু হ'য়ে গেল। আমরা ততক্ষণে একটু এগিয়ে একটা মেডিক্যাল ফার্মে এসে সেল্‌টার নিয়েছি; সুমিতাও। ভয় পেয়ে বললে, এ ঝড় থামতে থামতে সন্ধ্যা উৎরে যাবে; কি ক'রে বাড়ি যাই বলুন তো? জিজ্ঞেস করলাম—বাসা কোথায়? বললে—নিবেদিতা লেনে। বাড়িতে এতক্ষণ সবাই ভাবচে। বললাম—ভাববারই যে কথা, কিন্তু জল না থামলে যাবেনই বা কি ক'রে? দেখছেন না—পথে ট্রাম বাস অবধি বন্ধ হ'য়ে গেল!—শুনে বোধ করি

সুমিতার তখন কেঁদে ফেলবার অবস্থা। আশ্বাস দিয়ে বললাম—ভয় কি, আমরা তো র'য়েছি, জল একটু ধরতে দিন, কোনোরকমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমরা চ'লে যেতে পারবো।—অবশেষে তাই হ'লো। ট্যাক্সিতে উঠে সুমিতা বললে—ভাগ্যিস আপনারা ছিলেন, নইলে আমার যা ভয় ক'রছিল।—সেই থেকে সুমিতার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল। একদিন আমাদের ডেকে নিয়ে চা খাইয়ে দিলে বাড়িতে, মনে আছে?'

বীরেন বললো: 'অফুরন্ত হাসতে পারতো সুমিতা, তাই না?'

—'তোমার প্রথম কবিতার স্ফুরণ তো সেই থেকেই।' কপিল বললো: 'কি যেন লিখেছিলে—সীমিত অধরে সুমিত হাসির—কি ছাই মনেও নেই।'

ইতিমধ্যে হঠাৎ নজরে প'ড়লো—বারান্দা পেরিয়ে হেনা এদিকেই আসচে। কপিলের উচ্ছ্বাসকে চাপা দিয়ে বীরেন বললো: 'সেদিন মিস চাটার্জির সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছিল। আজও বোধ করি দেখা হ'য়ে গেল!'

—'সো লাকি আই এ্যাম।' ব'লে ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে বারান্দার দিকে দৃষ্টি মেলে ধ'রলো কপিল।

বীরেনকে লক্ষ্য ক'রেই এদিকে আসছিল হেনা, হঠাৎ কপিলকে চোখে প'ড়ে যেতে বললো: 'ও—আপনি এসেছেন!'

নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত উঁচিয়ে কপিল বললো: 'স্মৃতি-শক্তি তো আপনার অদ্ভুত দেখতে পাচ্ছি। সেদিন কতটুই বা দেখা,—অথচ দেখছি—ভুলে যাননি।'

মুখ টিপে হেসে হেনা বললো: 'আপনাদের মতো মানুষকে তো আমরা অনেক দূর থেকে ভাসা ভাসা দেখিনা, আমরা যাকে দেখি, অনেক বেশী ক'রে দেখি।'

ফোড়ন কেটে বীরেন বললো: 'মানে মেয়েরা।'

কপিল বললো ঃ 'নারী তাই তো মহীয়সী। তা—উনি যখন এসে প'ড়েছেন, ভালোই হ'লো। যা গরম প'ড়েছে, তাতে আমাদের সঙ্গে গিয়ে এক গ্লাস সরবৎ খেয়ে আসতে নিশ্চয়ই মিস চাটার্জির আপত্তি হবে না।'

হেনা এবারে কিছু একটাও না ব'লে প্রশ্নাতুর দৃটিতে বীরেনের মুখের দিকে তাকালো।

বীরেন বললো ঃ 'তুমি না এলে কপিল এতক্ষণে আমাকে নিয়ে সরবতের দোকানে প্রায় ঢুকে প'ড়েছিল। ওর পয়সায় কি সরবৎ খাচ্ছি আজ নতুন! চলো না—আমরা গেলেও যদি তৃপ্তি পায় তো পাক না কিছুটা!'

কপিল এবারে হাত বাড়িয়ে গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে ধ'রলো।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িতে গিয়ে উঠতে পারলো না হেনা, কিছুটা ইতস্ততঃ কণ্ঠে বললো ঃ 'আমি না গেলেই কি নয়?'

বীরেন বললো ঃ 'গেলে যখন ক্ষতি নেই, তখন না-যাবার প্রশ্নটা না-হয় চাপাই রইল!'

এবারে নতুন ক'রে আর আপত্তি তুলবার দ্বিতীয় পথ না পেয়ে গাড়ির সীটে গিয়ে ব'সে পড়লো হেনা।

বীরেন ইচ্ছে ক'রেই উঠে এসে তার পাশে না ব'সে কপিলের পাশে গিয়ে বসলো।

গাড়িতে স্টার্ট দিল কপিল।...

সরবতের টেবলে ব'সে যতক্ষণ নিজেকে খানিকটা বেমানান মনে ক'রছিল হেনা, ততক্ষণে কপিল নিজেই পুনরায় কথালো হ'য়ে উঠলো। বললো ঃ 'আগে আগে দেখতাম—মুখে মুখে তুমি দেব্বি ছড়া বানিয়ে ফেলতে বীরেন। ফেল তো তেম্‌নি একটা ছড়া বানিয়ে, দেখি!'

মুখ টিপে হেসে বীরেন বললো ঃ 'তুমি কি শেষ অবধি আমাকে ছড়ার কবি ঠাওরালে ?'

হেনা খানিকটা সুযোগ নিতে চেষ্টা ক'রে বললো ঃ 'ইট ইজ রিয়্যালী ডিস্‌গ্রেস ফর ইউ। কিন্তু কাব্যের অফুরন্ত ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানে কাব্য বোধ করি ছড়া নামেই বেশী খ্যাতি পায় !'

বীরেন বললো ঃ 'কি ব'ল্‌তে চাইলে তুমি, ঠিক ধ'রতে পারলুম না।'

—'ধ'রতে যে তুমি পারবে না, তা আমি জানি।' কপিল বললো ঃ 'তার চাইতে যা বল্‌লুম তাই করো, শুনে অন্ততঃ ভাবতে শিখি যে, আগের চাইতে তুমি এখন অনেক বেশী শক্তিমান।'

—'বেশ, তবে শোনো।' ব'লে এক মিনিটও সময় নিল না বীরেন, ছড়া ক'রেই বললো—

গাজীপুরের গোফুর ছিল গাঁটকাটা চোর পয়লা,
জোলো দুধের এক টাকা সের বেচতো বিশু গয়লা।
শর্ষে-কণায় ভূতের বাসা কে আর বলো জানতো ?
নেপোরা দই মেরে-মেরেই খ্যাতির আসন পান তো !
টিক্‌টিকি আর চামচিকেদের যুদ্ধে মরে ভোম্‌রা,
কান্না পেলেই কাঁদু মাসীর মুখখানি হয় গোমরা।

শুনে অফুরন্ত হাসিতে ফেটে পড়লো কপিল, বললো ঃ 'হিয়ার ইউ আর, ইউ আর রিয়্যালি পাওয়ারফুল বীরেন।'

এরকম একটা কথা হয়তো হেনাও উচ্চারণ ক'রতো, কিন্তু পরিবেশের দিকে লক্ষ্য ক'রে নিজেকে সে সংযত ক'রে নিল।

বীরেন বললো ঃ 'কিন্তু দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক যজ্ঞে আমার কাব্যের কোনো একটি লাইনও কাজে এলো না ভাই ; হোয়াট এ ট্রাজেডি, ইউ সি। এতদিন যাও-বা আমাদের ইউনিয়নের মুখপত্র মশালের জয়েন্ট এডিটারশিপ আমাদের হাতে ছিল, ফাইনাল ইয়ারে উঠে এবারে তাও গেছে।'

কপিল বললো : 'এ তো আজকের কথা, কিন্তু আগামী কালের বাংলা কাব্যের ইতিহাস তোমার জন্যে যে অনেকগুলো পাতা ছেড়ে দেবে না, তা কি ক'রে ভাবতে পারো ?'

—'দেখা যাক্ কি দাঁড়ায় !' ব'লে গ্লাসে শেষ চুমুক দিল বীরেন।

কপিল বললো : 'টেব্‌লে এসে বসা অবধি আমরাই শুধু কথা বল্‌ছি, মিস চাটার্জি কিন্তু কিচ্ছুটি বলছেন না !'

মুখে ঈষৎ হাসির রেখা টেনে হেনা বললো : 'সবাই যদি একসঙ্গে কথা বলবো, তবে যে কথারা সব এক্সিডেণ্ট্ ঘটিয়ে বসবে ! সে কি ভালো ?'

কপিল বললো : 'আপনাকে বরং আর এক গ্লাস সরবৎ দিক, কেমন ?'

আপত্তি জানিয়ে হেনা বললো : 'ব্যানার্জিকে দিতে বলুন, খেতে খেতে বরং আর একটা ছড়া শোনাবে।'

—'কিন্তু সে সময় আপাতত আর নেই।' ব'লে টেব্‌ল ছেড়ে উঠে প'ড়তে যাচ্ছিল বীরেন, বাধা দিয়ে কপিল বললো : 'ভয় নেই, তোমাকে আর অফার করছি না ; একটা এ্যাপিল আছে, সেটা বলি।'

—'কি ব্যাপার ?'

কপিল বললো : 'আমি লণ্ডনে থাকতে ই. এফ্. নাইট নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। ওখানকার এক টেক্‌নিক্যাল কলেজের উনি অধ্যাপক। বয়স খুব বেশী নয়। বছর ত্রিশেক হবে। তখনও বিয়ে করেননি। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলের শেষ নেই। লণ্ডন থেকে আমি চ'লে আসার সময় মিঃ নাইটকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম আমাদের দেশে আসতে। সম্প্রতি কিছুকাল হ'লো তিনি বিয়ে ক'রেছেন। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কী একটা ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে দিন কয়েক হ'লো সস্ত্রীক তিনি দিল্লীতে এসে পৌঁছেচেন। পরশু দিন মিঃ নাইট আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, আসচে শুক্রবার তিনি ক'লকাতায় এসে ল্যাণ্ড

ক'রবেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আগামী র'ববার গঙ্গাবক্ষে যাতে সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে কাল আমি ইণ্ডিয়ান নেভিগেশনে গিয়ে একটা ষ্টীমার রিজার্ভ ক'রে এসেছি। মিষ্টার ও মিসেস নাইটকে যাতে ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যায়, সেজন্যে প্রায় সব ব্যবস্থাই আমি পাকা ক'রে ফেলেছি। সকাল ন'টায় বাবুঘাট থেকে ষ্টীমার ছাড়বে, খাওয়া দাওয়া সব ষ্টীমারেই হবে, বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার আমরা বাবুঘাটে ফিরে আসবো।'

বীরেন বললো : 'বাঃ, এ যে রীতিমত অভিনব ব্যাপার।'

কপিল বললো : 'অভিনবত্ব থাকবে না—যদি না তোমরা এসে যোগ দাও। আর শুধু যোগ দেওয়া নয়, ফাংশনে তোমাদের অন্ততঃ কিছুটা সক্রিয় অংশ নিতেই হবে।'

—'যেমন ?'

—'রবীন্দ্রনাথ থেকে তোমার কিছু আবৃত্তি আর মিস চাটার্জির গান। সে গানও নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র সঙ্গীতই হবে।'

কথাটাকে অনুমোদন করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে এবারে চোখের দৃষ্টিকে হেনার মুখের দিকে নিবদ্ধ ক'রলো কপিল।

হেনা বললো : 'আমি যেতে পারবো ব'লে এখুনই ঠিক কথা দিতে পারছিনা। সবটাই আমার বাবার শারীরিক অবস্থা এবং মায়ের মতের উপর নির্ভর করে।'

কপিল বললো : 'আমি নিজে গিয়ে যদি বলি, তবে তো আর আপত্তির কোনো কারণ থাকবে না !'

এবারে হেনা কিছু একটা বলার আগেই বীরেন বললো : 'সে ভারটা বরং আমার উপর থাক। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ ভালো একটা এক্সকারশন হবে তো বটেই !'

কপিল বললো : 'দরকার হ'লে আমি আমার ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের ছু'জনকে বাবুঘাটে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রতে পারি।'

—'সেটা অবস্থা বিশেষে তোমাকে না হয় পরে জানাবো।' ব'লে উঠে পড়লো বীরেন। তারপর ফুটপাতে পা দিয়ে বললো: 'গাড়িতে উঠবার এখন আর দরকার নেই, স্কোয়ার ক্রশ ক'রে দু'মিনিটেই আমরা চ'লে যেতে পারবো।'

স্মিতমুখে হেনা বললো: 'সরবতের জন্যে আপনাকে আর থ্যাঙ্কস্ জানালাম না মিঃ চৌধুরী।'

কপিল বললো: 'সে জন্যে আপনাকেই বরং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ রইল, একটু কষ্ট হ'লেও র'ববার ষ্টীমারে আস্‌বেন।' ব'লে গাড়িতে উঠে ষ্টিয়ারিংয়ে হাত রাখলো কপিল।

অস্ফুট কণ্ঠে হেনা একবার উচ্চারণ করলো—'চেষ্টা ক'রে দেখবো', তারপর বীরেনকে অনুসরণ ক'রে স্কোয়ারের ইষ্ট গেটের দিকে পা বাড়ালো।

দুপুরের রোদে স্কোয়ারের ভিতরটা তখন খা-খা ক'রছে। একটু এগিয়ে এসে বীরেন বললো: 'কপিলের উদ্যোগটা অভিনব, এমন একটা চান্স মিস করা উচিত হবে না।'

হেনা বললো: 'কিন্তু তোমার সব ব্যাপারে আমাকে এম্‌নি ক'রে জড়িয়ে নিচ্ছ কেন, বলো তো?'

—'ভালো লাগে ব'লে।' হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে বীরেন বললো: 'প্রথম প্রথম ভাবতাম—অন্যান্য অনেকের মতো তুমি আমার সাধারণ একজন ক্লাস-মেট, তারপর মশালের কাজে যখন আমরা দু'জনে দু'জনের খুব কাছাকাছি এলাম, ভাবলাম—শুধুই তুমি ক্লাস-মেট নও, আরও কিছু।'

—'আর এখন?' চোখ দু'টোকে পিট্‌পিট্ ক'রে একরকম হঠাৎই প্রশ্নটা ক'রে ফেললো হেনা।

বীরেন বললো: 'এখন মনে হয়—তোমাকে বাদ দিয়ে নিজেকে যেন আমি ভাবতেই পারি না। তাই যেখানে যা কিছু ক'রতে যাই, ইচ্ছে হয় না—তা থেকে তুমি দূরে থাকো।'

স্কোয়ারের উত্তপ্ত জলের দিকে চোখ রেখে হেনা বললো : 'ট্যু মাচ, ব্যানার্জি. ইট ইজ ট্যু মাচ। হঠাৎ এতটা সপ্রকাশ হোয়ো না, ট্রাই টু বি এ বিট সিরিয়াস।'

কিন্তু একথার জবাবে বীরেন কিছু-একটাও আর বলতে পারলো না। ততক্ষণে স্কোয়ারটা প্রায় পেরিয়ে এসেছিল তারা। হঠাৎ ওপাশের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলো—তাদের ক্লাস সুরু হ'তে আর মাত্র ছ'মিনিট বাকী। কথা রেখে এবারে তাই দ্রুত পা চালালো বীরেন।

॥ তের ॥

সেদিন রাত্রিশয্যায় অনেকক্ষণের মধ্যে ঘুম এলো না হেনার। ঘুরে ফিরে বীরেনের কথাগুলিই বার বার তার মনে প'ড়ছিল, আর মনে প'ড়ছিল বীরেনের সঙ্গে প্রথম দিনের আলাপের মুহূর্তটাকে। সেদিনও বীরেনই প্রথম সেধে কথা ব'লেছিল। মনে হ'য়েছিল—কী নির্লজ্জ ছেলেটি! তারপর ধীরে ধীরে যত দিন যেতে লাগলো, ভালো লাগলো বীরেনকে। প্রথম প্রথম এরকম ভালো পল্লবকেও লেগেছিল, ক্রমে সেই ভালোলাগা বুঝি অলক্ষ্যে একসময় ভালোবাসায় রূপ পেল। বীরেনের সংস্পর্শে আসার পর মনে হ'লো—তাকে শুধু ভালোই লাগে, ভালোবাসা যায় না। নারীর ভালোবাসা, সে যে এক বৃত্তেই স্থির, বৃত্তান্তরে সে-ভালোবাসা দেওয়া যায় না। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে যখন দেখা গেল, তার ভালোবাসাকে ছাপিয়ে বীরেনের ভালোবাসা নানা পত্রে পল্লবে ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়েছে, তখন সেই ভালোবাসাকে অস্বীকার ক'রবার মতো মানসিকতা নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলো না হেনা। তাকে সিরিয়াস হ'তে ব'লে হয়তো সেদিন সে মনে মনে অনেকখানি আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রলো। কিন্তু তার বক্তব্যের যেখানটা গভীর আন্তরিক, সেখানটায় সে শ্রদ্ধায় মাথা না নুইয়ে পারলো না। পল্লবকে সে নিজে যে-কথা বার বার ব'লবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, অথচ পল্লব বুঝতে চায়নি, আজ বীরেন অকপটে এবং অত্যন্ত সহজে অনুরূপ একটা বক্তব্য কত মধুর ক'রেই না তার কাছে তুলে ধ'রলো! বীরেন শুধু শক্তিমান কবি নয়, প্রাণবান পুরুষও। কিন্তু—তার মধ্যে কি চায়, কী চাইতে পারে হেনা? ভালোবাসা এখানে ভালোলাগাতেই নিঃশেষিত।

ঘড়ির কাঁটায় পর পর কয়েকটা ঘণ্টা বেজে গেল। চোখের পাতা দু'টো বুঝি একটু একটু ক'রে বুজে [illegible]। হেনার মনে প'ড়লো—

সেদিন পল্লবদার গানের স্কুল থেকে ঘুরে এসে তাকে চিঠি দেওয়া হয়নি। স্কুলের মেয়েদের বক্তব্য জানিয়ে কালই সে একটা খাম পোষ্ট ক'রে দেবে পল্লবদাকে। তারপর সে যদি এসে পড়ে, ভালো, নইলে নইলে—, আর কিছু একটাও মনে ক'রতে পারলো না হেনা। চোখ দু'টো তার ঘুমে এবারে পুরোপুরি বুজে গেল।

সকালে উঠে চায়ের টেবলে মিনিট পনেরো সে ঋতেন বাবুকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনালো, তারপর করবী দেবীর হাতে কাগজটাকে তুলে দিয়ে উঠে এলো নিজের পড়ার টেবলে। যুধিষ্ঠির ততক্ষণে টেবল, চেয়ার, মেঝে সব ঝাট দিয়ে ঝক্‌ঝকে ক'রে রেখেছে। এ কাজ তার প্রতিদিনের। তা নিয়ে নতুন ক'রে খুসীবোধের কিছু নেই। দু'একটা বই হাতের কাছে টেনে নিল হেনা। কিন্তু তক্ষুণি প'ড়তে যেন কেন মন ব'সলো না। বিগত রাত্রিশয্যার একটা কথা হঠাৎ আবার নতুন ক'রে মনে প'ড়ে গেল। ভালোবাসা যদি ভালোলাগাতেই নিঃশেষিত হবে, তবে কি ভালোবাসার স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে কিছু থাকে? সব ভালোবাসার মূলেই তো ভালোলাগা! ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে আর দর্শনেন্দ্রিয়ে এ পৃথিবীর যা-কিছু অনুভূতিকে এসে স্পর্শ ক'রছে, পৃথিবীর যা কিছুকে ভালোবাসি ব'লে বলা গেল, তার মূলে যে ভালোলাগাটাই তার আপন কিরণ বিস্তার ক'রে আছে। তবে? শুধু ভালোলাগার গণ্ডিতে বীরেনকে বেঁধে রাখা যায় কি ক'রে? সে কি সে-গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে ভালোবাসার অমৃততীর্থে এসে দাঁড়ায় নি?

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির একটা ডিসের উপর কাপ সাজিয়ে এনে হেনার টেবলের উপর রাখলো।

—'এ কি?'

যুধিষ্ঠির বললো: 'হর্‌লিক্স। মায়ের আদেশ—আজ থেকে রোজ সকালে চায়ের পর তুমি এক কাপ ক'রে হর্‌লিক্স খাবে। শরীর তোমার শুকিয়ে যাচ্ছে, তাও ' ' চোখে পড়ে না? আর সপ্তাহ

দু'য়েক বাদে তোমার জন্মদিনের উৎসব আসচে, কত লোকজন আসবে বলো তো ? তারা তোমার এই শরীরের হাল দেখে ব'লবে কি ?'

ততক্ষণে অনেকটা সহজ হ'য়ে নিয়েছে হেনা, বললো : 'বাব্বাঃ, তবু ভাগ্যিস বলো নি যে বরপক্ষ থেকে আমাকে দেখতে আসবে !'

খুসীর কণ্ঠে এবারে যুধিষ্ঠির বললো : 'তা হ'লে তো কথাই ছিলনা দিদিমণি ; জামাইবাবুকে আমি নিজের হাতে চা ক'রে খাওয়াবো, এ যে আমার ভাগ্য।' তারপর একটুকাল থেমে মুখখানিকে ঈষৎ গম্ভীর ক'রে বললো : 'কিন্তু তা কি আর আমার অদৃষ্টে আছে ! তুমি কলেজ যাবে, একটা একটা ক'রে পাশ ক'রবে, গান গাইবে, এত কিছু ক'রে বিয়ে করার সময় কোথায় তোমার ? আমার ভাগ্যে থাকলে তো জামাইবাবুর মুখ দেখবো !'

—'নাঃ, এবারে দেখছি তোমার জন্যেই আমাকে বর খুঁজতে হবে।' থেমে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেনা বললো : 'কিন্তু যাই বলো যুধিষ্ঠির, জন্মদিনের কথাটা কিন্তু আমার একটুও মনে ছিল না। সেদিন তুমি আমাকে স্পেশাল কি রেঁধে খাওয়াবে, বলো তো ?'

—'সেদিন কি মা আমাকে রাঁধতে দেবেন যে রেঁধে খাওয়াবো !' যুধিষ্ঠির বললো : 'তবু কি খেতে চাও বলো, আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।'

মুখে ঈষৎ হাসি টেনে হেনা বললো : 'অনেক কাল ঘুগ্‌নি খাই না, যদি মাংসের ঘুগ্‌নি ক'রে খাওয়াতে পারো, তবে বলবো—ইউ আর ভেরী ভেরী গুড্।'

যুধিষ্ঠির ইংরেজী না বুঝলেও এ বাড়িতে থাকতে থাকতে গুড, ব্যাড, ভেরী, নাইস প্রভৃতি শব্দগুলো ঠিক ঠিক অর্থে বুঝে নিয়েছিল। এবারে প্রীত হ'য়ে সে বললো : 'শেষ পর্যন্ত ঘুগ্‌নি, আমি ভাবছিলাম কী না কী বায়না ক'রে ব'সবে ! হাসালে তুমি দিদিমণি।'

এবারে কিছু-একথাও আর না ব'লে সহাস্য চোখে যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হেনা।

আগেকার কথাটা টেনে যুধিষ্ঠির আর একবার বললো ঃ 'সত্যিই তুমি এবারে হাসালে দিদিমনি।' তারপর একটুকালও আর না দাঁড়িয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো হেনা। ভেবে দেখলো—এখন বই নিয়ে শুধু ব'সে থাকাই হবে, পড়া আর হবে না। তার চাইতে যদু-ভট্‌চার্যি লেনের স্কুলের যাবতীয় খবর জানিয়ে পল্লবদাকে এই বেলা চিঠিটা লিখে শেষ করা যাক্, তারপর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খামে ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দিলেই হবে। তাই ক'রলো হেনা। দেরাজে তুলে রাখা চিঠিটাকে এনে সামনে মেলে ধ'রে তার কথার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তবে এক-একটা ক'রে লাইন লিখলো সে, তারপর চিঠিটা শেষ ক'রলো এইভাবে—যে পাখী তার অভ্যস্ত আকাশ ছেড়ে দূর দিগন্তে গিয়ে পাড়ি জমিয়েছে, সে জানেনা যে ঝটিকা বিধ্বস্ত হ'য়ে তার সেই পুরণো আকাশের তারাগুলি আজ স্তিমিত। ঝড়ের মেঘের ফাঁকে সে কবে এসে আবার সেই তারাদের নতুন আলোর বাণী শোনাবে ?

চিঠিটা শেষ ক'রে কয়েকবার প'ড়লো হেনা, তারপর ভাঁজ ক'রে বইয়ের মধ্যে গুঁজে নিয়ে উঠে প'ড়লো।

॥ চৌদ্দ ॥

তিব্বতকে কেন্দ্র ক'রে ভারতসীমান্তের পথে লাল চীনের অগ্রগতি সম্পর্কে বীরেনকে যে ঋতেনবাবু ব'লেছিলেন—অবস্থাটা সত্যিই কিছু গুরুতর, সে কথা মিথ্যে নয়। ইতিমধ্যেই চীন-ভারত সীমানা-বিরোধ নিয়ে সমস্যাটা অনেকখানি দানা পাকিয়ে উঠেছিল। নেফা ও লাদাকের উত্তুঙ্গ শৈলমালার নানা দিকে সুদীর্ঘ সব রাস্তা তৈরী ক'রে চীনা সৈন্যরা এসে সেখানে ঘাঁটি রচনা ক'রেছে। বিগত দু'শো বছরের ম্যাকমেহন লাইনের সীমান্তরেখা তারা স্বীকার ক'রতে রাজি নয়। নেফা ও লাদাক পেরিয়ে আসামের ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ শৈল ও ভূভাগকে নিজেদের মানচিত্রে চিত্রিত ক'রে চীন চায় সেখানে তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত ক'রতে।

সেদিন সকালে ঋতেনবাবুকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনাতে শোনাতে হেনা প্রশ্ন ক'রেছিল: 'তা কি ক'রে হয় বাবা, এ কি আব্দার নাকি? চীন চাইবে আর ভারত অমনি তার নিজের যায়গা ছেড়ে দেবে?'

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ঋতেনবাবু বললেন: 'তা কেন দেবে, নিজের যায়গা কেউ কি কোনোদিন স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়! তার জন্যে প্রয়োজন হ'লে ভারত রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু আমি ভাবচি—হাজার হাজার বছর ধ'রে যে সম্প্রীতি এই দুই মহাদেশে গ'ড়ে উঠেছে, তা কি এই শতকের বাশট্টির পর চিরকালের মতো ছিন্ন হ'য়ে যাবে? স্বেচ্ছায় এ সম্পর্ক মুছে দিলে ইতিহাসের দিক থেকে চীন যে ভুল ক'রবে, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তার সারা জীবনেও হবে না।'

কাগজের দিকে চোখ রেখে হেনা বললো: 'একদিন সম্পর্ক ছিল ব'লে চিরকালই যে থাকবে, ইতিহাসে এমন নজীরও যে খুব কম,

বাবা! আসল প্রয়োজন আমাদের প্রস্তুতি। ভারতকে গ্রাস ক'রতে কে না এগিয়ে এসেছে, তাদের আক্রমণে ইতিহাস বার বার রাঙা হ'য়েছে। তা থেকে এ শিক্ষা আমাদের দেশের ইতিপূর্বেই নেওয়া উচিৎ ছিল যে, বহির্জাগতিক নীতি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ দেশরক্ষার প্রস্তুতিকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে হবে। কিন্তু—'

ইতিমধ্যে করবী দেবী এসে পড়ায় হেনার কথা অসমাপ্ত অবস্থাতেই থেমে গেল। আসতে আসতে মেয়ের শেষের দিকের কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল; বললেনঃ 'সকালে উঠেই বাবার সঙ্গে পলিটিক্স নিয়ে প'ড়েছিস তো? রিটায়ার ক'রে অবধি ওঁরও যেমন ঘরে ব'সে পলিটিক্স ছাড়া কথা নেই, তুইও তেম্‌নি। আমি কাল থেকে বাড়িতে কাগজ দিতে বারণ ক'রে দেবো। খবরের কাগজই যত হ'য়েছে কাল।'

হেনা বললোঃ 'তুনিয়ার খবর রাখতে হ'লে খবরের কাগজ ছাড়া উপায় কি মা?'

—'অনেক খবর রাখা হ'য়েছে, এবার থেকে না রাখলে আর ক্ষতি হবে না।' থেমে স্বামীর মুখের দিকে একবার চোখ তু'টিকে তুলে ধ'রলেন করবী দেবী, বললেনঃ 'যাও না, একটু যখন সুস্থ আছো, ইজি চেয়ারে প'ড়ে না থেকে তু'পা হেঁটে এস না! হেনা ততক্ষণে গিয়ে পড়ার বই পড়ুক।'

উত্তরে এবারে ঋতেনবাবু কিছু-একটা বলার আগেই হেনা যায়গা ছেড়ে উঠে প'ড়লো।

করবী দেবী বললেনঃ 'তা—হ্যাঁরে, যুধিষ্ঠিরকে নাকি তুই ব'লেছিস জন্মদিনে তোকে ঘুগ্‌নি ক'রে খাওয়াতে?'

ঈষৎ ঠোঁট উল্টিয়ে হেনা বললোঃ 'জন্মদিনের কথা আমার মনেই ছিল কিনা! তুমিই তো যুধিষ্ঠিরকে ব'লেছ! ওর ইচ্ছে—আমাকে ও নিজের হাতে কিছু ক'রে খাওয়ায়; তাই বলছিলাম।'

ঋতেনবাবু বললেন : 'তা ভালই তো, যুধিষ্ঠির যখন আজ অবধি ঘুগ্‌নি করেনি, তখন চেখেই দেখা যাক্ না ওর হাতে কি রকম টেষ্ট্ হয়।'

এবারে মুখের উপর দিয়ে কিরকম একটা ভাব টেনে এনে করবী দেবী বললেন : 'তুমি আর তোমার মেয়ে টেষ্ট্ কোরো, আপত্তি নেই, সেই সঙ্গে যেন বাইরের লোককে আবার দিতে বোলো না, তবে সব ম্যাসাকার হবে।'

ঠাট্টার ছলে ঋতেনবাবু বললেন : 'এই ডিমোক্র্যাসির যুগে তুমি এমন ব্যুরোক্র্যাসির পরিচয় দিলে চ'লবে কেন, বলো ? এটা হ'চ্ছে সসম্মানে সকলকে স্বীকার ক'রে নেবার যুগ ; এ যুগে গৃহকর্ত্রী তার নিজের ক্রেডিট নিয়ে ব'সে থাকবে, আর যারা সার্ভিস দিচ্ছে, তারা একেবারে অচল, এ কথা মানবার লোক বোধ করি খুব কমই খুঁজে পাবে।'

কিন্তু এ কথার জবাবে করবী দেবীর উক্তিটা শুনবার মতো আর ধৈর্য্য রইল না হেনার, নীরবে নিজের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে ব'সে প'ড়লো।

করবী দেবীও যে আর দাঁড়ালেন, এমন নয় ; বললেন : 'তোমার ইদানিং কি হ'য়েছে বলো তো, যা হোক্ কিছু-একটা নিয়ে বক্-বক্ ক'রতে পারলেই যেন খুসী হও ! এবারে যাও, জামাটা গায়ে দিয়ে লেক থেকে হু'চক্কোর ঘুরে এস, তাতে কাজ দেবে।' ব'লে পুনরায় নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

এবারে আর নিজেকে নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকা সমীচীন মনে ক'রলেন না ঋতেনবাবু। সুস্থ মতো সকাল-বিকেল কিছুটা হাঁটা তাঁর প্রয়োজন, ডাক্তারের নির্দেশও আছে, কিন্তু সুস্থ থাকলেই যে ইচ্ছে মতো পা হু'টোকে চালনা করা যায়, এমন নয়। তবু এবারে তাঁকে উঠতে হ'লো, নিজের ইচ্ছে না থাকলেও স্ত্রীকে খুসী ক'রবার জন্যেই উঠতে হ'লো।...

দুপুরে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডে দেখা গেল—চীনা লাল ফৌজের অগ্রগতি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। যারা কম্যুনিষ্টপন্থী, তারা চীনের পক্ষ সমর্থন ক'রে নানা যুক্তি-তর্কে অন্যকে পর্যুদস্ত ক'রতে এগিয়ে এসেছে, আর যারা ভারতীয় কংগ্রেস অথবা প্রজা-সোস্যালিষ্টপন্থী, তারা ভারতীয় স্বার্থে কম্যুনিষ্টপন্থীদের প্রতি নানা কটূক্তি বর্ষণ ক'রে আশ্বস্ত হ'তে চাচ্ছে; এবং উভয়ে যখন উভয়ের প্রতি 'দালাল,' 'ঢাকের কাঠি' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ ক'রে নিবৃত্তির পথ খুঁজছে, তখন বীরেনের মতো দু'একজন যারা সমস্ত দল ও মতের উর্ধ্বে স্বকীয় জগতে আত্মকীর্তিতে বিচরণশীল, তারা বজ্রকণ্ঠে নিজেদের মত ঘোষণা ক'রে বিরুদ্ধ পরিবেশকে অনেকখানি সহজ ও অনুকূল ক'রে তুললো। বীরেনকে ডেকে হেনা যে কিছু জিজ্ঞেস ক'রবে, এমন অবকাশই পেলো না। বীরেন নিজেই একফাঁকে এসে ছোট্ট ক'রে ব'লে গেল: 'কপিল ফোন ক'রেছিল। আমি সন্ধ্যায় তোমার ঘরে গিয়ে সব ব'লবো।'

সন্ধ্যার সেই প্রতীক্ষা নিয়েই হেনা সারাদিন ক্লাস ক'রে কাটালো। কিন্তু বীরেন আজ অনেক ক্লাসই এ্যাটেণ্ড ক'রলো না। ক্লাস ক'রবার মতো মন থাকলেও সময় ছিল না তার। ততক্ষণে কখনও বা সামনের লনে কিম্বা রেষ্টুরেণ্টে, কখনও বা লাইব্রেরী রুমে অথবা গেটের দরজায় মানিক ভঞ্জ আর তরুণ মিত্রকে নিয়ে একটা গভীর উত্তেজনায় সে কাটিয়ে দিল।

সন্ধ্যায় কথামতো হেনার ঘরে এসে পৌঁছাতে তার দেরী হ'লো না, বললো: 'সারাদিনের ধকলে মাথাটা গরম হ'য়ে আছে। একটা গান শোনাবে?'

হেনা বললো: 'আজ যা কাণ্ড ক'রলে, তারপর আবার গান! তোমরা ছেলেরা এমন হ'য়েছ যে তোমাদের জন্যে ইউনিভার্সিটির পরিবেশটা একটুও যদি শান্ত থাকে!'

বীরেন বললো: 'গোটা জাতির জীবনীশক্তিই তো পুরুষ, আমরা নইলে দেশটা যে ঝিমিয়ে যেতো।'

হেনা বললো : 'এই রেঃ, এখানেও আবার স্থুরু ক'রলে তো ? মায়ের কানে গেলে এক্ষুণি তেড়ে আসবেন ; পলিটিক্স মায়ের দু'চোখের বিষ।'

দু' হাতের মুঠোর উপর থুৎনি রেখে বীরেন বললো : 'আমি ভাবচি—তোমরা মেয়ে-জাতটা কী ! পুরুষকে তোমরা পলিটিক্সের সঙ্গে এক ক'রে জড়িয়ে নিয়েছ। এতে কোথায় থাকৃচে জাতির জীবনীশক্তি আর কোথায় থাকৃচে তার প্রাণশক্তি !'

—'সেটা কারা, আমরা তো ?' ব'লে মুখে মৃদু হাসি টেনে নিল হেনা।

বীরেন বললো : 'ফুঃ, নিজেদের খুব বড় ক'রে ভাবতে ভারী ভালো লাগে, তাই না ?'

—'যেমন লাগে পুরুষের।' হেনা বললো : 'তা যাক্, আমি যুধিষ্ঠিরকে চা দিতে বলি। তারপর চা খেতে খেতে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কি ব'লবার আছে, বলো, শুনি।' ব'লে যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে চায়ের কথা ব'লে এবারে বীরেনের মুখোমুখি এসে ব'সলো সে।

বীরেন বললো : 'কলেজে ব'লবার সময় পেলাম না, তাই আমাকে আজ নিজে সেধে তোমার ঘরে আসতে হ'লো।'

চোখ দু'টোকে পিট্‌পিট্ ক'রে হেনা বললো : 'এরপর পুরুত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত কোরো, তবে আর দোষ থাকবে না।'

—'ঠাট্টা ক'রছো, তাই না ?'

—'ঠাট্টা কেন ক'রবো, যা সত্যি তাই ব'ললাম।'

—'তা যাক।' বীরেন বললো : 'ফোনে কপিলকে আমি কথা দিয়েছি—তুমি আমি দু'জনেই ওর ষ্টীমার-পার্টিতে যাচ্ছি। সম্ভব হ'লে আমরা রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানী আবৃত্তি ক'রে শোনাবো।'

হেনা এবারে দারুণ একটা অশ্বস্তি প্রকাশ ক'রে বললো : 'আমাকে কিচ্ছু না জানিয়ে এ ভাবে তুমি কথা দিতে গেলে কেন ? আমি এ সম্পর্কে কিছুই ভাবিনি। তা ছাড়া—'

—'তা ছাড়া কি ?'

—'তা ছাড়া ষ্টীমারে চ'ড়তে আমার যেন কেমন ভয় করে! ক'লকাতায় জন্মে অবধি কোনোদিন তো সাঁতার শিখিনি, যদি প'ড়ে যাই ?'

—'তুমি দেখছি আস্ত একটি বোকা।' বীরেন বললোঃ 'যারা ষ্টীমারে চড়ে, তারা ভেবেছ সবাই সাঁতার জানে ?'

—'যারা চড়ে চড়ুক, তা দিয়ে আমার কি হবে ?'

—'দেখো, ষ্টীমারের নতুন অভিজ্ঞতায় তুমি প্রচুর আনন্দ পাবে।' বীরেন বললোঃ 'কপিল তার ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, আমাকে নিয়ে তবে তোমার এখানে আসবে। যাবার সময় তোমার সঞ্চয়িতাখানি যেন সঙ্গে নিয়ো।'

—'বড্ড ঝামেলা বাধাতে পারো তুমি ব্যানার্জি। যাই বলো, কপিলবাবুকে কথা দিয়ে তুমি খুব খারাপ ক'রেছ।'

উত্তরে বীরেন কিছু একটা বলবার আগেই যুধিষ্ঠির চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো।

এতদিনের যাতায়াতে তার সাথে বীরেনের ইতিমধ্যে সামান্য পরিচয়ের সূত্রপাত হ'য়েছিল। এবারে তাকে লক্ষ্য ক'রে বীরেন বললোঃ 'যাই বলো যুধিষ্ঠির, তুমিই কিন্তু এ বাড়ির নাম রাখলে!'

আপ্যায়িত হ'য়ে যুধিষ্ঠির বললোঃ 'আপনারা ভালোবাসেন, তাই অমন কথা বলেন, নইলে আমার আর কি ক্ষমতা আছে বাবু, বলুন ?'

বীরেন বললোঃ 'একটা ক্ষমতা তুমি এক্ষুণি দেখাতে পারো। বাবুকে গিয়ে ব'লবে যে আমি এসেছি।'

হেনা বললোঃ 'তার জন্যে আবার যুধিষ্ঠির কেন! তোমার চা খাওয়া হ'লে আমিই তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবো। তুমি যাও যুধিষ্ঠির।'

যুধিষ্ঠির আর অপেক্ষা ক'রলো না।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বীরেন বললো ঃ 'অনেকদিন বাদে কাল রাত্রে হঠাৎ একটা সিরিয়াস কবিতা কলমে এলো, কিন্তু চার লাইনের বেশী আর এগোলো না, ঘুম পেলো, শুয়ে প'ড়লাম।'

মুখ টিপে হেসে হেনা বললো ঃ 'তা হ'লে কবিতার চাইতেও ঘুম সম্পর্কে তুমি মোর সিরিয়াস ?'

—'সেটাও মুড সাপেক্ষ।' বীরেন বললো ঃ 'চার লাইনই শুনিয়ে দিই তোমাকে, কেমন লাগে বলো—

'আলো ঝিল্‌মিল্ ক'লকাতা শেষে
ডি-ভি-সির হাতে অন্ধকার,
পণ্যবিপনী হ'লো বিপন্ন,
যে যার করে যে বন্ধ দ্বার।'

হেনা বললো ঃ 'অপূর্ব। গিয়ে আজ রাত্রেই বাকীটা শেষ ক'রে ফেল। কাল আমাকে পুরোটা শোনাবে।'

এবারে এক চুমুকে বাকী চা টুকু শেষ ক'রে নিয়ে বীরেন বললো ঃ 'তা হ'লে বোধ করি অপেক্ষা করা আর সমীচীন হবে না ; কিন্তু গিয়ে যদি দেখি—পাড়া অন্ধকার, তবে আর কাব্যলক্ষ্মীকে কাছে পাওয়া ঘট্‌বে না।'

—'সত্যি কি আরম্ভ হ'লো বলো তো ব্যানার্জি ?'

বীরেন বললো ঃ 'বলাটা সুস্থ নাগরিকের লক্ষণ নয়, তার চাইতে চলো তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে কবিতার বাকী অংশটা ভাবতে ভাবতে আমি বেরিয়ে পড়ি।'

হেনা এবারে তাই ক'রলো।

নিজেদের ঘরে ব'সে পারিবারিক কি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রছিলেন ঋতেনবাবু ও করবী দেবী। হঠাৎ বীরেনের উপস্থিতিতে নিজেদের কথা রেখে এবারে তু'জনেই কিছুটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন।

ঋতেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বীরেন বললো ঃ 'অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ নিশ্চয়ই আপনি অনেক বেশী সুস্থ আছেন, তাই না ?'

কাছে আহ্বান ক'রে ঋতেনবাবু বললেন : 'কেমন ক'রে বুঝলে ?'

—'আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে।' ঋতেনবাবুর পাশে ব'সে প'ড়ে বীরেন বললো : 'ইংরেজি টার্মে বলে—ফেস ইজ দি ইন্‌ডেক্স অব মাইণ্ড, কিন্তু ডাক্তাররা বলে—ফেস হ'চ্ছে বডিরই ইন্‌ডেক্স ; দেহের যা কিছু ভালো মন্দ, তা স্পষ্টই মুখে ফুটে ওঠে। আপনি যে আজ অনেক সুস্থ, তা আপনার মুখই ব'লছে।'

—'আজ সকাল থেকে উনিও তাই বলছেন।' ব'লে স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকালেন ঋতেনবাবু, তারপর চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন : 'তুমিও ডাক্তারী প'ড়লেই পারতে বীরেন !'

—'তা হ'লে এমনি ক'রে কি আপনাদের পেতাম !' বীরেন বললো : 'মানুষ বোধ হয় ইচ্ছে ক'রে কিছু ক'রতে পারে না, তার সবটাই প্রিডেষ্টিণ্ড্।'

মুখে হাসি লুকিয়ে ঋতেনবাবু বললেন : 'তা হ'লে তুমি বোধ করি এ্যাষ্ট্রলজি শিখলেই ভালো ক'রতে।'

—'শিখলাম যে না, সেটাও প্রিডেষ্টিণ্ড্।'

বীরেন এমন ভাবে কথাটা বললো যে, এবারে কেউ আর না হেসে পারলেন না।

করবী দেবী বললেন : 'আজ যখন নিজে থেকে এসে প'ড়েছ, তখন এ বেলা আমাদের সঙ্গে খেয়ে তবে যাবে, কেমন ?'

আপত্তি তুলে বীরেন বললো : 'বাড়িতে ব'লে আসি নি, ভাত নিয়ে আমার জন্যে সবাই ব'সে থাকবে। খাবার জন্যে কী আছে, কোনো একটা ছুটির দিন সকাল সকাল এসে আমি নিজে থেকে চেয়ে খেয়ে যাবো।'

করবী দেবী বললেন : 'এমন ছুটির দিন কই আজ অবধি একটাও তো এলো না !'

—'আগে আমাদের পরীক্ষাটা হ'য়ে যাক্ না, তখন দেখবো মা কত খাওয়াতে পারেন !' থেমে বীরেন বললো : 'আজ এসে

বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে পারবো না জানতাম, তবু একটা আর্জি নিয়ে আসতে হ'লো।'

স্মিত মুখে করবী দেবী জিজ্ঞেস ক'রলেন : 'আর্জি আবার কিসের ?'

হেনা এবারে নীরবে কোথায় একদিকে স'রে গেল।

অসঙ্কোচে এবারে সমস্ত বিষয়টা বিবৃত ক'রে বীরেন বললো : 'কপিল আর আমি স্কটিশে প্রি-ইউনিভার্সিটি প'ড়েছিলাম। ও বিলেতে থাকতেই মিঃ নাইটকে আমাদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিল। পরশু র'ববার কপিল মিষ্টার ও মিসেস নাইটকে এক ষ্টীমার পার্টিতে আপ্যায়িত ক'রছে। হেনা এবং আমি, আমাদের দু'জনকেই ও বিশেষভাবে পার্টিতে এ্যাটেণ্ড ক'রবার জন্যে বার বার অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে। আমি যাবো ব'লে কপিলকে কথা দিয়েছি। হেনার সঙ্গে মিসেস নাইটের যথেষ্ট আলাপ হবার সুযোগ হবে। তাতে ভবিষ্যতে কোনোদিন বিলেতে যেতে পারলে তাঁদের গেষ্ট হওয়া অসুবিধে হবে না। আমি পরশু সকালে এসে হেনাকে নিয়ে যাবো, আবার সন্ধ্যায় আমরা এক সঙ্গেই ফিরে আসবো।'

ঋতেন বাবু বললেন : 'ভালোই তো, এরকম আউটিং মাঝে মাঝে হ'লে খুবই ভালো।' তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'তা—চলো না, র'ববার আমরাও সকাল সকাল কোথাও বেরিয়ে পড়ি। অন্ততঃ দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকোয় গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড় অবধি গিয়ে তো পৌছাতে পারবো! তারপর ওরা ফিরে আসতে আসতে আমরাও না হয় ফিরে আসবো!'

করবী দেবী বললেন : 'তুমি ঘর থেকে বেরুবে, তবেই হ'য়েছে! তোমার যতকথা শুধু মুখে, পথে নামতে হ'লেই পঙ্গু।' তারপর বীরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'তা তোমরা যাবে যে বীরেন, ষ্টীমারে কোনোরকম ভয়ের কিছু তো নেই ?'

শুনে বীরেন এবারে হেসে ফেললো, বললো : 'ও—হেনা তবে ভয়টা মা থেকে ইনহেরিট ক'রেছে! রবীন্দ্রনাথ যদি বজরায় পদ্মা

বেড়াতে পারলেন, তবে আমরাই বা ষ্টীমারে নির্ভয়ে গঙ্গা ঘুরে আসতে পারবো না কেন? আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন মা, সন্ধ্যায় আপনার মেয়েকে আমি নিরাপদে আপনার হাতে পৌঁছে দিয়ে যাবো। সেদিন বরং আপনার হাতে খেয়েই তবে আমি বাড়ি ফিরবো।'

স্মিতকণ্ঠে এবারে করবী দেবী বললেন: 'কথা দিচ্ছো তো?'

হাতের রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বীরেন বললো: 'শুধু কথা দিচ্ছি না, রীতিমত কবুল ক'রছি। কিন্তু আজ আর নয়, এবারে পালাই।'

ঋতেনবাবু বললেন: 'পরশু সন্ধ্যায় তা হ'লে তোমাদের কাছে অনেক গল্প শুনতে পাবো?'

—'আশা ক'রছি।' ব'লে মুখ টিপে হেসে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল বীরেন। লক্ষ্য ছিল না যে সিঁড়ির পাশেই হেনা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছে। এবারে মুখোমুখি হ'তেই সে বললো: 'ধন্যি ছেলে তুমি যা হোক্।'

বীরেনও তেম্‌নি সুরেই বললো: 'ধন্যি মেয়ে বটে তুমি!' তারপর সিঁড়িতে স্লিপারের শব্দ তুলে হাত উঁচিয়ে একবার টা-টা জানালো এবং এক মিনিটও আর অপেক্ষা না ক'রে নীচের পথে এসে মুহূর্তকালের মধ্যে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

॥ পনেরো ॥

র'ববার সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের পাঠ শেষ ক'রে হেনা আর ঋতেন বাবুর কাছে গিয়ে খবরের কাগজ খুলে বসলো না। গাড়ি নিয়ে এসে বীরেনকে পাছে মিছেমিছি অপেক্ষা ক'রতে হয়, এই ভেবে সে যথাসম্ভব নিজেকে তৈরী ক'রে নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

ঋতেনবাবু আজ নিজেই খবরের কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি মেয়ের উদ্দেশে একবার হাঁক দিলেন।

মাথায় চিরুণী চালাতে চালাতে কাছে এসে দাঁড়ালো হেনা।

খবরের কাগজের দিকে মুখ রেখেই ঋতেন বাবু বললেন: 'পণ্ডিত আনন্দশঙ্করের চিঠি পেয়েই না পল্লবকে হঠাৎ বেনারস চ'লে যেতে হ'লো?'

হেনা বললো: 'হ্যাঁ, সেখান থেকে প্রয়াগ আর সাউথ ইণ্ডিয়াতেও যেতে হ'য়েছিল। তা—হঠাৎ এমন আনন্দশঙ্করের কথা মনে এলো যে বাবা?'

এবারে কিছু একটাও না ব'লে নীরবে কাগজখানিকে হেনার হাতে তুলে দিলেন ঋতেন বাবু।

কাগজের দিকে চোখ প'ড়তেই সহসা আঁৎকে উঠলো হেনা। চারপাশে বর্ডার দিয়ে অনেক বড় হেডিংয়ে লেখা র'য়েছে: 'পরলোকে পণ্ডিত আনন্দশঙ্কর। ভারতীয় সঙ্গীতের এক মহত্তম অধ্যায়ের অবসান।'—বুকের ভিতরটা দুর-দুর ক'রে উঠলো হেনার। এক নিঃশ্বাসে সে পুরো সংবাদটার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। আনন্দশঙ্করের সংক্ষিপ্ত জীবনীর শেষের দিকে উল্লেখ র'য়েছে: 'যদিও তিনি কিছুকাল যাবৎ প্রেসারে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর কয়েকদিন

পূর্ব হইতে অনেকটা সুস্থতার পথেই যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সারা ভারতে তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য ছড়াইয়া রহিয়াছে। শেষ মুহূর্তে পল্লবকুমার, বেনোয়ারীলাল প্রমুখ কয়েকজন কৃতি ছাত্র তাঁহার পার্শ্বে ছিল। আনন্দশঙ্করের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিরাট এক অধ্যায়ের অবসান ঘটিল।'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হেনা বললো ঃ 'পল্লবদার চিঠিতেও আনন্দশঙ্করের ক্রমিক সুস্থতার কথা জেনেছিলাম। হয়তো গুরুদেবের সঙ্গে শেষ দর্শন ঘটবার এম্‌নি একটা যোগ ছিল পল্লবদার, তাই গুরুদেব এম্‌নি ক'রে নিজে থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আমার চিঠিটা হয়তো পল্লবদার হাতে গিয়ে পৌঁছায়নি, পৌঁছালে জবাব পেতাম।'

ঋতেনবাবু বললেন ঃ 'আনন্দশঙ্করের মৃত্যুতে পল্লব খুব সক্‌ড হ'লো সন্দেহ নেই।'

হেনা বললো ঃ 'যাও বা ওঁর তাড়াতাড়ি চ'লে আসার সম্ভাবনা ছিল, এবারে হয়তো সে সম্ভাবনা আর রইল না।'

—'কেন ?'

—'ওঁদের মিউজিক ব্যুরোর কাজ এতদিন আনন্দশঙ্কর চালাতেন, পল্লবদাকে গিয়ে যখন দেখাশোনা ক'রতে হ'লো, তখন মনে হ'চ্ছে— তাঁর গুরুদেবের মৃত্যুতে তাঁর দায়িত্ব আরও বাড়লো। অথচ এখানকার স্কুলটা আন্‌কেয়ার্ড প'ড়ে রইল।' ব'লে পুনরায় মাথায় চিরুণী চালাতে সুরু ক'রলো হেনা।

ইতিমধ্যে নিচের গেটে মোটরের হর্ণ বেজে উঠতে শোনা গেল।

ব্যস্তকণ্ঠে ঋতেন বাবু বললেন ঃ 'বোধ করি বীরেন এসে গেল! তোর যে তৈরী হ'য়ে নিতে এখনও অনেক সময় বাকী!'

হেনা বললো ঃ 'কিচ্ছু বাকী নেই বাবা, শুধু শাড়িটা পাল্টে নিলেই হ'য়ে যায়। কিন্তু—'

—'আবার কিন্তু কি মা ?'

—'আনন্দশঙ্করের মৃত্যু-সংবাদটা পড়বার পর এখন আর কেন যেন যেতে মন স'র্‌চে না।' ব'লে বাবার মুখের দিকে চোখ দু'টোকে একবার স্থির দৃষ্টিতে তুলে ধ'রলো হেনা।

ঋতেনবাবু বললেন: 'ওদের যখন কথা দেওয়া হ'য়েছে, তখন না যাওয়াটা অন্যায় হবে। তা ছাড়া সাহেব মেমের ব্যাপার—'

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে বীরেন এসে উপস্থিত হ'লো।

ঋতেনবাবু বললেন: 'গুড মর্নিং বীরেন, তুমি তা হ'লে রীতিমত রেডি হ'য়েই এসেছ ?'

উত্তরে 'গুড মর্নিং স্যার' ব্যবহার ক'রে বীরেন বললো: 'কপিলের ড্রাইভারই বরং আমায় রেডি করিয়ে এনেছে। তা—তুমি বুঝি এখনও তৈরী হ'য়ে নিতে পারো নি হেনা ?'

'হেনা' ব'লে এই প্রথম সম্বোধন ক'রলো বীরেন। সেটুকু স্পষ্ট কানে বাজলো হেনার। কিন্তু তা নিয়ে ঋতেনবাবুর সামনে তার চোখ বা মুখের কোনোরকম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল না। বললো: 'আন্দাজে তৈরী হ'য়ে ব'সে থাকি কি ক'রে ? তুমি আসবে, তবে তো তৈরী হবো ! তুমি চা খাও, ততক্ষণে আমার হ'য়ে যাবে।' ব'লে ভিতরে কোথায় একদিকে চ'লে গেল হেনা।

যখন সে তৈরী হ'য়ে ফিরে এলো, বীরেনের হাতে চায়ের কাপটা সেই মুহূর্তেই শেষ হ'য়েছে।

সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে পুরোনো কথার উল্লেখ ক'রে করবী দেবী বললেন: 'দেখো বাবা বীরেন, নদী ষ্টীমারের ব্যাপার, তোমরা যেন খুব সাবধানে থেকো, পারো তো সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসো।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বীরেন বললো: 'কিচ্ছু ভয় নেই; আজ তো রাত্রে আমি আপনার হাতে খেয়ে তবে বাড়ি ফিরচি, প্রায় কলেজ থেকে ফেরার মতো সন্ধ্যার আগে আগেই আমরা এসে পোঁছে যাবো।'

ব'লে আর একটু কালও অপেক্ষা না ক'রে নিচে এসে হেনাকে নিয়ে মোটরে চেপে ব'সলো বীরেন।···

বাবুঘাটে এসে গাড়ি থামলে কপিল এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে তাদের তু'জনকে নামিয়ে নিল, তারপর হেনার উদ্দেশে বললোঃ 'আপনার সম্পর্কে ভাবছিলাম শেষ পর্যন্ত আসবেন কিনা! কী যে খুসী হ'লাম, বলতে পারি না।'

বীরেন বললোঃ 'আমাকে তোমার থ্যাংক্স দেওয়া উচিৎ।'

হেসে কপিল বললোঃ 'ওটা এত মামুলি যে, আজকাল আর মুখে আসতে চায় না।'

হেনা বললোঃ 'আমরা বোধ করি অনেক আগে এসে প'ড়েছি, তাই না?'

কপিল বললোঃ 'না না, তা কেন! আপনাদের জন্যেই বরং আমি এতক্ষণ অপেক্ষা ক'রছিলাম। যান না, এগিয়ে গিয়ে দেখুন না ওদিকে কি অবস্থা!'

ওদিকে অর্থে ষ্টীমারে। পাশেই ষ্টীমার ভিড়ানো ছিল। হেনা তাকিয়ে দেখলো—নানা লোকে ইতিমধ্যেই ষ্টীমারটা ভ'রে উঠেছে।

ভিতরে এসে সকলের সঙ্গে কপিল একে একে পরিচয় করিয়ে দিল হেনা ও বীরেনকে।

হেনা জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'কই, যাঁকে কেন্দ্র ক'রে আপনার এত কাণ্ড, তাঁকে তো চোখে প'ড়লো না!'

কপিল বললোঃ 'মিষ্টার ও মিসেস নাইট উপরের কেবিনে বিশ্রাম ক'রছেন, ষ্টীমার ছাড়লেই ওঁদের নিচে নামিয়ে আনবো।'

বীরেন জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'উপরে গিয়ে আলাপ ক'রে আসতে বাধা নেই তো?'

—'না, না, বাধা আবার কি! তোমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ হবে ব'লেই যে মিষ্টার নাইটের এখানে আসা। চলো, পরিচয় করিয়ে

দিই।' ব'লে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে কপিল মিষ্টার ও মিসেস নাইটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল হেনা ও বীরেনকে, বললো: 'এ পাওয়ারফুল পোয়েট এ্যণ্ড এ নাইটিঙ্গেল।'

তু'জনের সঙ্গে করমর্দন ক'রে মিষ্টার নাইট একবার উচ্চারণ ক'রলেন: 'ইজ ইট?' তারপর কাব্য এবং সঙ্গীত সম্পর্কেই প্রারম্ভিক আলোচনা সুরু ক'রে দিলেন।

বীরেন ইতিপূর্বে কপিলের মুখে শুনেছিল—মিষ্টার নাইট বিলেতে টেক্‌নোলজির অধ্যাপক। কিন্তু আলোচনা ক'রে দেখলো—চসার থেকে সুরু ক'রে আধুনিক কাব্য আন্দোলন পর্যন্ত মিষ্টার নাইটের যা জ্ঞান, তা হয়তো অনেকেরই নেই। এখানকার বহু অধ্যাপকের সঙ্গে নিবিড় যোগ আছে তার, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনোদিন এরকম জ্ঞানের সামান্যতম পরিচয়ও সে পায়নি। বীরেনের মনে হ'লো— ভারত স্বাধীন হ'য়েও এদেশে শিক্ষা এত বেশী পিছিয়ে আছে যে, আগামী পঞ্চাশ বছর চেষ্টা ক'রলেও সে হয়তো আজকের ইংল্যাণ্ডের কাছাকাছি গিয়েও পৌঁছাতে পারবে না। লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে নিল বীরেন।

ততক্ষণে সিটি দিয়ে তট ছেড়ে ষ্টীমার চ'লতে সুরু ক'রেছে।

ব্রেকফাষ্টের কথা জানিয়ে এবারে উপর থেকে সকলকে নিচে আহ্বান জানালো কপিল।

আসতে আসতে একটি শব্দ হেনার কানে বার বার তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠছিল, তা হ'চ্ছে কপিলের মুখে নাইটিঙ্গেল শব্দটি। মানুষকে মর্যাদা দেবার মতো স্বচ্ছ মন আছে কপিলের। এই মুহূর্তে কপিলকে সে যেন মনে মনে অনেকখানি আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারলো! নিচে এসে তার আর বীরেনের চোখে যা প'ড়লো, তাতে তাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। দেখলো—ইতিমধ্যেই অর্কেষ্ট্রার ছোট্ট একটি গ্রুপ যন্ত্রপাতি নিয়ে ব'সে গেছে। অন্যপাশে তানপুরা, সেতার, হারমোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। তু'একখানি কাব্য

এবং একাঙ্ক নাটকের সংকলনও দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। ব্রেকফাষ্ট সুরু হ'লো অর্কেষ্ট্রার মিষ্টি ঐক্যতানে।

খুসী হ'য়ে মিষ্টার নাইট বললেন : 'ইট ইজ ভেরী নাইস বিগিনিং। মনে হ'চ্ছে যেন কোনো রাজপ্রাসাদে এসে আমরা আতিথ্য নিয়েছি। এমন সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার আর কোনোদিন হয়নি।'

বিনীত কণ্ঠে কপিল বললো : 'না, না, সে কি কথা, ইংল্যাণ্ডের কাছে এখনও ভারতবর্ষ কী ? সেখানে কত স্কোপ, কত ফেসিলিটি! যার যার রুচি অনুযায়ী অনেকেই সেখানে অনেক কিছু এ্যাভেইল ক'রতে পারে।'

—'বাট ইণ্ডিয়া ইজ কোআয়েট ডিফারেণ্ট ফ্রম ইংল্যাণ্ড।' স্মিতকণ্ঠে মিসেস নাইট বললেন : 'ভারতের নিজের যেমন স্বতন্ত্র একটি বাণী আছে, তেম্নি পাচ্ছি অর্কেষ্ট্রায় সেই বাণীবিধৃত সুর। এখানে না এলে আমরা সত্যিই যে কি হারাতাম, তা ভাবতে পারছি না।'

কথাগুলো কপিলকে আপ্যায়িত ক'রবার জন্যে বলা নয়, তবু খুসী হ'লো কপিল। বললো : 'আমার বিলেতের নিঃসঙ্গ দিনগুলি আপনার স্বামীর সাহচর্যে কত যে মধুর হ'য়ে উঠেছিল, তা বলবার নয় মিসেস নাইট। উনি শুধু ভালো অধ্যাপকই নন, ভালো একজন বন্ধুও বটেন। লণ্ডনকে ভালো লেগেছিল আপনার স্বামীর জন্যে। তখন যদি আপনার স্বামীর জীবনে আপনি আসতেন, আমি হয়তো তবে আরও বেশী আশ্রয় পেতাম। আজ ভারতবর্ষের উদার আকাশের নিচে আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনাকেও সম্বর্ধিত ক'রতে পেরে আমরা গৌরব বোধ ক'রছি।'

মিসেস নাইট বললেন : 'এবারে আপনাকে আমার লণ্ডনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রছি। ক'দিনের জন্যে কাছে পেলে খুব খুসী হবো।'

কপিল বললো : 'খুব শীগ্গিরই আর একবার যাবার ইচ্ছে রাখি বিলেতে। তখন আপনার নিমন্ত্রণের কথা অবশ্যই মনে রাখবো।'

মিষ্টার নাইট এতক্ষণ গঙ্গার জলের দিকে দৃষ্টি রেখে কি যেন ভাবছিলেন, এবারে বললেন : 'আমি ভাবচি, এই গাঙ্গেয় ধারাকে যদি আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ির চারদিকে রচনা ক'রতে পারতাম, তবে কী মধুরই না হ'তো! আমি শুনেছি, এই গঙ্গাই হ'চ্ছে বাংলার সংস্কৃতি সভ্যতার প্রধান উৎস।'

কপিল বললো : 'আপনি ঠিকই শুনেছেন মিষ্টার নাইট, গঙ্গাই হ'চ্ছে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আমার বন্ধু বীরেন ব্যানার্জি আর হেনা চাটার্জির কাছে সে-ইতিহাস শুনতে পাবেন, আজকের বাঙালী-কালচার বিশেষ ক'রে ওদের মধ্যেই উৎসারিত। তবে তার আগে আমি অনুরোধ ক'রবো বীরেন আর মিস চাটার্জি রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু আবৃত্তি ক'রে শোনাবেন।'

এজন্য হেনা আদৌ প্রস্তুত ছিল না, অথচ প্রস্তাবটাকে যে নাকচ ক'রে দেবে, তাও পারলো না। এখানে আসার আগে বীরেন ব'লেছিল 'সঞ্চয়িতা'খানিকে সঙ্গে নিয়ে আসতে, কিন্তু হেনার আর ব'য়ে নিয়ে আসতে হয়নি, বীরেনই উদ্যোগ ক'রে সঙ্গে এনেছিল।

হেনার ইতস্ততঃ ভাবটা লক্ষ্য ক'রে বীরেন বললো : 'আপত্তির চেষ্টা ক'রে লাভ নেই, তার চাইতে এস—তু'জনে মিলে প'ড়ে শোনাই।' ব'লে হেনার চোখের সামনে সঞ্চয়িতা থেকে 'কচ ও দেবযানী' কাব্যটি মেলে ধ'রলো, তারপর কাব্য-নাটিকাটি সম্পর্কে সামান্য একটি সিনোনিম মিষ্টার ও মিসেস নাইটের উদ্দেশে নিবেদন ক'রে নিজেই নাটকীয় সুরে কচের ভূমিকাটি বলতে সুরু ক'রলো।

এবারে হেনার আর সাধ্য রইল না যে চুপ ক'রে থাকে। বীরেনকে অনুসরণ ক'রে তাকেও এবারে দেবযানীর ভূমিকাটি আবৃত্তি ক'রতে হ'লো।

খুসী প্রকাশ ক'রে মিসেস নাইট বললেন : 'টেগোর ওয়াজ গ্রেট এ্যাণ্ড ইউ আর সুইট। কিন্তু আপনাদের তু'জনের জীবন কচ ও

দেবযানীর মতো না হ'য়ে যেন সত্যিকারের মিলনে মধুর হয়। লণ্ডনে ব'সে আমরা জানতে পেলে খুসী হবো।'

শুনে বীরেন না হ'লেও হেনা এবারে লজ্জায় রীতিমত লাল হ'য়ে উঠলো। কি কথা দিয়ে যে এ-প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবে, সহসা ঠিক ভেবে উঠতে পারলো না সে।

কপিল যেন কথাটার উপরে খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি অথবা শুনেও শোনে নি, এম্‌নি স্থরে বললো: 'এবারে তা হ'লে কিছুক্ষণ সোলো গান হোক। রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক, বাউল ও কীর্তনে এবারে অংশ নেবে যথাক্রমে দীপক চাটার্জি, মঞ্জু ঘটক, রাহুল বৈরাগী ও ছায়া মুখার্জি।'

আর্টিষ্টরা যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রস্তুতই ছিল; এবারে একে একে তারা যথোপযোগি সঙ্গতের সঙ্গে যে যার নিজের মতো গান ধ'রলো।

বাংলার খাঁটি স্থরের স্পর্শে অভিভূত হ'য়ে গেলেন মিষ্টার ও মিসেস নাইট।

কপিল বললো: 'নাউ লেট আস ব্রেক ফর সাপার। তারপর এক ঘণ্টা রেষ্ট নিয়ে আবার স্থরু করা যাবে।'

তাই হ'লো।

এমনি ক'রে সারাদিন নাচ, গান, আবৃত্তি, সাহিত্যালোচনা এবং চা, কফি ও নানাবিধ আহারে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, টের পাওয়া গেল না। সবশেষে সকলের অনুরোধে মিসেস নাইটকে ইউরোপের বিভিন্ন কাব্য নিয়ে আবৃত্তি সহযোগে কিছু আলোচনা ক'রে শোনাতে হ'লো। তা থেকে সবাই যেন কেমন একটা অদ্ভুত প্রেরণা লাভ ক'রে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মুখর হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু এ সময়ে কপিল তার নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি ক'রে কেমন যেন খানিকটা উদাসীন হ'য়ে প'ড়েছিল। হেনাকে প্রথম দিন লক্ষ্য ক'রে যে বিস্ময় তাঁর জেগেছিল, আজ

সারাদিনের এই অন্তরঙ্গ পরিবেশে সে-বিস্ময় অনেকখানি বাড়লো ভিন্ন কমলো না। আপন মনেই দু' ঠোঁটে একবার সে উচ্চারণ ক'রলো: 'নট ভেরী কমন্ এ্যামং কমন্স।' মিসেস নাইট বীরেনকে নিয়ে তার সম্পর্কে সকালের দিকে যে ইঙ্গিত ক'রলেন, তা হয়তো বীরেন সম্ভব ক'রে তুলতে ত্রুটি রাখবে না। কিন্তু বন্ধুত্বের যোগ্যতা হিসেবে কপিল এমন কি খারাপ পুরুষ, যার পক্ষে কোনো রকম কিছু দাবী করাই সাজে না! সংসারে যে পুরুষ যথেষ্ঠ জোরের সঙ্গে নিজেকে অনুভব না করায়, কোনো নারীই হয়তো স্বেচ্ছায় তাকে অনুভব করে না! কিন্তু সেই অনুভবের জগতে এগিয়ে যাবার পথ কোথায়?

হঠাৎ অর্কেষ্ট্রায় দীর্ঘ বিলম্বিত সমাপ্তি-সঙ্গীত বেজে উঠতেই কপিলের চিন্তায় বাধা প'ড়লো। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো—ছ'টা দশ। আকাশে তখন ঈষৎ চাঁদের রেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

স্টীমার এবারে অকূল ছেড়ে কূলের দিকে যাত্রা ক'রলো।

॥ ষোল ॥

সেদিনের স্মৃতি নিয়ে দিন তিন চার কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে কেটে গেল, টের পেলো না হেনা। স্টীমারে গঙ্গা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জীবনে তার এই প্রথম। এ জন্যে বীরেনকে সে মনে মনে কম কৃতজ্ঞতা জানায় নি। সেই সঙ্গে মনে হ'য়েছে—কপিলকে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে চা খাইয়ে দেওয়া উচিত। নইলে নিজেকে তার কাছে কেমন যেন ছোট ব'লে মনে হয়। কিন্তু মনে মনে তেমন একটা সুযোগ কিছুতেই সে আবিষ্কার ক'রে উঠতে পারছিল না।

সকালে চায়ের টেবলে ব'সে সেদিন করবী দেবী বললেন: 'তা বেশ তো, তোর জন্মদিনে তো বন্ধুদের তুই বল্‌ছিসই, সেই সঙ্গে কপিলকেও বরং নেমন্তন্ন ক'রে পাঠাস। দেখতে শোভন হবে।'

মাঝে মাঝে মায়ের ব্যবস্থায় খুসীর শেষ থাকে না হেনার। আজও তেম্‌নি একটা খুসীতে সমস্তটা মন তার ভ'রে উঠলো।

থেমে করবী দেবী বললেন: 'সামনের শনি রবি পেরিয়ে সোমবার ১৮ই। হাতে আর সময় কোথায় বল্? গতবারের লিষ্টের সঙ্গে কিছু নতুন নাম যোগ ক'রে তোর বাবা নেমন্তন্নের একটা ফর্দ তৈরী ক'রে রেখেছেন; তোর দিক থেকে যদি আরও দু'একটা নাম যোগ ক'রতে হয় তো যা দেখেশুনে এই বেলা ক'রে দে।'

হেনা বললো: 'আমি আবার কি নাম যোগ ক'রবো! এখন বড় হ'য়েছি, এখন আমার জন্মদিন নিয়ে তোমরা এত হৈ-চৈ ক'রলে আমি বড় লজ্জা পাই।'

চায়ের টেবলে ঋতেনবাবু উপস্থিত ছিলেন না, তাই কথাটা তাঁর কানে গেল না।

করবী দেবী হাঁক দিয়ে বললেন: 'শোনো, তোমার মেয়ে কি ব'লছে, একবার শোনো এসে।'

হেনা বললো: 'মিথ্যে তো বলিনি মা! জন্মদিন নিয়ে উৎসব করা বাচ্চাদের জন্যেই সাজে, আর সাজে যাঁরা মনীষী—তাঁদের জন্যে। আমাদের মতো যারা অতি সাধারণ, তাদের জন্মদিনের একটা তারিখ থাকে বটে, কিন্তু তা এত ব্যর্থ এবং অর্থহীন যে, তার উপর দিয়ে কোনো উৎসবের রং বুলোতে গেলে বড় বিষদৃশ ব'লে মনে হয়।'

ইতিমধ্যে ঋতেনবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন: 'কি বিষদৃশ ব'লে মনে হয় মা?'

মেয়ের মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে করবী দেবী বললেন: 'মেয়ে তো তোমার এখন আর ছোট নয়, এখন ঘটা ক'রে ওর জন্মদিনের উৎসব ক'রলে ও লজ্জা পায়।'

মেয়ের পাশ ঘেঁষে ব'সে প'ড়ে মুখে হাসি টেনে ঋতেনবাবু বললেন: 'এই কথা! তা—লজ্জা হবে বৈ কি, এরপর যখন আমরা ওর বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজবো, তখন আরও লজ্জা পাবে। কিন্তু কথা কি মা জানো, আমাদের সকল আনন্দ তুমি। তোমার জন্মদিনে ঘটা ক'রে আমরা আমাদের সেই আনন্দকে প্রতিবছরের আশীর্বাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিরবচ্ছিন্নতার সূত্রে গেঁথে রাখতে চাই। বছরের এই একটা দিন অন্ততঃ ঘরে আমাদের পাঁচ জনের পায়ের ধূলো পড়ে, এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য!'

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নামের একটা সাধারণ খসড়া ঋতেনবাবু হাতে ক'রেই এনেছিলেন। এবারে সেটা মেয়ের হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: 'লিষ্ট থেকে কারুর নাম বাদ গেল কিনা, দেখ তো মা!'

হেনা এবারে কিছু-একটাও না ব'লে লিষ্টটাকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে নীরবে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলো।

করবী দেবী বললেনঃ 'যার নেমন্তন্নে ও আর বীরেন ষ্টীমার পার্টিতে গিয়েছিল, তাকে ওর ইচ্ছে একদিন চায়ে ডাকে। আমি বললাম—সোমবার জন্মদিন উপলক্ষে ডাকাটাই তো ভালো।'

ঋতেনবাবু বললেনঃ 'হ্যাঁ, তা ভালোই তো।'

সেদিকে কান না দিয়ে হেনা এবারে মুখ তুলে বললোঃ 'একটা নাম তুমি বোধ করি ভুল ক'রে লেখ নি বাবা, সে নামটা পল্লবকুমার।'

—'তাকে এ সময়ে কাছে পাবার আশা নেই ব'লেই লিখিনি।' ঋতেনবাবু বললেনঃ 'অথচ গত কয়েক বছর পল্লব উপস্থিত থেকে আমাদের যথেষ্ঠ উৎসাহ বর্ধন ক'রেছিল।'

হেনা বললোঃ 'এবারে কাছে নেই ব'লেই তাকে চিঠি পাঠানো হবে না, এও কি একটা কথা!'

করবী দেবী বললেনঃ 'তা বেশ তো, চিঠি পাঠিয়ে যদি পল্লবকে কনটাক্ট ক'রতে পারিস তো দেখ না!'

হেনা বললোঃ 'আরও দু' একটা নাম যা মনে আস্‌চে, তারা হ'চ্ছে পল্লবদার এখানকার স্কুলের দু' তিনটি মেয়ে। তাদের না ব'লতে পারলে খুব বিশ্রী লাগবে।'

ঋতেনবাবু বললেনঃ 'তা বেশ তো, এর মধ্যে না বলতে পারার কি হ'য়েছে! লিষ্টে এ্যাড ক'রে নাও নামগুলো।'

হেনা তাই ক'রলো, তারপর একসময় চেয়ার ছেড়ে কোথায় একদিকে উঠে গেল।···

সোমবার সকালের রোদ জানালা দিয়ে এসে ঘরের মেঝেয় ঠিক্‌রে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল তার। মনে হ'লো—আজকের রোদ যেন কী এক অজানা বার্তা ব'য়ে নিয়ে এসেছে। অন্যান্য দিন সকালটাকে ঠিক যেন আজকের মতো লাগে না! কেমন যেন একটা অদ্ভুত নতুন স্বাদ চারদিকে, কেমন যেন ভালো লাগে শুধু তাকিয়ে থাকতে! মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে শিশু যেমন পৃথিবীর আলোয় প্রথম চোখ

মেলে হঠাৎ অবাক হ'য়ে যায়, রাত্রির অবসানে ভোরের আলোয় আজ ঠিক তেম্‌নি অবাক হ'য়ে যাচ্ছে হেনা। আজ অবধি একটি একটি ক'রে কত জন্মদিনই তো সে পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু আজকের মতো অন্যান্য কোনোদিনটিই যেন ছিল না। কী এক অপূর্ব হিরন্ময় আভায় সারা আকাশ আজ উজ্জ্বল। ভালো লাগে দু'চোখ ভ'রে আকাশের প্রসাদ পেতে।

শুয়ে শুয়েই অনেকক্ষণ ধ'রে হেনা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে এসে চোখ মুখ ধুয়ে মা ও বাবাকে গিয়ে প্রণাম ক'রলো। মেয়ের চিবুকে হাত স্পর্শ ক'রে করবী দেবী একবার চুম্বন ক'রলেন। ঋতেনবাবু বললেনঃ 'এই প্রভাত তোমার জীবনে চির ভাস্বর হ'য়ে থাকুক মা। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারিনী করুন।'

বাবার এই আশীর্বাদ যে প্রতিদিনেরই আশীর্বাদ, তবু এই আশীর্বাদকেও আজ হেনার কাছে নতুন ব'লে মনে হ'লো।

একসময় মুখে হাসি নিয়ে যধিষ্ঠির এসে কাছে দাঁড়ালো, বললোঃ 'তোমার জন্মদিনে আমার হাতে তুমি মাংসের ঘুগ্‌নি খেতে চেয়েছিলে দিদিমণি, তাই বাজারে বেরুচ্ছি। দোকানে ভিড় হবার আগে দেখে শুনে মাংসটা নিয়ে আসি। ওবেলা লোকের ভিড়ে তোমার তো এক তিলও ফুরসৎ হবে না, এবেলাই তাই ভালোয় ভালোয় তোমাকে যদি ঘুগ্‌নিটা খাইয়ে দিতে পারি, দেখি।' তারপর একটুকাল থেমে বললোঃ 'তোমার জন্মদিনে তুমি আমাকে কি দেবে দিদিমণি?'

এবারে ভাবতে হ'লো হেনাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। নিজের স্যুটকেশ খুলে দশ টাকার একটা নোট বার ক'রে এনে যুধিষ্ঠিরের হাতে গুঁজে দিয়ে বললোঃ 'এই দিয়ে নতুন একখানি ধুতি আর ভালো একটা গেঞ্জি কিনে এনে প'রে আমাকে দেখাবে। কেমন, খুসী তো?'

কিন্তু এতটা আশা করেনি যুধিষ্ঠির, বললো : 'এ টাকা কেন আমাকে দিলে দিদিমণি? তার চাইতে নিজের হাতে ছ'টো মিষ্টি তুলে দিয়ে যদি ব'লতে—খাও, তবে অনেক বেশী খুসী হতাম।'

মুখ টিপে হেসে হেনা বললো : 'আজ তো তোমাদের সকলের হাতে মিষ্টি খাবার পালা আমার। যাও, বাজারে যখন বেরুচ্ছো, দেখে শুনে ভালো দোকান থেকে তোমার গেঞ্জি আর ধুতি কিনে নিয়ে এসো।'

এবারে আর যুধিষ্ঠিরের মুখে কিছু-একটাও কথা জোগালো না। টাকাটা হাতের মুঠোয় যেমন গোঁজা ছিল, তেমনি অবস্থাতেই সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল।

ছপুর না পড়তেই ঘর-দোরের চেহারা মোটামুটি পাল্টে ফেলা হ'য়েছিল। এ কাজেও ঋতেনবাবু ও করবী দেবীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অংশটাই প্রধান। ঋতেনবাবুও আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশী সুস্থ। তাঁর ছোট্ট পরিবারে মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে শুধু বছরের একটা দিন কিছু উৎসবের আতিশয্য ঘটিয়ে খানিকক্ষণ মুখর পরিবেশে প্রাণ পেয়ে বাঁচেন তিনি। নইলে প্রতিদিনের যে এক-ঘেয়ে জীবনযাত্রা, তার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে নিজেকে যে কোথায় হারিয়ে ফেলেন ঋতেনবাবু, তা তিনি নিজেই জানেন না।

সাধারণতঃ এ-সময়ে অন্যদিন এ-বাড়ির দরজায় কোনো ডাক পিয়নের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু আজ পিয়ন এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিল : 'রেজিষ্ট্রী পার্সেল আছে।' সই ক'রে রেজিষ্ট্রী রাখতে হ'বে ব'লে হেনা নিজেই এবারে সিঁড়ি ভেঙে তর্‌তর্ ক'রে নিচে নেমে গেল। কোত্থেকে পার্সেল আসতে পারে, কি আছে পার্সেলে—এরকম ছ' একটা প্রশ্ন যে তার মনের মধ্যে না জাগছিল, এমন নয়। কিন্তু পার্সেল হাতে পেয়ে সারা মন তার খুসীতে নেচে উঠলো। পিয়নকে বিদায় ক'রে দিয়ে পুনরায় সে দ্রুত পায়ে উপরে

উঠে এসে মায়ের হাতে তুলে দিল পার্সেল-প্যাকেটটাকে। প্যাকেটের উপরেই প্রেরকের নাম লেখা ছিল। করবী দেবী বললেনঃ 'পল্লব তা হ'লে নিজে আসতে না পেরে ডাকে তোকে প্রেজেণ্টেশন পাঠিয়েছে!' ব'লে প্যাকেটটাকে খুলতেই বেরিয়ে প'ড়লো একখানি বেনারসী সিল্ক। সেই সঙ্গে একটা কার্ডে লেখা র'য়েছে—

—"হেনা, তোমার জন্মদিন পুষ্পময় হোক। এমনি ক'রে প্রতি বছর এই দিনটি তোমার জীবনে আবির্ভূত হোক্ মধুর চেয়েও মধুর হ'য়ে। যাওয়া সম্ভব হ'লো না। তাই দূর থেকেই সাড়া দিলাম। শাড়িটা বোধ করি তোমার পছন্দ হবে। শাড়িটার গৌরব বৃদ্ধি পাবে—যদি তুমি খুসী হ'য়ে জন্মদিনে পরো। শুভেচ্ছা নাও।

ইতি—পল্লবকুমার।"

এক অপরিসীম খুসীতে সমস্তটা মন ভ'রে উঠলো হেনার।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে ব'সতে ব'সতে ঋতেনবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেনঃ 'ডাকে কি কিছু এলো?'

উত্তরে হেনা কিছু একটা ব'লবার আগেই করবী দেবী এগিয়ে এসে স্বামীর হাতে শাড়িটাকে তুলে দিয়ে বললেনঃ 'বেনারস থেকে পল্লব হেনাকে উপহার পাঠিয়েছে। ভারী সুন্দর ডিজাইন, তাই না?'

শাড়িটাকে উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে ঋতেনবাবু বললেনঃ 'আমাদের বিয়ের বছর তোমাকে আমি যে বেনারসীখানি কিনে দিয়েছিলাম, অনেকটা সেই রকমের। ডিজাইনটা আরও আপটুডেট সন্দেহ নেই। পল্লবের রুচি আছে বলতে হবে।'

—'তা আছে।' থেমে করবী দেবী বললেনঃ 'কিন্তু কবে কোন্ সালের কোন্ তারিখে আমাকে তুমি কি দিয়েছিলে, তা তো দেখছি দিব্বি তুমি মুখস্ত ক'রে রেখেছ!'

—'না, না, মুখস্ত ক'রে রাখবো কেন! শাড়িটা হাতে নিতেই আমাদের প্রথম জীবনের কথাটা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, এই যা—।'

থেমে মেয়ের উদ্দেশে ঋতেনবাবু বললেনঃ 'তা—পল্লবকে একটা থ্যাংক্স দিয়ে চিঠি দিতে যেন ভুলে যাস নে মা। আর সেই সঙ্গে আমার হ'য়ে ওকে এবারে একটু তাড়াতাড়ি আসতে লিখে দিস। হি ইজ রিয়্যালি ভেরী সিন্‌সিয়ার।'

উত্তরে হেনা শুধু ঘাড় কাৎ ক'রে জানালো যে লিখে দেবে, তারপর নীরবে নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

করবী দেবীও আর মিছেমিছি অপেক্ষা ক'রলেন না। তাঁর কি আজ একটা কাজ? সেই কাজের মধ্যে গিয়েই একসময় তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

দক্ষিণ ক'লকাতায় বিকেলের ছায়া নেমে আসতেই যুধিষ্ঠির আর একবার এদিককার দু'টো ঘর ভালো ক'রে দেখে গেল—পাছে অলক্ষ্যে কোথাও ত্রুটি থেকে যায়! দেখলো—মোটামুটি ঠিকই আছে। ফুলদানি, সোফা, কাউচ, কার্পেট, টিপয়, কোনোদিকে কোনোটা বেমানান নেই। সারা বাড়িতে যত আলো আছে, এবারে সে জ্বেলে দিল।

তারপর গোধূলির গা ছুঁয়ে সন্ধ্যা যখন আসি-আসি, তখন থেকে পর্যায়ক্রমে নিমন্ত্রিতদের পায়ের স্পর্শ প'ড়লো এ বাড়িতে। সপরিবারে রিটায়ার্ড সাবজজ কে. কে. সিন্‌হা এসে নামলেন ট্যাক্সি থেকে, ব্যারিষ্টার বি. সি. চাক্‌লাদার এলেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে, মিসেস বসুমল্লিক একাই এলেন উইভিং সেণ্টার থেকে, পল্লবের স্কুল থেকে এলো তিনটি মেয়ে। হেনার রিচি রোডের পুরণো দু'জন বান্ধবী এলো মণিকা আর বাঁশরী, এখানকার পাশাপাশি দু'টো বাড়ি থেকে মেয়েরা এলো সেণ্টের গন্ধে বাতাসকে ভারী ক'রে, তারপর এলো বীরেন আর কপিল। তাদের প্রায় সকলের হাতেই দামী প্রেজেণ্টেশন।

করবী দেবী উদ্যোগী হ'য়ে এবারে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আলাপ করিয়ে দিলেন। চারজন সেরা আর্টিষ্টের গানের চারখানি

গ্রামোফোন রেকর্ড সঙ্গে এনেছিল বীরেন, হেনার হাতে তুলে দিয়ে বললো : 'একদিন তুমি যেন এম্‌নি ক'রে তোমার নিজের গানের রেকর্ড এনে আমাকে দিতে পারো। তার প্রতীক হিসেবে আজকের এই শুভ দিনে তোমাকে আনন্দ দিক এই রেকর্ড ক'খানি।'

হেনা বললো : 'আমি গাইবো গ্রামোফোন রেকর্ডে, তবেই হ'য়েছে! তার চাইতে যাও, পাশের ঘরে মেসিন আছে, তুমি নিজের হাতে গিয়ে রেকর্ডগুলো বাজিয়ে আমাদের সকলকে আনন্দ দাও।'

বীরেন এবারে তাই ক'রলো।

স্কাই-ব্লু শাড়ী প'রে চন্দনের টিপ আঁকা ললাটে হেনাকে আজ অসামান্য লাগছিল।

কপিল বললো : 'মিস চাটার্জি, প্লিজ, একটু দাঁড়ান, আমি একটা সট নিয়েই আপনাকে ছেড়ে দেবো।' ব'লে সযত্নে হাতে ক'রে আনা চামড়ার কেসে মোড়া ক্যামেরাটাকে খুলে ধ'রলো সে হেনার মুখের সামনে।

মুখে ঈষৎ হাসি টেনে একটুকাল স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো হেনা।

—'থ্যাঙ্ক্‌ ইউ।' ব'লে ক্যামেরাটাকে নামিয়ে নিয়ে কপিল বললো : 'ভাবছিলাম—জন্মদিনে এমন কি আপনাকে দেওয়া যায়, যা অন্ততঃ আপনার ভালো লাগতে পারে। এটা ওটা দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলাম এই ক্যামেরাটা। মনে ক'রলাম—এর প্রথম ছবিটা আপনারই থাকা উচিৎ—'

হেসে হেনা বললো : 'এইজন্যে সট নিলেন?'

উত্তরে কপিল এবারে কিছু-একটাও আর না ব'লে ক্যামেরাটা হেনার হাতে তুলে দিল।

হেনা বললো : 'কিন্তু মিছেমিছি আপনি এত খরচ ক'রতে গেলেন কেন কপিল বাবু?'

কপিল বললো : 'খরচ ক'রতে ভালো লাগে ব'লে।'

উত্তরে কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল হেনা, ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে রেকর্ডের গান ভেসে এলো এ-ঘরে। মীরার ভজন। মনে মনে তার মধ্যেই তন্ময় হ'য়ে গেল হেনা।

কিন্তু কপিল সম্পর্কে উপস্থিত সকলের কৌতূহলটা ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠছিল।

করবী দেবী বললেন,ঃ 'আমাদের বাড়িতে কপিল এই প্রথম এলো, বিলেত ফেরৎ ছেলে, নিজেও বড় ব্যবসায়ী। সেদিন বিলেতের এক সাহেব প্রফেসারকে এখানে ষ্টীমার-পার্টি দিয়ে খুব হৈ-চৈ ক'রলো। গাড়ি পাঠিয়ে হেনাকে নিয়ে গিয়েছিল কপিল। পার্টিতে বীরেন আর হেনা 'কচ ও দেবযানী' রিসাইট ক'রে শোনালো।'

ঈষৎ মাথা নিচু ক'রে কপিল বললোঃ 'সত্যি, কি অপূর্ব রিসাইটেশন যে হ'য়েছিল! মিষ্টার ও মিসেস নাইট দু'জনেই খুব তারিফ ক'রছিলেন।'

মিসেস বসুমল্লিক জিজ্ঞেস ক'রলেনঃ 'ওঁরা বুঝি বাংলা জানেন?'

কপিল বললোঃ 'না। তবে বাংলা না জানলেও কথার ধ্বনি ও প্রকাশব্যঞ্জনা তাঁরা বিশেষভাবেই উপভোগ ক'রেছেন। তা ছাড়া কাব্যের মূল ভাবার্থের সঙ্গে গোড়াতেই তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল।'

প্রসঙ্গটাকে এড়াবার জন্যে হেনা বললোঃ 'চলুন, ও-ঘরে বাবা আছেন, কথা ব'লবেন।'

—'চলুন।' ব'লে উঠে প'ড়লো কপিল।

যখন ফিরে এলো, প্রতি সিটে তখন খাবারের ডিস রেডি।

মিসেস কে. কে. সিন্‌হা বললেনঃ 'তুমি এতো ভালো গান করো হেনা, তা—তোমার জন্মদিনে আমাদের একখানা গান শোনাবে না?'

করবী দেবী বললেনঃ 'কেন শোনাবে না? আপনারা বরং খাবারটা এবারে শেষ করুন, হেনা ততক্ষণে গেয়ে শোনাবে।' ব'লে মেয়েকে একবার ইঙ্গিত ক'রলেন তিনি।

হেনা এবারে কিছু-একটাও আর না ব'লে নীরবে গিয়ে অর্গানের ডালা খুলে ব'সলো, তারপর গাইতে সুরু ক'রলো—

'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছো মোরে।...'

রবীন্দ্রসঙ্গীত। গান শেষ হ'লে মিসেস কে. কে. সিন্‌হা বললেন ঃ 'গানখানি অনেককাল শুনিনি। ভারী মিষ্টি গাইলে তুমি, কী সুন্দর গলা !'

কপিল বললো ঃ 'কি সৌভাগ্য যে আজ আপনার গান শুনবার সুযোগ পেলাম মিস চাটার্জি। আপনি এত ভালো গান, অথচ রেকর্ড করেন না কেন ?'

মুখ টিপে হেসে হেনা বললো ঃ 'করি না ব'লেই তো শুনলেন বীরেন আমাকে রেকর্ড প্রেজেণ্ট ক'রে কি ব'ললো ?'

করবী দেবী বললেন ঃ 'হেনা এতকাল যে-মাষ্টারের কাছে গান শিখেছে, সে চায়নি যে—গানের পুরো কোর্স শেষ হবার আগে ও কোথাও রেকর্ড করে। তা ছাড়া এম-এ'র কোর্স নিয়েও কি পরিশ্রমের ওর শেষ আছে ! আগে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোক, তারপর দেখা যাবে।'

মিসেস বসুমল্লিক বললেন ঃ 'তাই তো ভালো ; আগে পাশ, তারপর রেকর্ড।'

ইতিমধ্যে রেকর্ড বাজানো শেষ ক'রে একেবারে ঋতেন বাবুকে সঙ্গে নিয়েই বীরেন এসে পুনরায় এঘরে প্রবেশ ক'রলো। আসতে আসতে এ ঘরের প্রসঙ্গ তার কানে গিয়েছিল, বললো ঃ 'গান রেকর্ডিং না হোক্ অন্ততঃ এম্-এ'র ফাইনালে গিয়ে রেকর্ড-মার্ক পাবার প্রত্যাশা ও রাখে।'

মুখ তুলে হেনা বললো ঃ 'ঠাট্টা হ'চ্ছে, তাই না ?'

—'এর মধ্যে আবার ঠাট্টা এলো কোত্থেকে !' বীরেন বললো 'তোমার যেরকম প্রিপারেশন, তাতেও যদি রেকর্ড-মার্ক না থাকে, আমাদের পক্ষে তবে তো পরীক্ষা দেওয়াই চলে না।'

এবারে ঋতেনবাবু বললেন ঃ 'শুনেছি, তোমার প্রিপারেশনও খারাপ হয়নি বীরেন। তা—তোমরা ভালোভাবে উৎরে গেলেই যে আমাদের আনন্দ!' তারপর উপস্থিত সকলের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পুনরায় বললেন ঃ 'খাবারের ডিসে কারুরই যেন হাতের স্পর্শ পড়েনি ব'লে মনে হ'চ্ছে! তা—তুমিই বা কিরকম বীরেন, এর আগে বন্ধুর ষ্টীমার-পার্টিতে গিয়ে তো খুব হৈ-চৈ ক'রে এলে, এবারে হেনার হ'য়ে তুমিই না-হয় বন্ধুটিকে একটু বেশী পরিবেশন ক'রে খাওয়ালে!'

উত্তরে বীরেন কিছু-একটা বলার আগেই স্মিতমুখে কপিল বললো ঃ 'বহুজনের এই আসরে তাতে একটু বেশী পক্ষপাতিত্ব ঘটবে না কি? তা ছাড়া পরিবেশনের ব্যাপারে বীরেনের হাতও এমন কিছু একটা দরাজ নয় যে, ওর হাতে এতবড় একটা দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে। তার চাইতে ও বরং ওর স্বরচিত দু'একখানি কবিতা পরিবেশন ক'রে আমাদের আনন্দ দিক।'

সঙ্গে সঙ্গে বীরেন ব'লে উঠলো ঃ 'হোয়াট এ ম্যাড ইউ আর!'

কিন্তু তাতে কাজ হ'লো না। বীরেনের পরিচয়ও এখানে কারুর কাছে বড় একটা গোপন ছিল না। ব্যারিষ্টার বি. সি. চাকলাদার নিজে একসময় ভালো আবৃত্তি ক'রতে পারতেন; বিশেষ ক'রে দেশি বিদেশি অনেক কাব্যই তাঁর পড়া। তিনিই উপযাচক হ'য়ে এবারে বললেন ঃ 'হেনা মার গানের পরে আবৃত্তিটাই বরং স্যুদিং হবে, না কি বলেন মিঃ সিন্‌হা?'

কথাটাকে সমর্থন ক'রে রিটায়ার্ড সাবজজ কে. কে. সিন্‌হা একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'ভালই তো, লেট আস এন্‌জয় ইট।'

এবারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিয়ে ঋতেন বাবু বললেন ঃ 'দেন ইউ প্লিজ স্টার্ট বীরেন।'

সবিনয়ে এবারে বীরেন বললো ঃ 'কিন্তু সেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে আমার কবিতার আবৃত্তি কি আপনাদের ভালো লাগবে?'

কথা না বাড়িয়ে ঋতেনবাবু পুনরায় বললেন ঃ 'ইউ বিগীন।'

বীরেনকে বাধ্য হ'য়ে এবারে স্মৃতির স্মরণ নিতে হ'লো, তারপর একসময় অসঙ্কোচে আবৃত্তি সুরু ক'রলো—

আমরা মরিনি আজও ঃ
ক্ষয়ে গেছে রিক্ত ধরা আকণ্ঠ তৃষায়,
প্রেতায়িত শ্মশানের দুরন্ত নিশায়
কত ফুল ঝরে গেছে ;
কত গান জেগে জেগে
শব-দগ্ধ-বিষগন্ধে আজিও মিলায় !
আমরা মরিনি তবু—
মরি নাই কোনো এক দুষ্ট যন্ত্রনায়।
ধমনীর রক্তে কেঁপে কেঁপে
প্রশ্ন এক জেগে থাকে সারা মন ব্যেপে,
কিম্বা প্রশ্ন নয় তবু—শুধু সংশয় ঃ
ভরা-চোখে রুদ্ধশ্বাসে নিত্য যারা হ'য়ে গেল ক্ষয়,
সে কি শুধু অভিমান দেবতা-লীলায় ?
দেশের সোনার ধানে ঠগীরা লুকায়ে যেথা কাস্তে শানায়,
কোনো ঘৃণা তার 'পরে কোনোদিন ক্ষোভ কিছু নয় ?
শুধু সন্তাপ,
মানুষের দেওয়া অভিশাপ
শাস্ত্র মেনে মানুষেই ক'রে গেছে মাপ।

নতুন পৃথিবী এলো, এলো ব্যতিক্রম ;
আমাদের সূর্যে জ্বলে অরণ্যের রক্তে রাঙা
সিংহের বিক্রম।
মৃত্যু নাই আমাদের,
আমরা জয়ধ্বনি নিত্যকালের ;

বার বার তাই
বলির অচল যূপে উদ্ধত খড়্গের গতি শূন্যে ঘুরাই।
আমাদের চোখে আর মনেতে শপথ,
লুঠের স্বরাজ যেথা ক'রেছে রুদ্ধ চির বুভুক্ষার পথ,
আমাদের অস্ত্র সেথা হোক্ জাগ্রত।
পুরণো পৃথিবী গেছে,
নতুন পৃথিবী নয় কারো পদানত।

ব্যারিষ্টার চাকলাদার সোৎসাহে এবারে ব'লে উঠলেন: 'ব্রাভো. ইউনিক। এতক্ষণ নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে তুমি আমাদের জানতেই দাওনি যে, তুমি এতবড় শক্তিমান কবি!'

ঋতেন বাবু বললেন: 'এ ক্রেডিট তবে কপিলকে দেওয়া যায়। কপিল যদি প্রস্তাব না ক'রতো, তবে আবৃত্তিটা বাদই থেকে যেতো।'

মিঃ কে. কে. সিন্‌হা বললেন: 'বিয়্যালি নাইস। সত্যিই বড় ভালো লাগলো। চিরকাল সরকারী কাজ ক'রেছি, লাইফ ব'লে কিছু ছিল না; আইনের বাইরে মুখ ফুটে সত্য কিছু প্রকাশ ক'রতে পারিনি। আবৃত্তির এ কাব্য থেকে সমাজের আসল চেহারাটা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি নতুন পৃথিবীতে নতুন জন্ম নিয়ে বাঁচতে ইচ্ছে হয় আজ।'

শুনে খুসীতে আপন মনে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন ঋতেনবাবু। সে-হাসির ছোঁওয়া হেনার মুখে এসে লাগতেও দেরী হয়নি।

এবারে হাতঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে কপিল বললো: 'বাড়ি ফিরতে বেশ সময় লাগবে; আজকের মতো আমি বিদায় নিই।'

করবী দেবী পাশেই ছিলেন, বললেন: 'শুধু-মুখে চ'লে যাবে মানে কি? ব'সো, বীরেনের হাতের পরিবেশন যখন মনঃপুত হয়নি, আমি নিজে তোমাকে আর বীরেনকে খাবার সাজিয়ে দিচ্ছি।' ব'লে এবারে খাবার পরিবেশনে তৎপর হ'য়ে উঠলেন করবী দেবী।

কপিল একসময় প্রস্তাব ক'রলো: 'আমার তো গাড়িই র'য়েছে, বেশীর ভাগই কাজছাড়া প'ড়ে থাকে; আপনারা যদি মাঝে মাঝে

আমাদের ওদিকে বেড়াতে যান, তবে চ'লে আসতে পারি গাড়ি নিয়ে।'

করবী দেবী বললেন ঃ 'ওঁর যা শরীরের অবস্থা, তাতে আর ওঁকে নিয়ে কোথাও বেরনো হ'য়ে ওঠে না। উনি রিটায়ার করার পর তাই আমাদের গাড়িটা বিক্রী ক'রে দিয়েছি। তুমি মিছেমিছি এসে-এসে ঘুরে যাবে, সে তো ভালো নয়!'

শুনে ঋতেনবাবু বললেন ঃ 'তা—এসে এসে নয় ঘুরেই যাবে কপিল, আমরা না বেরোই, ঘরে ব'সে তো অন্ততঃ গল্প ক'রতে পারবো!'

কপিলের দিকে মুখ তুলে করবী দেবী বললেন ঃ 'বোঝো তা হ'লে ব্যাপারটা। রিটায়ার ক'রে অবধি ওঁর হ'য়েছে ঐ এক রোগ। কথা ব'লবার তো বিশেষ লোক পান না, তাই যাকেই দেখেন, কাছে ডেকে গল্প ক'রতে চান। বীরেন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই, নইলে ওকে আর কাছ থেকে উঠতে দিতেন না।'

বীরেন কিছু-একটাও না ব'লে প্লেটের দিকে দৃষ্টি রেখে নীরবে খাবার শেষ ক'রছিল।

কপিল বললো ঃ 'এ তো খুবই স্বাভাবিক, এ বয়সে বাইরের কাজ এবং কোলাহল থেকে মুক্ত হ'য়ে ঘরে ব'সে গল্প ক'রতে ইচ্ছে ক'রবে বৈকি! আমি বরং মাঝে মাঝে অবকাশ মতো এসে গল্প ক'রেই যাবো।'

ঋতেনবাবু কান খাড়া ক'রেই ছিলেন, বললেন ঃ 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার মতো বুড়োকে তুমি স্ট্যাণ্ড্ ক'রতে পারবে কি? বীরেন তো অন্ততঃ পারে নি।'

এবারে বীরেন চোখ তুলে একবার ঋতেনবাবুর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু একটাও বলতে পারলো না।

কপিল বললো ঃ 'দেখা যাক্ না—বীরেনের তুলনায় আমি কতটা পারি!'

—'আই উড্ বি রিয়্যালি হ্যাপি টু হ্যাভ ইয়োর প্রেজেন্স।' ব'লে এবারে উঠে প'ড়লেন ঋতেনবাবু।

কপিলও আর অপেক্ষা ক'রলো না, বীরেনকে বললো, 'তুমি যদি যেতে চাও তো আমি তোমাকে পেঁ ৗছে দিতে পারি।'

বীরেনের পক্ষেও রাত্রিটা একেবারে কম হয়নি। তাই কপিলের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হ'য়ে হেনা ও করবী দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কপিলের গাড়িতে গিয়ে চেপে ব'সলো।

ব্যারিষ্টার চাকলাদার ও মিঃ কে. কে. সিন্‌হাও এতক্ষণ উঠবার জন্যে উস্‌খুস্ ক'রছিলেন। ইতিমধ্যে মিসেস বসুমল্লিক হেনাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন: 'খুব খুসী হ'লাম মা তোমার জন্মদিনে এসে। প্রতিবছর এই দিনটি তোমার জীবনে নতুন হ'য়ে দেখা দিক।' তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন: 'রাত হ'লো, আজ উঠি মা।'

বিনীতকণ্ঠে হেনা বললো: 'আপনারা সবাই এলেন, বাড়িটা তাই এমন ভরা-ভরা লাগছে। আবার কোনোদিন আসবেন, আমরা সবাই খুব আনন্দ পাবো।' ব'লে নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত দু'খানি জোড় ক'রে মুখের সামনে তুলে ধ'রলো হেনা।

পাশে দাঁড়িয়ে করবী দেবী এবারে স্মিতমুখে সকলকে বিদায় দিলেন।

॥ সতেরো ॥

সেদিন রাত্রিটা নানা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল হেনার। প্রতিবারের জন্মদিন থেকে এবারের জন্মদিনটা যেন অনেকখানি নতুন হ'য়ে এলো। উপহারের বৈচিত্র্যও তেম্‌নি। ভাবতে গিয়ে সকলের আগে যার কথা মনে এলো হেনার, সে কপিল। হঠাৎ সে এরকম একটা দামী ক্যামেরা তাকে প্রেজেন্ট ক'রবে, এ কথা কল্পনায় আসে নি তার। অথচ ক'দিনেরই বা পরিচয়? হয়তো মানুষ মাত্রের জীবনেই এমন অনেক পরিচয় ঘটে, যা অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে সময় বা দিনের অপেক্ষা রাখে না। বীরেনই বরং ধীরে ধীরে দিনে দিনে পরিচয় থেকে পরিচয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বড় উচ্ছ্বাসপ্রবণ, বড় চপল বীরেন। মাঝে মাঝে শিশুর মতো মনের স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলিকে বড় স্পষ্ট ক'রে সে ব্যক্ত ক'রে ফেলে হেনার কাছে। অথচ পুরুষেরা এত স্পষ্ট হ'লে মেয়েদের কাছে অল্পেতেই যে ফুরিয়ে যায়, পুরণো হ'য়ে যায়, মরচে ধ'রে যায়, এত লেখাপড়া ক'রেও বীরেন সেটুকু বোঝে না। ওকে নিয়ে বেড়ানো যায়, খেলা যায়, মুখোমুখি ব'সে গল্প করা যায়, কিন্তু জীবন কাটানো যায় না। কপিলও কি তাই? এত স্মার্ট, এত বড় ধনী, বিলেত-ফেরৎ, চলনে-বলনে-কথায়-এটিকেটে এত শোভন, কিন্তু যেখানে মেয়েদের সব চাইতে বড় আকর্ষণ, তা যে পুরুষের সমগ্র সত্তার শিল্প-প্রকাশে, তা কি কপিলই জানে? হয়তো জানে! বীরেনের বন্ধু হ'লেও বীরেনের চাইতে জীবনের অভিজ্ঞতা কপিলের অনেক বেশী। এদেশে ওদেশে অনেক দেখেছে সে, অনেক শিখেছে।

—ভাবতে ভাবতে কখন্ একসময় ঘুমিয়ে প'ড়লো হেনা, তা সে নিজেও জানলো না।

পরের দিন সকালে চায়ের টেবলে খবরের কাগজ এসে পৌঁছাতে দেরী হ'লো। তাই বাবাকে কাগজের বড় বড় ব্যানারগুলো প'ড়ে শোনানো হ'লো না হেনার। তা ছাড়া পরীক্ষার পড়ার চাপের জন্য ইদানিং ঋতেন বাবুকে বই কিম্বা কাগজ প'ড়ে শোনানো আর হ'য়ে উঠছিল না তার। তা নিয়ে ঋতেন বাবুরও বিশেষ তাড়া ছিল না।

চায়ে চুমুক দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে করবী দেবী বললেন: 'এবারের জন্মদিন পালনে তোমার মেয়ের কী লজ্জাটাই না হ'চ্ছিল!'

মুখ টিপে হেসে ঋতেন বাবু বললেন: 'হ্যাঁ গো, শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের হাতের ঘুগ্নি খেয়ে মায়ের আমার সে লজ্জা গেছে।'

চায়ের কাপ শেষ ক'রে হেনা বললো: 'গেছেই তো। তোমরা তো ছুঁয়ে দেখলে না, বুঝলেও না—কী অদ্ভুত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'লে!'

—'কিন্তু যে স্বাদ আমরা কাল পেয়েছি, তাই কি কম?' করবী দেবী বললেন: 'অন্যান্য বার মিসেস সিন্‌হা আর মিষ্টার চাক্‌লাদার উপস্থিত থাকেন নি, এবারে ওঁদেরও পেয়েছি; তা ছাড়া তোর বন্ধুরা, পল্লবের স্কুলের মেয়েরা, সবাই কত আনন্দ দিয়ে গেল!'

ঋতেন বাবু বললেন: 'বীরেনের রেকর্ডগুলো কিন্তু ভারী চমৎকার। বড্ড ভালো লাগছিল গানগুলো।'

হেনা বললো: 'আজ বরং দুপুরে খেয়েদেয়ে উঠে আবার শুনো।'

করবী দেবী বললেন: 'তা—হ্যারে, কপিল যে এমন ভালো ক্যামেরা দিল তোকে, সেটাকে এবারে কাজে লাগা।'

ঋতেনবাবুর দিকে চোখ তুলে হেনা বললো: 'মার কথা শোনো বাবা! এ কি ছোট্ট খুকির হাতে দম-দেওয়া মোটর গাড়ি যে, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই দম দিয়ে চালাতে সুরু ক'রবো!' কথা শেষ ক'রতে গিয়ে তার চোখের দৃষ্টি বাবার মুখের দিক থেকে ক্রমে

মায়ের মুখের উপরে এসে প'ড়লো। বললো: 'কেবল ঘরে বন্দী হ'য়ে না থেকে চলো কোথাও বেরুই, তবে তো ছবি তোলা সার্থক হবে!'

কিন্তু করবী দেবীর বলবার উদ্দেশ্য ছিল অন্য কথা। ভেবেছিলেন—হেনা যদি স্বেচ্ছায় তার আর কর্ত্তার একটা সংযুক্ত ফোটো তোলে, তবে ছবির মধ্যে তাঁদের এই বয়সের একটা স্মৃতি থেকে যায়; নইলে এই বয়সে ফোটো তোলার ইচ্ছা নিয়ে দুই বুড়োবুড়িতে মিলে কোনো স্টুডিওয় গিয়ে আর দাঁড়ানো যায় না। কিন্তু যখন লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে, হেনার সেদিকে কোনো গরজ নেই, তখন মনের ইচ্ছা মনের মধ্যেই চেপে রেখে বললেন: 'আমি না বেরুই, তুই তো বেরোস, কোথাও থেকে কোনো ভালো ছবি তুলে এনে দেখাস, তাতেই হবে।'

ঋতেন বাবুও বিশেষ কিছু তলিয়ে না ভেবে স্ত্রীর কথাটা সমর্থন ক'রে বললেন: 'হ্যাঁ মা, ভালো কিছু ল্যাণ্ড্স্কেপ তুলে আনিস তো, ঘরে বাঁধিয়ে রাখা যাবে। যে প্রকৃতির সঙ্গে এ বয়সে কোনো যোগাযোগের সম্ভাবনাই আমাদের আর নেই, ছবির মধ্য দিয়ে তাকে দেখে আনন্দ উপভোগের কিছু সুযোগ পাবো।'

ইতিমধ্যে খবরের কাগজ হাতে যুধিষ্ঠির এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ায় ক্যামেরা-প্রসঙ্গ স্বভাবতঃই চাপা প'ড়লো।

যুধিষ্ঠির বললো: 'দেখ তো দিদিমণি, কাগজে আজ কি খবর বেরিয়েছে? হকার ব্যাটা বললো—লোকের হাত থেকে কিছুতেই সে কাগজ বাঁচাতে পারছিল না, তাই আজ আসতে দেরী ক'রে ফেলেছে।'

হকার-প্রসঙ্গে না গিয়ে কাগজখানি হাতে টেনে নিয়ে প্রথম পাতাটা চোখের সামনে মেলে ধ'রতেই কিরকম সচকিত হ'য়ে উঠলো হেনা।—'সে কি, এরই মধ্যে চীনারা আসাম-বর্ডার অবধি এসে ঘাঁটি ক'রেছে! ওরা যদি আসাম দখল ক'রে নেয়, তবে বাংলাই বা টিকবে কিসের জোরে? এবারে কি উপায় হবে বাবা?'

যুধিষ্ঠির ইতিমধ্যেই তুনিয়ার হালচাল কিছু শিখে নিয়েছিল, বললো: 'তাই বলো, এই জন্যেই লোকেরা আজ হকারকে ছাড়েনি ; ব্যাটা ব'লে গেল—আর দেরী নেই, এদেশ লাল ঝাণ্ডার দেশ হ'লো ব'লে।'

ঋতেন বাবু বল্লেন: 'খুব বুঝেছ, এবারে নিজের কাজে যাও যুধিষ্ঠির।' তারপর থেমে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'অত্যন্ত ভয়ের কথা মা, সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষ এতকাল বিশ্বশান্তির জন্যে লড়াই ক'রেছে, কিন্তু নিজের প্রতিরক্ষার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই পাকা রাখেনি। ভয়ের কারণ আছে বৈ কি মা! তবে একথা ধ্রুব যে, ভারত বিপদে প'ড়লে পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগোষ্ঠী আজ ভারতের পাশে এসে দাঁড়াবে।'

—'তাতেই কি ভারতের ভয় কাটবে?' হেনা বললো: 'এদিকে মিনিষ্ট্রি নিয়েও তো গণ্ডগোল বেধেছে। কৃষ্ণ মেননকে সরিয়ে দিয়ে পণ্ডিত নেহরু নিজের হাতে প্রতিরক্ষার ভার নিচ্ছেন।'

এতক্ষণে করবী দেবী কিছুটা অসহিষ্ণু হ'লেন, বললেন: 'এতকাল ইংরেজ-রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় নি, এবারে চীনারা এলে রোদের মুখ আর দেখা যাবে না, এই তো? থাক্ তোরা তোদের খবর নিয়ে, আমি নিজের কাজে যাই।' ব'লে চায়ের টেবল ছেড়ে উঠে প'ড়লেন তিনি।

যুধিষ্ঠির আগেই নিজের কাজে চ'লে গিয়েছিল। এবারে কি মনে ক'রে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যেই একবার হাঁক দিলেন করবী দেবী।

কিন্তু চায়ের পাট শেষ ক'রে যত তাড়াতাড়ি নিজের পড়ার টেবলে গিয়ে ব'সবে ব'লে ঠিক ক'রেছিল হেনা, খবরের প্রসঙ্গে এসে তা আর হ'লো না। ঋতেনবাবু যে নিজে উদ্যোগী হ'য়ে মেয়েকে তুলে দেবেন, তাও দিলেন না। খবরগুলো যেরকম উত্তেজনাপূর্ণ, তাতে কাগজ পাঠ ক'রেই বিষয়টা চুকে যাবার নয়। ঋতেন বাবু

নিজেও যেমন চাচ্ছিলেন, হেনাও তেম্‌নি একটার পর একটা প্রশ্ন ক'রে বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ও মন্তব্যমুখর ক'রে তুলতে লাগলো। আলোচনা যখন শেষ হ'লো, ঘড়ির কাঁটায় তখন দশটা। এবং তখনও হয়তো ঘড়ি-ধরা সময়ে স্নানের কথা ভুলে নিজের হাতে একবার খবরের কাগজখানিকে উল্টেপাল্টে দেখতেন ঋতেনবাবু যদি-না রুদ্রানীর ভূমিকা নিয়ে করবী দেবী সেই মুহূর্তে এ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেন। প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বাধ্য হ'য়ে এবারে তাই উঠে প'ড়তে হ'লো ঋতেনবাবুকে। সেই সঙ্গে হেনাও দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে বোধ করি নিজের ঘরের উদ্দেশ্যেই ছুটে চ'লে গেল।

॥ আঠারো ॥

মাঝখানে দিন দু'য়েক বাদ দিয়ে সেদিন বিকেল নাগাদ কপিল নিজে এসেই ঋতেনবাবুর সদর দরজায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে হর্ণ বাজালো।

দরজা খুলে দিয়ে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস ক'রলো: 'কাকে চাই?'

গাড়ি থেকে নেমে এবারে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কপিল জিজ্ঞেস ক'রলো: 'দিদিমণি বাড়ি নেই?'

—'আছেন, লেখাপড়া ক'রছেন।' থেমে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস ক'রলো: তা—আপনি কোত্থেকে এয়েছেন, কি নাম ব'লবো আপনার বলুন?'

কপিল বুঝলো—সেদিনের উৎসবের ভিড়ে যাও বা সামান্য তাকে দেখেছিল লোকটা, আজ তা বেমালুম ভুলে ব'সে আছে। তাই কিছু মনে না ক'রে পকেট থেকে একটা কার্ড বার ক'রে যুধিষ্ঠিরের হাতে তুলে দিয়ে কপিল বললো: 'এটা দিলেই তোমার দিদিমণি বুঝতে পারবেন, আমি কে!'

—'যে আজ্ঞে' ব'লে যুধিষ্ঠির এবারে সোজা উপরে উঠে গেল, তারপর একটু বাদেই ফিরে এসে সলজ্জকণ্ঠে বললো: 'চলুন, উপরে চলুন। তা—আমার কি এত খেয়াল আছে বাবু যে, দিদিমণির জন্মদিনে আপনি এসে অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেছেন! আজকাল ঐ তো আমার এক দোষ হ'য়েছে, একবার দেখলে পরে আর তাকে ঠিক মনে ক'রে উঠতে পারি না।'

—'এ রোগের আমি ভালো ওষুধ জানি, তোমাকে একসময় বাৎলে দেবো।' থেমে কপিল বললো: 'গাড়িতে একটা বড় প্যাকেটে কিছু ফল আছে, ওটা নিয়ে এস।'

যুধিষ্ঠির তাই ক'রলো, তারপর কপিলকে নিয়ে পুনরায় উপরে উঠে গেল।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হেনা বললোঃ 'তবু ভাগ্যিস, আজ নিজে থেকে এলেন ; আমি তো ভেবেছিলাম সেদিনের পরে খুব শীগ্‌গির এদিকে আর আসচেন না !'

কপিল বললোঃ 'তা হ'লে বুঝুন, কথা দিয়ে আমি কখনও কথার খেলাপ করি না, বিশেষ ক'রে গুরুজনদের কাছে তো নয়ই ! কিন্তু এখন দেখচি, এসে বোধ করি ভুলই ক'রলাম।'

—'কেন ?'

—'পড়ার মধ্যে ডুবে ছিলেন, আমি এসে ডিস্‌টার্ব ক'রলাম।'

হেনা বললোঃ 'না, না, তা কেন, একটু বাদে আমি নিজেই উঠে প'ড়তাম। এসে ভালই ক'রেছেন, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।' তারপর যুধিষ্ঠিরের দিকে চোখ প'ড়তে জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'ওটা আবার কি নিয়ে এলে তুমি যুধিষ্ঠির ?'

উত্তরে যুধিষ্ঠিরকে কিছু একটাও বল্‌তে হ'লো না। কপিল বললোঃ 'আসার সময় চৌরঙ্গী হ'য়ে নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে এল্লাম, ভাবলাম—আপনার বাবা আর মায়ের জন্যে কিছু ফল নিয়ে যাই, এই যা—।'

হেনা বললোঃ 'আপনি তো অদ্ভুত মানুষ কপিলবাবু ! এলেন ব'লে সঙ্গে ক'রে কিছু নিয়ে আসতে হবে, এই বা কি কথা ? বাবা দেখবেন ভীষণ রাগ ক'রবেন।'

কথাটা যেন কপিল শুনতে পায়নি, এম্‌নি ভাবে বললোঃ 'আপনাদের এই যুধিষ্ঠির লোকটি কিন্তু ভারী মজার ! ওর বিভ্রম সম্পর্কে ওকে আমি দাওয়াই বাৎলে দেবো ব'লেছি।'

—'আসলে ওটা তো ওর রোগ নয়, ওটা ওর বয়সের দোষ।' হেনা বললোঃ 'বয়স তো একেবারে কম হ'লো না যুধিষ্ঠিরের, আমাদের এখানেই আগাগোড়া থেকে গেল ; ওকে ছাড়া আমাদেরও এখন আর চলে না। ওর যদি নিজের বোন থাকতো, তাকেও বোধ করি ততখানি ভালোবাসতে পারতো না—যতখানি আমাকে

ভালোবাসে। অথচ মাঝে মাঝে ওর ভুলের জন্যে আমাদের কাছে বকুনি কি ও কম খায়!'

ফলের প্যাকেটটাকে নিঃশব্দে মেঝেয় নামিয়ে রেখে মাথা নিচু ক'রে নীরবে চ'লে যাচ্ছিল যুধিষ্ঠির।

বাধা দিয়ে হেনা বললো: উঁহু, উঁহু, এখানে নয়, প্যাকেটটাকে তুমি বাবার ঘরে নিয়ে যাও যুধিষ্ঠির, আমরা যাচ্ছি।' তারপর থেমে কপিলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো: 'চলুন, বাবার সঙ্গে এসে গল্প ক'রবেন ব'লে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনাকে কাছে পেলে বাবা খুসী হবেন।'

কিন্তু কপিলের ইচ্ছে ছিল না যে, এখনই সে ঋতেনবাবুর কাছে গিয়ে বসে, অথচ কি ক'রে যে না করা যায়, তাও সে ভেবে পেলো না। অগত্যা মুখ ফুটে বলতেই হ'লো—'চলুন।'

মুখ তুলে তাকাতেই ঋতেনবাবু বল্লেন: 'দ্যাট্‌স লাইক এ গুড বয়! কিন্তু এ কি কাণ্ড ক'রেছ তুমি কপিল? এত এত লের্, আপেল, নেসপাতি, এসব খাবে কে?'

পাশেই একটা আসনে ব'সে প'ড়ে কপিল বললো: 'বাড়িতে আমি মাঝে মাঝে বাবার জন্যে নিয়ে গেলে বাবাও ঠিক এই কথাই বলেন। আসলে এ বয়সে ফলের জুস্ যে কত উপকারী, সেটা তো ভেবে দেখবেন!'

—'উপকারী ব'লেই এত ফল নিয়ে আসবে তুমি?' থেমে ঋতেনবাবু বল্লেন: 'তোমাদের নিজেদের বাগানের হ'লেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনে এভাবে তুমি—'

পাশ থেকে করবী দেবী বললেন: 'সত্যি কপিল, এ কিন্তু ভারী অন্যায়।'

কপিল বললো: 'আমাদের বাগানে যা ফ'লেছে, তা খাবার মতো হ'তে এখনও বোধ করি মাসখানেক সময় নেবে।'

করবী দেবী বললেন: 'সত্যিই বাগান ক'রেছ বুঝি?'

—'ওটা আমার বাবার একটা মস্তবড় হবি। যখনই সময় পান, বাগানের পিছনে লেগে থাকেন।' কপিল বললো: 'মাঝে মাঝে আমি নিজেও যে কিছু না করি, এমন নয়। একসময় কিছু বাতাবি আর পেঁপে লাগিয়েছিলাম, এতদিনে ফল বেশ বড় হ'য়েছে।'

ঋতেনবাবু বললেন: 'দ্যাট্‌স্ গুড; তুমি বরং আমাকে তোমার নিজের হাতের বাতাবি আর পেঁপে খাইয়ো। পেঁপে এমন একটি ফল—যা কাচা এবং পাকা দু'য়েতেই উপকার। ওটা আমাকে ডাক্তাররা প্রায়ই প্রেস্‌ক্রাইব করে।'

সলজ্জে কপিল বললো: 'আগে জানলে আজ বরং মার্কেট থেকে আপনার জন্যে পেঁপেই নিয়ে আসতুম।'

চোখের দৃষ্টিকে কিছুটা চঞ্চল ক'রে ঋতেনবাবু বললেন: 'না, না, কিনে নয়, তোমার নিজের হাতের তৈরী গাছের।'

সাহস পেয়ে এবারে কপিল বললো: 'কাচা পেঁপের তরকারী ক'রে খেতে চান তো আমি কালই নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু পেঁপের যা সাইজ হ'য়েছে, তাতে গাছ থেকে কাচা ছিঁড়ে আনতে কেমন যেন মায়া হয়। পাকা যখন নিয়ে আসবো, দেখবেন—আমাদের এগ্রিকাল্‌চারাল এগজিবিশনগুলোতেও অত বড় সাইজ আসে না।'

মুখে খুসীর হাসি টেনে এবারে ঋতেনবাবু বললেন: 'আচ্ছা—, তবে তো এক পেঁপেতেই রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ!'

করবীদেবী বললেন: 'এ অঞ্চলে আমাদের যায়গা এত কম যে, ইচ্ছে ক'রলেও কোথাও সামান্য একটা সব্জীবাগান করা যায় না। অনেক দুঃখে হেনা তাই ছাদে টব দিয়ে ফুলের বাগান সাজিয়েছে।'

একটু আগেই যুধিষ্ঠিরকে চা আর খাবার ক'রতে ব'লে এসে সকলের মুখোমুখি দরজার পাশ ঘেঁষে হেনা দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে নিজে থেকেই সে বললো: 'যাবেন ছাদে? যুধিষ্ঠিরের চা হ'তে হ'তে চলুন বরং আপনাকে আমার বাগান দেখিয়ে আনি।'

করবী দেবীও বললেন : 'যাও না, দিনের আলো থাকতে থাকতে গিয়ে দেখে এস—কত ফুল ফুটেছে !'

স্বভাবতঃই এবারে মনে মনে কিছু উৎসাহ বোধ ক'রে কপিল বললো : 'চলুন।' তারপর হেনার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে সোজা সে ছাদে উঠে গেল।

প্রথম দর্শনেই দু'চোখ জুড়িয়ে গেল কপিলের। সারা ছাদময় ফুলের সে কি সমারোহ! দেশী বিদেশী এমন ফুল নেই, যা এ-বাগানে ফুটে না আছে! কপিল বললো : 'এতক্ষণ আমাদের সব্জী বাগানের কথা বল্‌ছিলাম, কিন্তু আপনার এ বাগানের কাছে তার যে কোনো মূল্যই নেই মিস্ চাটার্জি !'

মুখ টিপে হেসে হেনা বললো : 'ফুল বাগান আর সব্জী বাগান কি এক হ'লো! মনের প্রয়োজন বাদ দিলে সাংসারিক প্রয়োজনে সব্জী বাগানের মূল্য অনেক বেশী। অন্ততঃ হাজার চেষ্টা ক'রেও আমি তো এখানে আর পেঁপে বা বাতাবি ফলাতে পারবো না !'

কপিল বললো : 'কিন্তু এ যা ফলিয়েছেন, তার দামও যে সংসারে কেউ দিতে পারে না! আজ মনে হ'চ্ছে—ক্যামেরায় সেদিন যদি ঘরোয়া পরিবেশে স্নাফটা না নিয়ে এখানে নিতে পারতাম, তবে খুব এ্যাপ্রোপ্রিয়েট হ'তো। আপনার নামের সঙ্গে এখানকার প্রতিটি ফুলের একটা সাজাত্য অনুভব করা যাচ্ছে।'

হঠাৎ কেমন একটা উদ্গত হাসিতে হেনার সারা মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো ; বললো : 'ভাগ্যিস নামের সঙ্গে, আমি-ব্যক্তিটি অন্ততঃ তা থেকে বাদ গেছি! আপনার বন্ধুটি হ'লে নামটা বাদ দিয়ে বাকীটাই বরং ব'লতো। আসার সময় আপনার গাড়িতে তুলে নিয়ে এলেই পারতেন বীরেনকে !'

এরকম একটা আকস্মিক প্রশ্ন ক'রে ব'সবে হেনা, ভাবতে পারেনি কপিল। বীরেনের প্রসঙ্গ না উঠলেই সে খুসী হ'তো। তবু নিজেকে যথাসম্ভব চেপে নিয়ে বললো : 'আসার সময় সোজা চৌরঙ্গী রোড

ধ'রে কালীঘাট হ'য়ে এলাম, বীরেনদের ওদিকটায় আর যাওয়া হয়নি।' তারপর একটুকাল থেমে হেনা পুনরায় কিছু একটা বলার আগেই সে বল্‌লো : 'আচ্ছা মিস চাটার্জি, পোর্ট্রেট আপনার বেশী ভালো লাগে, না ল্যাণ্ড্‌স্কেপ ?'

হেনা বললো : 'ল্যাণ্ড্‌স্কেপে প্রকৃতিকে পাই তার বিচিত্র বেশে, এ আমাদের অনেকখানি পাওয়া। ঠিক এরই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে পোর্ট্রেট আমার ভালো লাগে।'

ইতিমধ্যে সিঁড়ির গোড়া থেকে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের গলার শব্দ পাওয়া গেল।

হেনা বল্‌লো : 'চলুন নামি। চা বোধ করি রেডি।'

সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে কপিল বললো : 'আমাদের ও-অঞ্চলে গ্রামের পথে বোধ করি কখনও যাননি! গেলে দেখবেন—গাছ ভ'রে কত সবেদা পেকে আছে, বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে এমন কত ছোট বড় পুকুর আছে—যেখানে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বর্শি ফেলে মাছ ধ'রছে। সেখানে যেমন অবারিত ল্যাণ্ড্‌স্কেপ, তেম্‌নি তার ব্যাকগ্রাউণ্ডে নানা বিচিত্র পোর্ট্রেট। চলুন না একদিন ঘুরে আসবেন, অনেক ছবি তুলে নিয়ে আসতে পারবেন। ক'লকাতার একঘেয়ে জীবনের বাইরে যায়গাগুলো খুব ভালো লাগবে আপনার।'

শেষের কথাগুলো ব'লতে ব'লতে একেবারে চায়ের টেবলে এসেই পোঁছে গিয়েছিল তারা।

স্বামীর সঙ্গে সেখানেই অপেক্ষা ক'রছিলেন করবী দেবী। জিজ্ঞেস ক'রলেন : 'কোন্‌ যায়গার কথা বলছো কপিল ?'

ব'সতে ব'সতে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে কপিল বললো : 'আমাদের ওদিককার গ্রামের ভিউ এত সুন্দর যে, মিস চাটার্জিকে দেখাতে নিয়ে যেতে চাচ্ছি।'

ঋতেনবাবু বললেন : 'তা বেশ তো, যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। তুমি ষ্টীমার পার্টি ক'রে যা দেখিয়েছ, তাই তো হেনা এখনও ভোলেনি!

গ্রাম দেখে আমাদের রুরাল এ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার সম্পর্কে ওর কিছু অভিজ্ঞতা হবে। কোনোদিন তো এই বালীগঞ্জ, কালীঘাট আর কলেজ ষ্ট্রীট ছাড়া ক'লকাতার বাইরে যায়নি হেনা, গ্রাম দেখলে ও খুসী হবে বৈ কি!'

অনুকূল পরিবেশ পেয়ে কপিল বললো: 'তা হ'লে আমি কালই একটু সকাল-সকাল গাড়ি নিয়ে আসি। সকাল ন'টা নাগাদ আমরা এখান থেকে বেরুলে সন্ধ্যার আগে-আগেই আবার এসে পেঁৗছে দিয়ে যেতে পারবো।' ব'লে হেনার মুখের দিকে চোখ হু'টোকে তুলে ধ'রলো কপিল।

করবী দেবী বললেন: 'একেবারে কালই কেন, পরে না হয় কোনোদিন সুবিধে মতো যাবে।'

হেনা বললো: 'তাছাড়া কাল বিকেলে বীরেনের আসার কথা আছে। আমাদের প্রফেসার দাসের কাছ থেকে ও কিছু সাজেশন নোট ক'রে আনবে।'

—'তার জন্যে কাল না বেরুতে পারার কোনো হেতু নেই।' থেমে কপিল বললো: 'সাজেশন আপনি হয়তো যথাসময়েই পেয়ে যাবেন, কিন্তু আমার হয়তো সময় আর নাও হ'তে পারে। দিল্লী থেকে একটা টেলিগ্রামের অপেক্ষায় আছি, এলেই সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী ছুটতে হবে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে যে-কোনো সময় হয়তো আমাকে একবার জাপান যেতে হ'তে পারে। ব্যবসা নিয়ে আছি, নিজের ইচ্ছেয় তাই কখনও সময় হ'য়ে ওঠে না।'

ঋতেনবাবু বললেন: 'তবু তো পাঁচ দেশে যাচ্ছো, যেমন এক্সপিরিয়েন্স হ'চ্ছে, তেমনি আউটলুক বাড়ছে। তা—কালই তুমি বরং এসো। এরপর হেনাও পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়বে।' তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'তুমি বরং কাল ওদের জন্যে টিফিন কেরিয়ারে কিছু খাবার সাজিয়ে দিয়ো।'

কপিল বললো ঃ 'কিছু দরকার হবে না, ওটা আমিই ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবো।'

হেনা বললো ঃ 'বীরেনকে একটা খবর দিতে পারলে ভালো হ'তো। মিছেমিছি সে এসে কাল ফিরে যাবে, এটা যেন কেমনই লাগছে। তার চাইতে ওকেও কাল পিক্-আপ ক'রে নিয়ে চলুন না!'

কপিল বললো ঃ 'দেখি, সকালের ভিতর যদি ওকে কন্‌টাক্ট্ ক'রতে পারি, মন্দ হয় না। সবুজ পরিবেশে অন্ততঃ ওর কবিতা তো কিছু শোনা যাবে!'

ঋতেনবাবু বললেন ঃ 'তা—তুমি যে সেদিন কথা দিলে, এসে এসে আমার সঙ্গে গল্প ক'রবে, তা আর হ'চ্ছে কোথায়!'

স্বামীর কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে করবী দেবী বললেন ঃ 'তাই তো, তুমি তো বেরিয়েই প'ড়ছো!'

এবারে কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে কপিল বললো ঃ 'সবই নির্ভর ক'রছে টাইমের উপরে, ; এমনও হ'তে পারে যে, কোথাও যেতেই হ'লো না—'

—'কিন্তু যদি যেতেই হয়!' চোখ থেকে চশমা নামিয়ে ঋতেনবাবু এবারে কপিলের মুখের দিকে কিছুটা দৃঢ়ভাবে তাকালেন।

পাশ থেকে মুখ টিপে হেসে এবারে হেনা বললো ঃ 'তা হ'লে একমাত্র বীরেনই তোমার ভরসা বাবা।'

মনে মনে আর একবার ক্ষুণ্ণ হ'লো কপিল. কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না।

ঋতেনবাবু বললেন ঃ 'তুমি বরং এক কাজ করো কপিল, তোমাদের বাসার ঠিকানাটা বরং আমাকে দিয়ে যাও, তোমার খোঁজ করা আমার পক্ষে তাতে সহজ হবে।'

—'কেন, এই যে আমি আস্‌চি, তাতে বুঝি সহজ হ'চ্ছে না?'

—'না, না, তা নয়, যদি কখনও উইদ্‌আউট নোটিশে তোমাকে চ'লে যেতে হয়, তাই—'

কপিল বললো : 'এ নিয়ে আপনি ভাববেন না। এমন অবস্থা হয়তো কখনই হবে না যে, আমি ক'লকাতার বাইরে গেছি আর আপনারা জানতে পারেন নি।'

—'সেটুকু অবিশ্যি নিশ্চয়ই আশা ক'রবো।' থেমে ঋতেনবাবু বললেন : 'তবু ধরো, খুব একটা কাছাকাছি যখন থাকো না, তখন তেমন কিছু-একটা ইমার্জেন্সি এ্যারাইজ ক'রলে হয়তো ইমিডিয়েট্‌লি খবর দেওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে! আগে আগে টেলিফোনে আমার অনেক সুবিধে হ'তো, তা—রিটায়ার ক'রে আমার গাড়ির মতো আমি টেলিফোনও ছেড়ে দিয়েছি।'

—'আজকালকার দিনে কেউ টেলিফোন ছাড়ে!' কপিল বললো : 'দিন দিন মানুষের নেসেসিটি যেরকম বাড়ছে আর ক'লকাতা সহর ক্রমেই যেরকম বড় হ'চ্ছে, তাতে ওটা এসেন্‌সিয়াল।'

উত্তরে করবী দেবী যেন কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ঋতেনবাবু বললেন : 'কিন্তু জীবনে নেসেসিটি যত কমিয়ে ফেলা যায়, ততই তো ভালো! ধরো, যখন গাড়ি ছিল, বেশ চল্‌ছিল; এখন যে নেই, তাতেও খারাপ চ'লছে না। অনেক ক্ষেত্রেই এরকম।'

কপিল বললো : 'কথাটা মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজনের জগতে সেভাবে চলা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর।'

করবী দেবী বললেন : 'জানো কপিল, আমি বার বার নিষেধ ক'রেছিলাম—আর যা করো করো, টেলিফোনটা অন্ততঃ ছেড়ো না। কিন্তু একবার যা ওঁর মাথায় চাপবে, তা থেকে ওঁকে নড়াবে কার সাধ্যি! ঘরে টেলিফোন থাকলে বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে ফোনেও তো ব'সে ব'সে গল্প ক'রে সময় কাটানো যায়!'

কপিল বললো : 'তা যায় বৈ কি!' তারপর থেমে বললো : 'যদি নতুন ক'রে আবার নিতে চান, আমাকে বলবেন, টেলিফোন-ভবনে আমাদের নিজেদের লোক আছে, অল্প দিনেই করিয়ে দিতে পারবো।'

ঋতেন বাবু বললেন : 'হেনার পরীক্ষাটা আগে হ'য়ে যাক, তারপর ভেবে দেখবো ; মেনি থ্যাঙ্ক্‌স্ ফর ইওর প্রোপোজাল।'

এবারে হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কপিল বললো : 'সে কি, এতক্ষণ যে লক্ষ্যই করিনি, এত তাড়াতাড়ি সাড়ে সাতটা বেজে গেল !'

হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো : 'কেন, আর কোথাও যাবার কিছু তাড়া আছে নাকি ?'

না থাকলেও কিছুটা ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে কপিল বললো : 'হ্যাঁ, আমাদের এটর্নি মিঃ সান্ন্যালের সঙ্গে আটটায় গ্রাহাম্‌স্-ল্যাণ্ডে তাঁর ঘরে এন্‌গেজমেণ্ট র'য়েছে। আমি বরং আজ উঠি। কাল এসে যেন আপনাকে রেডি পাই, কেমন ?'

উত্তরটা এবারে ঋতেন বাবু দিলেন, বললেন : 'ঠিক আছে, তুমি এসো।'

কপিল আর একটু কালও অপেক্ষা না ক'রে এবারে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হেনাও আর অপেক্ষা ক'রলো না, চায়ের টেবল থেকে এবারে সোজা সে নিজের ঘরে চ'লে গেল।

কিন্তু ঋতেনবাবু এবং করবী দেবী একই অবস্থায় আরও কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। এরকম পাশাপাশি বা মুখোমুখি কত সময়ই তাঁরা ব'সে থাকেন, মুখে কথা থাকে না : দু'জনের মনে তখন হয়তো একই ভাবনা ঘুরচে, অথবা দু'জনে দু'জগতের কথা ভাবচেন। তবু বার্ধক্যের এই নীরব সান্নিধ্য তাঁদের কাছে অনেক মধুর। কিছুক্ষণ মানসলোকে এম্‌নি নিঃশব্দ বিচরণে কাটিয়ে একসময় ঋতেনবাবু বললেন : 'কপিলকে কি রকম মনে হয় তোমার ?'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে করবী দেবী বল্‌লেন : 'হঠাৎ এ প্রশ্ন ?'

ঋতেনবাবু পুনরায় সেই একই রকম প্রশ্ন তুলে ধ'রে বললেনঃ 'ব্যবসাক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ও খুব বড়-কিছু-একটা হ'য়ে দাঁড়াবে ব'লে মনে হয় না তোমার?'

—'তা না হবার কি আছে!'

এবারে একটুকাল চুপ ক'রে থেকে পরে ঋতেনবাবু বললেনঃ 'তোমার মেয়ের জন্যে ভবিষ্যতে পাত্র দেখতে হ'লে এরকম ছেলের খোঁজ নেওয়াই তো উচিৎ হবে!'

কি কাজের উদ্দেশ্যে হঠাৎ এবারে উঠে প'ড়লেন করবী দেবী, বললেনঃ 'এতক্ষণ ব'সে ব'সে তুমি তাহ'লে এই সব ছাইভস্ম ভাবছিলে?'

ঋতেনবাবু বললেনঃ 'ছাইভস্ম কি ব'লছো? দু'দিন বাদে হেনা পাশ ক'রে বেরুবে, তার বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না?'

—'তা হ'লে ভাবো।' ব'লে একটুকালও আর অপেক্ষা না ক'রে কোথায় একদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন করবী দেবী।

কিন্তু তাঁর হঠাৎ এই উঠে যাবার তাৎপর্য সহসা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না ঋতেনবাবু। তিনি যেমন ব'সে ছিলেন, পুনরায় চিন্তার অরণ্যে প্রবেশ ক'রে তেমনি ভাবেই ব'সে রইলেন।

॥ উনিশ ॥

পরের দিন কপিল যখন গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছালো, তার অনেক আগেই ঘড়ির কাঁটায় ন'টার বেল বেজে গেছে। তা নিয়ে হেনার অবশ্য তাড়া ছিল না, কিন্তু জীবনে যাঁকে কোনোদিন ডিসিপ্লিন ব্রেক ক'রতে দেখা যায়নি, সেই ঋতেন বাবুই তাড়া দিয়ে মেয়েকে সময়-মতো তৈরী হ'য়ে নিতে ব'লেছিলেন; ব'লেছিলেন: 'আজ দেখবো, তোর ক্যামেরায় তুই কত ছবি তুলে নিয়ে আসতে পারিস মা!'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে মুখে শুধু ঈষৎ হাসি টেনে নিয়েছিল হেনা।

কপিল এসে সামনে দাঁড়ালে ঋতেনবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন: 'পথে বোধ করি গাড়ি নিয়ে কোথাও আটকে পড়েছিলে?'

নিজের রিষ্ট ওয়াচের দিকে লক্ষ্য ক'রে কপিল বললো: 'পথে নয়, ঘরেই খানিকটা দেরী হ'য়ে গেল। দিল্লীর যে টেলিগ্রামটার কথা ব'লেছিলাম, আজ সকালেই সেটা এসে গেল। টেলিগ্রাম ক'রেই আমি জানিয়ে দিলাম—পরশু দিল্লী মেলে আমি রওনা হ'য়ে যাচ্ছি। এই জন্যেই এসে পৌঁছাতে যা আধঘণ্টাটাক দেরী হ'য়ে গেল।'

—'তা হ'লে দিল্লী তোমাকে যেতেই হ'চ্ছে!'

—'বিজনেশ ট্রান্‌জেক্‌শনে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকার ব্যাপার, না গেলে আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি।' থেমে কপিল বললো: 'গেলেও সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আশা ক'রছি ফিরে আসতে পারবো। এদিকেও কিছু কাজ বাকী আছে, তাই একটা দিন হাতে সময় নিয়ে বেরুচ্ছি।'

—'বেশ, তাই ঘুরে এসো।' ব'লে একটুকাল থামলেন ঋতেনবাবু, তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গলা তুলে বললেন: 'বলি শুনছো, দেখ তো হেনা তৈরী হ'য়ে নিল কিনা!'

স্বামীর গলার সাড়া পেয়ে করবী দেবী এবারে এঘরে এসে দাঁড়ালেন, তারপর কপিলকে দেখতে পেয়ে বললেন : 'আচ্ছা—, তুমি তা হ'লে এসে গেছ, বসো, হেনা এক্ষুণি আসচে। তা—সন্ধ্যার আগে আগেই ফিরচো তো কপিল ? এসে এখান থেকে চা খেয়ে যাবে।'

কপিল বললো : 'পথে অনেক সময় কন্‌ভেয়েন্সের ডিস্‌টার্ব্যান্স থাকে, তার জন্যে হয়তো এক আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক হ'তে পারে, নইলে ঠিক সময়ে এসেই পৌঁছে যাবো।'

করবী দেবী বললেন : 'হেনা ভালো ক'রে কিছু খেয়ে যেতে পারলো না। তোমাদের সঙ্গে দিয়ে দেবার জন্যে আমি কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে কিছু খাবার করিয়ে রেখেছি !'

বাধা দিয়ে কপিল বললো : 'না, না, তা কেন, আমি তো আগেই ব'লেছি—ও সবের দরকার হবে না। গাড়িতে আমার প্রকাণ্ড টিফিন কেরিয়ার ভর্তি খাবার র'য়েছে। আগে সারাদিনে ওগুলো ফ্‌রোক ; দরকার হ'লে এখানকার খাবার না-হয় ফিরে এসে খাওয়া যাবে।'

মুখ টিপে হেসে ঋতেনবাবু বললেন : 'সকালের তৈরী খাবার সন্ধ্যায় এসে খাবে, তা হ'লেই হ'য়েছে।'

কিন্তু কপিলকে আর একথার জবাব দিতে হ'লো না। ইতিমধ্যে তৈরী হ'য়ে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো হেনা। কালো ও মুগা পাড়ের শাড়িতে ধব্‌ধবে পোষাক, কাঁধে ঝুলছে কাশ্মীরি কাজ করা চামড়ার ষ্ট্রাইপে কপিলের দেওয়া ক্যামেরা, চোখে কালো গগল্‌স।

তার দিকে তাকিয়ে কপিল কিছু-একটা বলবার আগেই ঋতেনবাবু বললেন : 'বাঃ, ভেরী সুইট। যা বেড়িয়ে আয়।' তারপর কপিলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'জানো কপিল, তুমি তো হেনাকে জন্মদিনে ক্যামেরা দিয়ে গেলে, কিন্তু আজ অবধি মায়ের আমার কোনো স্কোপই হচ্ছিল না ছবি তুলবার। তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আজ যদি ও গ্রামের কিছু ভালো ছবি তুলে আনতে পারে!'

হেনার মুখের দিকে এবারে চোখ দু'টোকে তুলে ধ'রলো কপিল :
—'কি, পারবেন নিশ্চয়ই !'

উত্তরে হেনা কিছু একটাও না ব'লে মুখে ঈষৎ হাঁসি টেনে নিল, তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ক'রে বললো : 'যাচ্ছি মা ।'

করবী দেবী বললেন : 'এস ।'

কপিলকে নিয়ে এবারে সোজা নিচের সিঁড়িতে নেমে গেল হেনা। কিন্তু সেই মুহূর্তেই গাড়িতে গিয়ে ওঠা হ'লো না। হঠাৎ তার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো শোভনা রায়। জিজ্ঞেস করলো : 'কি ব্যাপার ? হঠাৎ এ সময়ে ?'

শোভনা বললো : 'একটা জরুরী দরকারে আসতে হ'লো আপনার কাছে। তা—আপনি কি এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছেন ?'

—'হ্যাঁ, তা—কি দরকার বলুন তো ?'

অপরিচিত কথার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে কপিল ততক্ষণে মোটরে গিয়ে চেপে ব'সেছে।

শোভনা বললো : 'চারদিকে কিরকম সাজো সাজো রব প'ড়ে গেছে, লক্ষ্য ক'রেছেন তো ? একদিকে চীন, আর একদিকে পাকিস্তান, দু'পক্ষ দোস্তালী পাতিয়ে যে-ভাবে ভারত-অভিযানে নেমেছে, তাতে যে এখন আর কেউ চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারছে না। গভর্ণমেন্ট চাচ্ছে জাতীয় সংহতি। সকলের মধ্যে আজ নতুন ক'রে জাতীয় চেতনা এনে দেবার দরকার। পার্কে পার্কে তাই জাতীয় নাটক পরিবেশন ক'রতে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী। জাতীয় সঙ্গীতের প্রভাত-ফেরী বেরুচ্ছে পথে পথে। এ সম্পর্কে আমাদেরও চুপ ক'রে থাকা উচিৎ নয়। গুরুজি এখানে থাকলে কোনো প্রশ্নই ছিল না। মিহির গোস্বামী বললেন—আমাদের স্কুল থেকেও জাতীয় সঙ্গীতের মিছিল বের করা দরকার। এ সম্পর্কে আপনাকে তিনি ভার নিতে ব'লেছেন। স্কুলে এতদিন জাতীয় সঙ্গীত শেখাবার কোনো

প্রোগ্রাম ছিল না। ছেলে-মেয়েরা তৈরী হ'য়েই আছে, এখন আপনি এসে তৈরী ক'রে নিলেই সবাই কাজে নামতে পারে।'

হেনা বললোঃ 'কিন্তু এ ব্যাপারে পলিটিক্যাল লীডাররা শক্ত না হ'লে রাতারাতি স্বদেশী সঙ্গীতের মিছিল বার ক'রে কি দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে?'

—'অনেকখানি কাজ হবে বৈ কি!' শোভনা গলার স্বরকে এবারে আরও কিছুটা দৃঢ় ক'রলো।—'আমরা যদি আমাদের কর্তব্য থেকে পিছিয়ে থাকি, তবে আমাদের উপরেও যে কম ধিক্কার জমে' উঠবে না হেনাদি! আজ যদি সবাই যার যার পুঁজি নিয়ে পথে এসে দাঁড়ায়, তবে তাদের রুখবে কে?' তারপর থেমে বললোঃ 'আমাদের বোধ করি এ সম্পর্কে আর দেরী করা উচিৎ হবে না।'

এবারে জবাব দিতে গিয়ে কিছুক্ষণ থামতে হ'লো হেনাকে। শোভনাকে প্রথম প্রথম যেমনটা মনে হ'য়েছিল, হেনা ভেবে দেখলো, ঠিক তেমন ভিজে-স্বভাবের নয় শোভনা, ওর মধ্যে কিছুটাও অন্ততঃ বারুদ আছে, আর আছে ব'লেই হয়তো পল্লবদার স্কুলে ভর্তি হয়ে গানের মধ্য দিয়ে ও আজ দেশের কথা বড় ক'রে ভাবতে পারছে! গানের সব চাইতে বড় সম্পর্কটাই :যে দেশের সঙ্গে। যে গান দিয়ে দেশের চিত্ত জয় করা না গেল, যে গানের মধ্য দিয়ে দেশ বড় হ'য়ে না উঠলো, সেই গানকে আর যাই বলা যাক, অন্ততঃ সঙ্গীত বলা যায় না। পরিপূর্ণ সংস্কার এবং পরিপূর্ণ উজ্জীবন চাই, আর তার একমাত্র আধার হ'চ্ছে গান। পল্লবদা এই তো চেয়েছিলেন, এই ভারই তো দিতে চেয়েছিলেন তিনি হেনাকে। সে ভার মাথা পেতে নিয়েছিল সে। কিন্তু আজ অবধি স্কুলের হ'য়ে কোনো কাজ ক'রবার সুযোগ পায়নি হেনা। এতদিনে আজ হয়তো সে-সুযোগ এলো।

অনেকক্ষণ কথাগুলো নিয়ে ভাবলো হেনা। তার খেয়ালই নেই যে, কপিল তার জন্যে গাড়িতে অপেক্ষা ক'রছে।

শোভনা বললো : 'মিহির বাবুকে গিয়ে আমি বলি যে, আপনি স্কুলে এসে সব ব্যবস্থা ক'রছেন।'

আর এতটুকুও ইতস্ততঃ ক'রলো না হেনা, বললো : 'বেশ, তাই ক'রবো।'

এবারে শোভনা আর অপেক্ষা ক'রলো না; বললো : 'গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে আপনার অনেক সময় নষ্ট ক'রলাম, কিছু যেন মনে ক'রবেন না। আমি তা হ'লে যাচ্ছি, নমস্কার।' ব'লে পুনরায় পথে বেরিয়ে প'ড়লো শোভনা।

গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বাঁপাশের দরজাটা মেলে ধ'রে কপিল বললো : 'তাড়াতাড়ি বেরুতে চাইলে কি হবে, পদে পদে বাধাই কি কম!'

এবারে নিজে থেকেই পিছনের সিটের দরজা খুলে গাড়িতে চেপে ব'সলো হেনা, বললো : 'ও দরজাটা হাঁ ক'রে খুলে রেখেছেন কেন, আমি তো ব'সে প'ড়েছি, চলুন!'

কপিলের ইচ্ছে ছিল না যে, হেনা গিয়ে পিছনের সিটে বসে। কিন্তু যখন ব'সে প'ড়লো, তখন এখানকার এই পরিবেশে মুখ ফুটে কিছু-একটা বলতেও পারলো না। নিজের বাঁপাশের দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ ক'রে দিয়ে এবারে গাড়িতে স্টার্ট দিল সে। গাড়ি চ'লতে সুরু ক'রলো। সামনের ছোট্ট আয়নার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট চোখে প'ড়ছিল তার হেনাকে। একসময় জিজ্ঞেস করলো : 'স্বদেশী গানের ব্যাপার ব'লে মনে হ'লো! কোনো স্কুলের পক্ষ থেকে ডিমস্ট্রেশনের ব্যবস্থা হ'চ্ছে বুঝি?'

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে হেনা বললো : 'আমার গানের টিউটারের স্কুলের ফাংশন। ঐ স্কুলেরই এ্যাড্‌ভান্সড্ ক্লাসের ছাত্রী শোভনা। ভাগ্যিস বেরুতে গিয়ে দেখা হ'য়ে গেল, নইলে ওকে মিছেমিছি ঘুরে যেতে হ'তো।'

এবারে ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে হেনার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে কপিল বললো: 'বাঃ, নামটা তো বেশ, শোভনা; যে ঘরে যাবে, নিশ্চয়ই সেঘরের শোভা বৃদ্ধি ক'রবে।'

হেনা বললো: 'আপনার যখন ভালো লেগেছে, তখন ঘট্‌কালি ক'রে দেখবো না কি বলুন? লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে আপনার ঘর।'

গাড়ি দিব্বি মাঝারি স্পীডে চ'লছিল। এবারে স্পীডটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে কপিল বললো: 'সংসারে সকলের জন্যে সব ক্ষেত্র নয়, আপনাকে তাই মিথ্যে ঘট্‌কালিতে মন দিয়ে বেচারিকে অতিষ্ঠ ক'রে লাভ নেই। ফুলকে তার নিজের স্বভাবে ফুটতে দেওয়াই ভালো, তাকে জোর ক'রে ফোটাতে গেলে হঠাৎ পাঁপড়ি ঝ'রে যাবার সম্ভাবনা।'

মুখ টিপে হেসে হেনা বল্‌লো: 'কে বলবে আপনি ব্যবসায়ী, কথায় যে কবিদেরও হার মানান! বীরেন শুন্‌লে আপনার এ কথার পাল্টা জবাব দিতে পারতো। তা—বীরেনকে না পিক্‌-আপ ক'রে আনতে ব'লেছিলাম আপনাকে, আনলেন না তো?'

সত্য গোপন ক'রে কপিল বললো: 'বাই-দি-বাই, কথাটা বল্‌তেই ভুলে গেছি এতক্ষণ আপনাকে। সকালেই আমি ড্রাইভারকে পাঠিয়েছিলাম বীরেনের খোঁজে, কিন্তু গিয়ে দেখা পায়নি। কি করা যাবে বলুন?'

কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে হেনা এবারে চুপ ক'রে গেল।

গাড়ি চ'লতে লাগলো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলকে ছাড়িয়ে এসে কপিল আর একবার ঘাড় ফেরালো হেনার দিকে।—'পাশে যায়গা থাকতে আপনি মিছেমিছি গিয়ে পিছনে ব'সলেন। এভাবে কি কখনও বেড়ানো হয়, না কথা বলা যায়! আমি গাড়ি বাঁধছি, আসুন, এদিকটায় এসে বসুন।' ব'লে গাড়ির স্পীড কমিয়ে ব্রেক ক'ষতে গেল কপিল।

বাধা দিয়ে হেনা বললো : 'এই তো দিব্বি কথা বলতে বলতে যাচ্ছি, কিচ্ছু অস্থবিধে নেই, চলুন।'

অগত্যা—। আবার গাড়িতে স্পীড বাড়ালো কপিল, কিন্তু দারুন একটা অপ্রসন্নতায় মনটা তার ভ'রে গেল।

খানিকটা পথ এগিয়ে একসময় হেনা বললো : 'ওদের স্কুলের স্বদেশী গানের ব্যাপারে আমি কি ভাবচি জানেন, ভাবচি—বীরেনের ন্যাশনাল স্পিরিটকে এবারে কাজে লাগাবো। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ডি-এল-রায় আর নজরুলের গান তো দেশ শুদ্ধ সবাই গায়, তাতে চার্ম নেই। বীরেনকে দিয়ে নতুন স্বদেশী গান রচনা করিয়ে নতুন সুরে সবাইকে দিয়ে আমি গাওয়াবো। কেমন, ভালো হবে না কপিল বাবু?'

কপিল মনে মনে এবারে আরও বেশী বিরক্ত হ'লো। বীরেনের প্রসঙ্গ স্থরু হ'লে হেনা যেন আর থামতে চায় না। বীরেন সঙ্গে না এলেও নেপথ্য থেকে এই দীর্ঘ বিলম্বিত পথ সে এভাবে তার অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রবে, আর কপিল মিথ্যেই গাড়ি ড্রাইভ ক'রে নিজের মধ্যে একটার পর একটা ছলনার মুখোস পাল্টাবে, এজন্যে প্রস্তুত ছিল না সে। মনে মনে বিরক্তি নিয়েই হেনার কথার জবাবে সে বললো : 'তা মন্দ কি। কিন্তু অভ্যাসের বড় বালাই, জানেন তো মিস চাটার্জি! পূর্বসূরীদের গানের সুর প্রতিটি বাঙালীর কানে লেগে আছে, সেখানে নতুন কম্পোজিশনে দেশের লোক কতটা সাড়া দেবে, সেইটেই বিচার্য। তা ছাড়া সাড়া দেবার মতো জনচিত্তই বা আজ কোথায়? গত ষোল বছরের শাসনে সারা ভারতের চুয়াল্লিশ কোটি মানুষ যেন পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগে পাকিস্তানী অনুচরেরা এখানে নতুন ক'রে পাকিস্তান কায়েম ক'রতে উঠে প'ড়ে লেগেছে, চীনা সৈন্যেরা যে পর্যন্ত এসে ঘাঁটি ক'রেছে, সেখান থেকে আর ন'ড়ছে না। এদিকে আমরা মুখে ডিমোক্রাসি আওড়াচ্ছি আর পদে পদে আমাদের অযোগ্যতা ঢাকবার জন্যে কাগজে-পত্রে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন চাচ্ছি।

এই ক'রে আমাদের ব্যবসা ফ্লাওয়ারিশ ক'রবার যেটুকু বা স্কোপ ছিল, তা দিনকে দিন মাটি হচ্ছে।'

সামনেই পথের মাঝখানে একটা ষাঁড় একটা কালো গাইকে তাড়া ক'রছিল। বাধা পেয়ে বার তিন চার জোরে জোরে হর্ণ বাজালো কপিল।

হেনা বললো: 'কেন, ব্যবসাদারদেরই তো মজা। মাছের ভেড়ী-ওয়ালা থেকে ধান-চালের মহাজনেরা অবধি মুনাফার লোভে আজ কী না ক'রছে! আপনাদের ব্যবসার খবর আমি অবিশ্যি জানি না, কিন্তু চলতি বাজারের ব্যবসার যা রূপ আজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তাতে এই ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধেও আজ ক্যাম্পেন গ'ড়ে তোলা দরকার। দেশের কোটি কোটি লোক খেয়ে প'রে সুস্থ জীবন নিয়েই যদি না বাঁচতে পারলো, তবে দেশ সম্পর্কে তাদের মমতাই বা আসবে কোত্থেকে?'

এবারে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু-একটা জবাব দিল না কপিল। একটুকাল চুপ ক'রে থেকে পরে বললো: 'আপনি এত কিছুও ভাবেন মিস চাটার্জি?'

—'এ আজ শুধু আমার ভাবনা নয়, প্রতিটি মানুষের ভাবনা।' থেমে হেনা বললো: 'কই, আপনার গ্রাম আসতে আর কত দূর?'

কাচের ভিতর দিয়ে এবারে সামনের পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে কপিল বললো: 'গ্রাম অবিশ্যি আর আধ মাইল পর থেকেই সুরু, কিন্তু সুরু থেকেই যদি আরম্ভ করি, তবে শেষ ক'রবো কোথায়? চলুন বরং সোজা সুকদেবপুর গিয়ে থামি; সব গ্রাম তো আর একবেলায় দেখা হ'য়ে উঠবে না, কয়েকটা ভালো গ্রাম অন্ততঃ দেখে যান। সুকদেবপুর থেকে আমরা জগদীশপুরে এসে বরং কিছু খেয়ে নেবো, তারপর ফুলেশ্বর, বিবিরহাট, রায়পুর আর ঠাকুরপুকুর হ'য়ে ক'লকাতায় ফিরবো।'

এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য ক'রবার নেই হেনার। যে যায়গা তার একেবারেই অপরিচিত, সেখানে কোথা থেকে সুরু ক'রে কোথায় এসে দেখা শেষ ক'রবে, সে দায়িত্ব একান্তই কপিলের। তাই একরকম নির্বিকার ভাবেই হেনা বললো: 'চলুন।'

গাড়ি এবারে আরও কিছুটা এগিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় পড়লো। দু'পাশে চাষের জমিতে ফসলের প্রাচুর্য, তা ছাড়া ছোট-বড় কুটীর আর গাছ-গাছালিতে ভর্তি। ক'লকাতা ছেড়ে এসে এপথ দিয়ে যেতে বেশ লাগে। উপরে অবারিত আকাশ, হাওয়া বইছে হু-হু ক'রে, লেকের হাওয়ার চাইতেও মিষ্টি, সবুজে শ্যামলে চারদিকে মাখামাখি।

সামনেই একটা ঝাউবনের পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে প'ড়লো কপিল। সঙ্গে সঙ্গে হেনাও নেমে প'ড়লো।

—'কেমন লাগছে যায়গাটা? খুব ফাঁকা, খুব নির্জন, তাই না? এখানে সব চাইতে আগে যাদের সাড়া পাওয়া যায়, তারা হ'চ্ছে এই বনের নানা জাতের পাখি। আমি বিলেত যাবার আগে মনে আছে এখান থেকে একবার পাখি শিকার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

এবারে ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটাকে খুলে নিতে নিতে হেনা বললো: 'তাই বুঝি? যায়গাটা সত্যিই সুন্দর। এরকম কত গ্রাম আমাদের এই পশ্চিম বাংলাতেই ছড়িয়ে আছে, অথচ কিছু দেখা হ'লো না।'

কপিল বললো: 'আপনি যদি দেখতে চান তো আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। আমিও যে খুব বেশী গ্রাম দেখেছি, এমন নয়; আপনার উপলক্ষ্যে আমারও দেখা হ'য়ে যাবে।'

উত্তরে হয়তো নিজের অসুবিধের কথাটাই তুলে ধ'রতে যাচ্ছিল হেনা, হঠাৎ তার মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক বুনো পায়রা উড়ে যেতে

দেখে কেমন অদ্ভুত চঞ্চল হ'য়ে উঠলো সে। বললো: 'দেখুন, দেখুন, কি সুন্দর পায়রাগুলো! এদের নাকি শিকার ক'রতেও কারুর মন চায়? ওরা হ'চ্ছে শান্তির দূত।' ব'লে ক্যামেরাটাকে চোখের সামনে তুলে ধ'রে একটা স্নাফ নিতে চাইল হেনা, কিন্তু পারলো না, সেই মুহূর্তেই পায়রাগুলো ঝাউবনের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কপিল বললো: 'ফেইলিওর ইজ দি পিলার অব সাক্‌সেস। ভাববার কিছু নেই, সারাদিনে ভালো ভালো অনেক স্নাফ নিতে পারবেন। চলুন, ঘুরে ঘুরে দেখবেন।' ব'লে একটা চড়াই-উতরাই মেঠো পথ ধ'রে এগোতে সুরু ক'রলো কপিল।

তাকে অনুসরণ ক'রে হেনা জিজ্ঞেস করলো: 'এসব অঞ্চলে সাপ জোঁক টোক কিছু নেই তো?'

—'সাপ থাকলেও এ সময়ে অন্ততঃ আমাদের দেখা দেবে না।' থেমে মুখ টিপে হেসে কপিল বললো: 'জোঁক আপনি কখনও দেখেছেন, দেখলে চিনতে পারবেন?'

—'তা অবিশ্যি দেখিনি, কিন্তু শুনেছি—বড় বিশ্রী।'

কপিল বললো: 'তবে আর ভয় নেই, হাঁটুন।'

আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধ'রে, কখনও-বা কচি ঘাসের বুকে পা ফেলে ফেলে এগোতে লাগলো হেনা। চারদিকের দৃশ্যগুলো বেশ লাগছিল তার। কোথাও কুমোর ব'সে মাটির ঘড়া বানাচ্ছে, কোথাও গাছের নির্জন ছায়ায় ব'সে কোনো গৃহস্থ কর্তা তার ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠির মাথায় সূতো জড়িয়ে জড়িয়ে জাল তৈরী ক'রছে, কোথাও পুকুর-ঘেরা কলা আর নারকেল গাছ ফলন্ত হ'য়ে আছে, কোথাও বা ঘাটের পথে যেতে যেতে কলসি কাঁখে কোনো চাষি-বউ তাদের দেখে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়েছে। যত এগোচ্ছিল, এই দৃশ্যগুলো একের পর এক চোখের সামনে ভেসে উঠে মনটাকে মাতাল ক'রে দিচ্ছিল হেনার। সেই সঙ্গে ক্যামেরাটাও থেমে ছিল না।

ফিরে এসে আবার মোটরে চাপলো ছ'জনে, তারপর রাজপুর, বেলেডাঙ্গা, মালঞ্চ আর নেত্রা পেরিয়ে পুনরায় এসে নেমে প'ড়লো তারা জগদীশপুরে।

হেনা বললোঃ 'গ্রামগুলোর নাম কিন্তু ভারী সুন্দর। এককালে নিশ্চয়ই হয়তো এ নামগুলোর বিশেষ অর্থ ছিল, আজ হয়তো লোকের মন থেকে হারিয়ে গেছে।'

—'চিরকাল তাই তো যায়।' থেমে কপিল বললোঃ 'জন্মে অবধি বালীগঞ্জের পরিবেশে আপনি মানুষ, এসব নিরেট গ্রাম আপনার এত ভালো লাগবে, ভাবতেই পারিনি। জানি না এসব অঞ্চলে বাস ক'রতে হ'লে আপনি কি ক'রতেন!'

হেনা বললোঃ 'তবে একটা পরিশ্রম থেকে আমি বাঁচতাম, টবে ক'রে ছাদে অন্ততঃ আমাকে ফুলবাগান সাজাতে হ'তো না; এখানকার এরকম পরিবেশে ঘরের চারদিকে ফুল আপনি থেকেই ফুটে থাকতো।'

. এবারে গাড়ি থেকে সঙ্গে-আনা টিফিন-কেরিয়ারটাকে হাতে নিয়ে কপিল বললোঃ 'চলুন, ঘুরে দেখবেন।'

আবার মেঠোপথে পা বাড়ালো হেনা।

একটু ভিতরে গিয়ে পথটা চ'লে গেছে ডাইনে আর বাঁয়ে সবেদা আর লিচুবাগানের মাঝ দিয়ে। পাশেই ছোট্ট একটা ডোবার পাড়ে ব'সে ছ'টি বাচ্চা ছেলে বর্শি ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা ক'রছে।

হঠাৎ পায়ের গতি শ্লথ ক'রে হেনা জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'এখানে তোমরা মাছ পাও?'

এবারে ছ'টি ছেলেই একসঙ্গে সমস্বরে ব'লে উঠলোঃ 'হ্যাঁ, এখানে এত কই মাছ যে, ধ'রে শেষ করা যায় না।'

—'ধরে দেখাও তো কেমন!' ব'লে একপলক কপিলের মুখের দিকে তাকালো হেনা।—'একটু দাঁড়িয়ে যাই, কি বলেন!'

উত্তরে কিছু-একটাও না ব'লে মুখ টিপে হেসে পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরিয়ে নিল কপিল।

হেনা এর আগে কোনোদিন সিগারেট খেতে দেখেনি কপিলকে, তাই হঠাৎ সে প্রশ্ন ক'রে ব'সলো: 'আপনি সিগারেট খান কপিল বাবু?'

ধোঁয়া ছেড়ে কপিল বললো: 'সংসারে যা যা খাবার বস্তু আছে, তার সবগুলো সম্পর্কেই আমার লালসা অত্যন্ত প্রবল। এ ব্যাপারে আমার কোনো প্রেজুডিস নেই।'

—'থাকা উচিৎ।' ব'লে চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই হেনা লক্ষ্য ক'রলো—সত্যি সত্যিই বর্শিতে মাঝারি রকমের একটা কই মাছ উঠে এসেছে। দেখে হেনার খুসী আর ধরে না। বললো: 'দাঁড়াও, একটা ছবি তুলি তোমাদের।'

ছেলে দু'টির এবারে কী আনন্দ!

যেতে যেতে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হেনা একবার উচ্চারণ ক'রলো: 'লক্ষ্মী ছেলে।'

কিছুক্ষণের জন্যে বুঝি এবারে মাছ ধরা ভুলে গেল ছেলে দু'টি। যতক্ষণ-না কপিল আর হেনা চোখের অদৃশ্য হ'লো, অপলক নেত্রে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

এদিকে ওদিকে ঘুরে দেখতে দেখতে বেলা অনেক হ'য়ে গিয়েছিল।

কপিল বললো: 'চলুন এবারে কোথাও ছায়া দেখে বসি। ক্ষিদে চেপে রাখা কোনোদিন আমার কোষ্ঠীতে লেখেনি। কিছু খেয়ে নিই, তারপর বরং আবার হাঁটতে স্নুরু করবো।'

হেনার তেমন-একটা খাবার গরজ না থাকলেও আপত্তি ক'রলো না। গ্রাম দেখা শেষ ক'রে একসময় এসে একটা ছায়া-ঘেরা কদম গাছের নীচে বসলো দু'জনে। লুচি, আলুর দম, মিষ্টি—কিছুই আনতে বাদ রাখেনি কপিল; আলাদা ফ্লাস্কে ক'রে জল অবধি

এনেছে। পাকা সাংসারিক বুদ্ধির মানুষ। তবু একবার প্রশ্ন করলো : 'অসুবিধে হবে না তো খেতে ?'

সলজ্জে হেনা বললো : 'কি যে বলেন ! আসলে আমার এসবে দরকারই ছিল না।'

খাবার মুখে পুরে কপিল বললো : 'সারাদিনের হাঁটার ধকলটা তো এখন বুঝবেন না, বুঝবেন বাড়ি ফিরে গিয়ে। তার মধ্যে এটুকু হ'চ্ছে সামান্য রেজিস্ট্যান্স ; এরপর বিকেল অবধি মোটামুটি কাটানো যাবে।'

এবারে কিছু-একটাও না ব'লে খাবার মুখে তুলে মাথা নিচু ক'রে নিল হেনা।

একটুকাল থেমে একসময় কপিল বললো : 'একটা কথা কিন্তু আজ অবধি আপনাকে জিজ্ঞেস ক'রবার সুযোগ পাইনি মিস চাটার্জি ! এতদিন তো আমাকে দেখছেন, আমার সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয় ?'

. হেনা বললো : 'অদ্ভূত প্রশ্ন ক'রলেন তো আপনি ! কি আবার মনে হবে, মনে হ'য়েছে—সাধারণ স্তরের মানুষ ব'লে যাদের জানি, আপনি সে দলের ন'ন।'

—'অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের প্যাশান, গ্রীড, হাঙ্গার, ইগো, আমার মধ্যে এ সব কিছুই নেই ?'

—'তা কেন, তা থেকেও আপনি হয়তো তার ঊর্ধ্বে !'

খাবার শেষ ক'রে এবারে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি টেনে নিল মুখে কপিল, তারপর বললো : 'কেন, রিপুর এই তাড়নাগুলোকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাকে ভাবা যায় না !'

খাবার শেষ ক'রে হেনাও ততক্ষণে হাত ধুয়ে নিয়েছিল। বললো : 'অন্ততঃ ভাবতে মন চায় না।'

টিফিন-কেরিয়ার আর ফ্লাস্‌কটাকে পুনরায় হাতে ক'রে নিয়ে এবারে যায়গা ছেড়ে উঠে প'ড়লো কপিল ; বললো : 'তাই যদি, তবে ঘর

থেকে সুরু ক'রে এ-অবধি গাড়িতে সামনের সিটে এসে না ব'সে পিছনে ব'সে কাটালেন কেন?'

স্বাভাবিক কণ্ঠেই হেনা বললো: 'আপনার সম্পর্কে কিছু ভেবে তো বসি নি, চিরকালের অভ্যাসেই গিয়ে ব'সেছি।'

—'অভ্যাস!' শব্দটা উচ্চারণ ক'রে একবার হেনার মুখের দিকে তাকালো কপিল, তারপর আপন মনেই আর একবার উচ্চারণ ক'রলো: 'হ্যাবিট ইজ দি সেকেণ্ড নেচার।'

হেনা বললো: 'ঠিক তাই।'

চারদিকে একবার চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে কপিল বললো: 'জগদীশপুরেই দেখছি বেলা প্রায় প'ড়ে এলো। এরপর ঠাকুরপুকুরের কাছাকাছি ফুলেশ্বর, বিবিরহাট আর রায়পুর দেখা শেষ ক'রে যেতে অনেক সময় নেবে। তার চাইতে ফুলেশ্বরের ভিতর দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলুন বিবিরহাটে গিয়ে পড়ি। এসব গ্রাম প্রায় একরকমই দেখতে; তবু বিবিরহাটের হাট দেখে মফঃস্বলের হাট সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে যেতে পারবেন।'

হেনা বললো: 'তাই চলুন।'

গাড়িতে এসে আর-একবার তার পাশে গিয়ে ব'সতে ইঙ্গিত ক'রে দরজাটাকে হাত দিয়ে খুলে ধ'রলো কপিল।

কিন্তু এবারও তাতে সাড়া না দিয়ে পিছনের সিটে গিয়ে ব'সতে ব'সতে মুখ টিপে হেসে হেনা বললো: 'কিছু মনে ক'রবেন না কপিল বাবু, এ যাত্রা বরং আমার পুরণো অভ্যাসটাই থাক।'

মনে মনে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়েই এবারও দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ ক'রে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল কপিল।

ফুলেশ্বরের ভিতর দিয়ে গাড়ি যখন বিবিরহাটে এসে প'ড়লো, বিকেলের রোদ তখন গাছের মাথায়।

পাশেই একটা সিঁড়ি-বাঁধানো পুকুরে আট দশটা রাজহাঁস খেলে বেড়াচ্ছিল। চোখে প'ড়তেই নিজের মধ্যে ভারী চঞ্চল হ'য়ে উঠলো

হেনা। বললো: 'বাঃ, ভারী সুন্দর তো!' সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা তুলে নিয়ে পর পব গোটা দুই স্নাফ নিয়ে নিল সে।

পাশে দাঁড়িয়ে কপিল বললো: 'কিন্তু এর চাইতেও এ্যাট্রাক্টিভ স্নাফ নিতে আমি জানি।'

—'কি রকম, দেখান।'

এবারে আর একটুকালও অপেক্ষা ক'রলো না কপিল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পুকুরের সিঁড়ি ভেঙ্গে জল অবধি নেমে গেল সে, তারপর কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটা হাঁসকে ধ'রে এনে বললো: 'ক্যামেরাটা আমাকে দিন, আপনি হাঁসটাকে কোলে নিয়ে একটু হাসি-হাসি মুখ ক'রে দাঁড়ান, দেখুন কি রকম অদ্ভুত ছবি হয়।'

হেনা বললো: 'আপনি রিয়্যালি আর্টিষ্ট।'

—'হ'তে আব দিলেন কোথায়?' ক্যামেরাটাকে এবারে চোখের সামনে তুলে নিয়ে কপিল বললো: 'রেডি, ওয়ান—টু—'

ক্লিক্—।

হেনা বললো: 'ইচ্ছে ক'বছে হাঁসটাকে নিয়ে যাই।'

কপিল বললো: 'তা হ'লে চুবির দায়ে প'ড়তে হবে; তার চাইতে ছেড়ে দিন, ও নিজে থেকেই আবার পুকুরে নেমে যাবে।'

হেনা এবাবে তাই ক'রলো। তাবপর সবুজ ঘাসের পথে নেমে গেল দু'জনে।

একটু বাদে কৌতুহল বশেই হেনা জিজ্ঞেস ক'রলো: 'এ গ্রামের নাম বিবিবহাট হ'লো কেন, ব'লতে পারেন?'

কপিল বললো: 'ঠিক জানি না, তবে মনে হয়—কোনোকালে এখানকার কোনো মুসলমান জমিদার তার বিবির নামে হয়তো হাট প্রচলন ক'বেছিল, কিম্বা বিবিরাই তখন এখানকার হাটে হয়তো সওদা ক'রতো, তাই এই নাম।'

হেনা বললো: 'হয়তো দু'টোই সত্যি, অথবা কোনোটাই নয়, তবু নামটা শুনতে কিন্তু বেশ।'

উত্তরে একরকম অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই কপিল হঠাৎ বললো: যেমন হেনা নামটা বেশ। মনে হয় কেউ যেন কোনো ফুলকে ডাকছে। মাঝে মাঝে আমারই ইচ্ছে হয় অম্নি ক'রে ডাকি—যেমন ক'রে ডাকে বীরেন।'

সে কথার কোনো স্পষ্ট জবাব না দিয়ে হেনা বললো: 'মাঝে মাঝে মনে হয় বীরেন সম্পর্কে আপনি ভারী জেলাস।'

—'অনেকটা ওস্‌মান আর জগৎ সিংহের মতো, তাই না?' ব'লে কেমন একটা অদ্ভুত কামনাসিক্ত দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলো কপিল হেনার মুখের দিকে।

কিন্তু সে-দৃষ্টি হেনার চোখে প'ড়লো না। কথায় কথায় এমন একটা ঘন বাঁশ-বনের সরু পথে এসে প'ড়েছিল তারা যে, পরন্তু রোদের আভাটুকু অবধি এখানে বিরল। হাঁটা-পথে কথা ব'লতে ব'লতে এতক্ষণ সেদিকে লক্ষ্য যায় নি হেনার। এবারে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসতেই চারদিকে একবার ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললো: 'এ কোন্ ঘন আলোহীন বনের মধ্যে নিয়ে এলেন কপিলবাবু? এখান থেকে যে বাইরের কোথাও আর দৃষ্টি যায় না!'

কপিল বললো: 'গ্রামকে শুধু আলোতেই দেখবেন, অন্ধকারে দেখবেন না, এই বা কেমন?'

—'কিন্তু ভয় নিয়ে কখনও বেড়ানো হয় না।' সন্ত্রস্তকণ্ঠে হেনা বললো: 'এখানে আমার যেন কেমন ভয় ক'রছে, চলুন এখান থেকে বেরুই।'

কপিলের মন থেকে এবারে বোধ করি লজ্জার বেড়াটা একেবারেই ধ্ব'সে গেল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে হেনার একখানি হাত সজোরে চেপে ধ'রে বললো: 'আমার সঙ্গে আসতেই যদি ভয় না ক'রলো, তবে আর এই বাঁশবনকে এত ভয় কি হেনা?'

—'আঃ কি ক'রছেন কপিলবাবু, হাত ছাড়ুন।' বুকের ভিতরটা সহসা কেমন আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো হেনার, কেঁপে কেঁপে উঠলো

গলার স্বর। বললো : 'মনে হ'চ্ছে আপনি হঠাৎ খুব ইমোশন্যাল হ'য়ে পড়েছেন ?'

কপিল বললো : 'নগরের কর্মকোলাহলের বাইরে মানুষ তো এম্‌নি সব পরিবেশে এসেই ইমোশনাল হয়। কাচা মাটির গন্ধ পেলে বাসনার পাঁপড়িগুলি আপনি থেকেই খুলে আসে।' ব'লে এবারে দু'হাতে সজোরে জড়িয়ে ধ'রলো কপিল হেনাকে, তারপর তার অনাঘ্রাত যৌবনকে যতখানি পারলো, নিংড়ে নিতে চেষ্টা ক'রে বললো : 'আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা যে কত মিথ্যে ছিল, তাই ভাবি। প্যাশান, গ্রীড, হাঙ্গার, ইগো—এ সবকে অতিক্রম ক'রে আমি নই। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ক'রে চাই হেনা, চিরকালের ক'রে পেতে চাই, তাতে আর কারুর ভাগ থাকবে না। এর মধ্যে মিথ্যে নেই, ছলনা নেই। বলো আপত্তি নেই তোমার, বলো—রাজি আছো ?'

অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও কথা ব'লতে পারেনি হেনা, এবারে কপিলের বাহুপাশ থেকে নিজেকে যথাসম্ভব মুক্ত ক'রে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেনা প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলো : 'ভেবেছিলাম, আপনি আর্টিষ্ট, আপনি কবি, বাট হোয়াট এ ব্রুট, হোয়াট এ ক্রিচার ইউ আর ! ছিঃ কপিলবাবু, এতকাল আপনি তবে কালচারের মুখোস প'রে এই ঘৃণ্য মন নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন ? এই জন্যে আপনি আমাকে ক্যামেরা প্রেজেণ্ট ক'রেছিলেন, আর বাবার কাছে নিজেকে এস্টাব্লিশ ক'রবার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি ! ভাবতে পারি না যে আপনি বীরেনের বন্ধু হ'লেন কি ক'রে ?'

কপিলকে কিন্তু এতটুকুও উত্তেজিত হ'তে দেখা গেল না, বললো : 'বীরেনের তা হ'লে প্যাশান আর হাঙ্গার ব'লে কিছু নেই ! হি নোজ্‌ মি বেটার দ্যান এনি বডি এল্‌স, এ্যাণ্ড আই ট্র্যা। বীরেনকে যদি তুমি মন দিতে পারলে, তবে আমাকে দিতেই বা আপত্তি কি মিস চাটার্জি ?'

বুকের ভিতরটা কেবলই কেঁপে কেঁপে উঠছিল হেনার, বললো: 'মেয়েদের আপনারা যা ভাবেন, তা নয়। বীরেন আমার শুধু ক্লাস-মেট, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার মধ্যে আমি যেন বীরেনকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনি এখান থেকে আমাকে বাইরে নিয়ে চলুন কপিলবাবু; তারপর আপনাকে আর দরকার হবে না।'

কপিল এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললো: 'কেন, একাই ফিরে যেতে পারবেন ব'লে ভরসা রাখেন নাকি? সন্ধ্যায় আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আপনাদের ঘর থেকে যে আমার চা খেয়ে আসার কথা!'

ভাবলো—এ কথার কোনো জবাব দেবে না হেনা, কিন্তু জিহ্বা বারণ মানলো না, বললো: 'চা বরং আপনি নিজের ঘরে গিয়েই খাবেন, সেইটেই স্বাভাবিক হবে।'

বাঁশ-বনের বাইরে আসতে আসতে কপিল বললো: 'আই ইনটেনডেড টু হ্যাভ এ পার্মামেন্ট স্যুইট রিলেশন উইথ ইউ, বাট—'

কথাটা শেষ হ'লো না। সেই মুহূর্তেই শুকনো বাঁশপাতার উপর দিয়ে একটা শিয়াল দৌড়ে পালিয়ে গেল; মনে হ'লো—কোনো লোক বোধ করি এতক্ষণ তাদের অনুসরণ ক'রে হঠাৎ ছুটে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে প'ড়লো।

বাইরে এসে মোটরের দরজা খুলতে খুলতে কপিল বললো: 'চলুন, অন্ততঃ আপনাকে পৌঁছে দিই। ইউনিভার্সিটির পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হ'য়ে গ্রামের আনএডুকেটেড মেয়েদের মতো বাজে রাগ ক'রে কিছু একটা বিপদে প'ড়বেন, সেই কি ভালো?'

হেনা বললো: 'সারাদিন গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে যখন গ্রামের মেয়ে হ'তে পারিনি, তখন বিপদের কথাটা নাই বা ভাবলাম।' তারপর ব্যাগ সুদ্ধ ক্যামেরাটাকে ছুঁড়ে গাড়ির সিটের উপর ফেলে

দিয়ে পুনরায় হেনা বললো : 'ক্যামেরা রইল, আর কাউকে দিলে হয়তো সেখানে আপনি সুইট রিলেশন পেয়ে যেতে পারেন।'

উত্তরে কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল কপিল, কিন্তু পারলো না। তার আগেই হেনা দ্রুত পায়ে সোজা বড় রাস্তায় উঠে গিয়েছিল। আসার সময় তার চোখে প'ড়েছিল—এ পথে বাস যাতায়াত করে। দেখলো—অনেক পথ পেরিয়ে এলেও অনুমান তার মিথ্যে নয়।

গাড়ি থেকে একবার চিৎকার ক'রে ডাকলো কপিল : 'মিস চাটার্জি!'

শুনতে পেয়েও আর পিছন ফিরে তাকালো না হেনা। সেই মুহূর্তেই দক্ষিণ থেকে একটা বাস এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাতে উঠে প'ড়লো সে।

॥ কুড়ি ॥

বাসে উঠেও যে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিল হেনা, এমন নয়। চারদিকে তখন গোধুলির ছায়া। এখান থেকে এস্‌প্লানেডে গিয়ে পোঁছাতে পোঁছাতেই সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। অথচ এ-সময় নাগাদ তার বাড়ি পোঁছে যাবার কথা ছিল। মা আর বাবা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভাবচেন্। বীরেন হয়তো কথামতো প্রফেসারের কাছ থেকে সাজেশান নিয়ে এসে ফিরে গেছে। কথাগুলো মনে আসতেই বাসের ভিড়ে নিজের মধ্যে আরও বেশী ঘেমে উঠলো হেনা। সেই সঙ্গে মনে প'ড়তে লাগলো আজ সকাল থেকে এই অবধি ঘটনার পর ঘটনাগুলি। যে সংস্কৃতির আলোকে তার জন্ম, সেখানে সহজ মন নিয়ে কারুর সঙ্গে মিশতে কোনোদিন সংস্কার রাখেনি সে। তাই ব'লে তার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে কেউ তার উপর জুলুম ক'রবে কিম্বা কোনো অস্বস্তিকর পরিবেশে তার নারীত্বের লাঞ্ছনা ক'রবে, তাকে মুখ বুজে নীরবে স্বীকার ক'রে নেবার মতও দুর্বল নয় সে। অনেক ধৈর্য এবং অনেক স্বদেশিয়ানা ও বিলেতিয়ানা প্রকাশের মধ্য দিয়ে কপিল তাকে যতখানি কাছে পেয়েছিল, তা হেনা নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই দিয়েছিল। কিন্তু সামান্য একটা মুহূর্তের উত্তেজনায় কপিল আজ অপরিচিতের চাইতেও বেশী অচেনা হ'য়ে গেল তার কাছে। আজ যেমন ভারতবর্ষের বিগত সতেরো বছরের স্বাধীনতাকে বিপন্ন ক'রে চীন ও পাকিস্তান উদ্যত হ'য়েছে তাকে গ্রাস ক'রতে, তেম্‌নি তার কুমারীত্বকে বিপন্ন ক'রে কপিল চেয়েছিল তাকে তার উপভোগের পাত্রী হিসেবে পেতে। একই সঙ্গে আজ তাদের সকলের মুখোস খ'সে প'ড়ে আসল মুখ বেরিয়ে প'ড়েছে। পরিচয়ের অমৃত না-জানি অলক্ষেই কখন্ দারুন একটা অবিশ্বাস আর ঘৃণার গরলে মিশে বিষিয়ে গেল!

যখন বাড়ি এসে পৌঁছালো হেনা, ঘড়ির কাঁটায় তখন আটটা। যুধিষ্ঠির নিচেই দরজা খুলে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'রছিল। বললো: 'এই এতক্ষণে তবে ফিরতে পারলে দিদিমণি? সন্ধ্যা থেকে নিচে দিয়ে একটা ক'রে গাড়ি যাচ্ছে, আর মা ও বাবু ব'লছেন— দেখ তো যুধিষ্ঠির, ঐ বুঝি ওরা ফিরে এলো! উপর-নিচ ক'রতে ক'রতে কোমর ব্যথা ক'রে শেষ অবধি আমি নিচেই এসে দরজায় ব'সে আছি।'

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়লো হেনা, বললো: 'কেন, কতদিন তো এর অনেক পরেও ফিরেছি, কোনোদিন তো এ ভাবে তুমি নিচের দরজায় এসে ব'সে থাকোনি!'

এবারে উপর-সিঁড়িতে হেনাকে অনুসরণ ক'রে যুধিষ্ঠির বললো: 'আজও হয়তো থাকতে হ'তো না, কিন্তু বিকেলের দিকে বাবু হঠাৎ কেমন অস্থির হ'য়ে পড়ায় কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বুকটা মালিস ক'রে দিলাম, পুরণো শিশি থেকে মা এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিলেন; তুমি আসচো কিনা তাই ভাবছিলেন।'

—'বলো কি যুধিষ্ঠির?'

যাও-বা বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে এতক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রছিল হেনা, এবারে আর এতটুকুও দ্বিধা না ক'রে দ্রুত পায়ে সোজা সে ছুটে গিয়ে বাবাকে ছু'হাতে জড়িয়ে ধ'রলো।—'যুধিষ্ঠিরের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি হঠাৎ আবার অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েছিলে বাবা?'

পাশেই করবী দেবী অপেক্ষা করছিলেন, বললেন: 'তুই তবে এতক্ষণে ফিরতে পারলি, এই না সন্ধ্যা নাগাদই তোকে নিয়ে কপিল ফিরে আসে?'

ঋতেনবাবু বললেন: 'কই, কপিলকে যে দেখতে পাচ্ছি না?'

—'আমি একাই চ'লে এলাম। এস্‌প্লানেড থেকে বাস চেঞ্জ ক'রে আসতে এতক্ষণ যা সময় নিল।' ব'লতে গিয়ে হেনা স্পষ্ট অনুভব ক'রলো—গলার স্বর তার কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে, তাই বাবার

অসুস্থতার কথা পুনরায় জিজ্ঞেস ক'রতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সে।

করবী দেবী বল্‌লেন: 'তা—তুই দেখি ঘামে একেবারে নেয়ে উঠেছিস! ব্যাপার কি, গাড়ি ক'রে কপিল তোকে নিয়ে গেল, গাড়ি ক'রেই তো আবার তোকে পৌঁছে দেবে সে! কোথায় কোন্ মুল্লুকে গ্রাম দেখতে গিয়ে একা তুই এ ভাবে বাসে ফিরে আসবি কেন?'

—'না এসে উপায় ছিল না, তাই এলাম।' ব'লতে গিয়ে বুকের ভিতরটা আর একবার আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো হেনার। জিজ্ঞেস ক'রলো: 'বীরেন আসেনি মা? কিছু নোট্‌স্ আর সাজেশান রেখে যাবার কথা ছিল তার।'

—'রেখে গেছে বৈ কি, ঘরে গিয়ে তোর নিজের টেবলেই পাবি।' থেমে করবী দেবী বললেন: 'কপিলের সঙ্গে তুই বেরিয়েছিস শুনে মনে হ'লো—বীরেন ঠিক খুসী হয়নি। কাল সন্ধ্যায় তাকে এসে তোর সঙ্গে চা খেতে ব'লেছি।'

হেনার চোখে মুখে তখনও কেমন একটা দারুণ ক্লান্তি আর অস্বাভাবিকতা ফুটে ছিল। সেটুকু এতক্ষণ স্পষ্ট চোখে প'ড়ছিল ঋতেনবাবুর। শারীরিক অসুস্থতায় বেশী কথা ব'লতে তাঁর কষ্ট হ'চ্ছিল সন্দেহ নেই, তবু বললেন: 'সারাদিনে আজ তো তোর অনেক ছবি তুলে আনার কথা, তা—কই, সকালের মতো এখন তোর কাঁধে ক্যামেরা দেখছি না যে?'

এবারে যতটা পারলো, সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো হেনা, তারপর দারুণ একটা উৎকণ্ঠা আর ঘৃণার কণ্ঠে বললো: 'ও ক্যামেরার ছবি এ ঘরে আনবার মতো নয় বাবা। কপিলের ক্যামেরা তাই কপিলকেই ফেরৎ দিয়েছি। হি ইজ এ রোগ এ্যাণ্ড স্কাউনড্রেল।' ব'লে একটুকালও আর না দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটে চ'লে গেল হেনা।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে করবী দেবী বললেন : 'মেয়েকে না গ্রাম দেখতে পাঠাও, মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে কপিলের মতো বিলেত ফেরৎ ব্যবসায়ী ছেলের কথা না ব'সে ব'সে ভাবো, এবারে দেখ কি হ'লো! কোনোদিন মেয়েকে এ অবস্থায় ঘরে ফিরে আসতে হয়নি, নিশ্চয়ই কপিলের কাছ থেকে ও দারুণ আঘাত নিয়ে ফিরেছে, নইলে—'

বাধা দিয়ে ঋতেনবাবু বললেন : 'আঃ—এই যে হঠাৎ তুমি ক্ষেপে ওঠো, এ রোগ তোমার কোনোকালে গেল না! মেয়েকে পাঠিয়ে বা তার বিয়ের কথা ভেবে আমি ভুল করিনি, ভুল যদি হ'য়ে থাকে, সে অন্য কোথাও। যাও, উঠে মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ—কি হ'য়েছে!'

করবী দেবী তাই ক'রলেন। ততক্ষণে শাড়ি ব্লাউস পাল্টে সোফার উপর শুয়ে প'ড়েছিল হেনা। কিন্তু মাথা থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা তার এতটুকুও নামেনি। যতই সে কপিল সম্পর্কে মনে মনে ভাবছিল—ততই বিস্ময়ে সারা মন তার আচ্ছন্ন হ'য়ে যাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিতে আর কপালের বলীরেখায় তা স্পষ্ট ধরা প'ড়ছিল হেনার। সেটুকু দৃষ্টি এড়ালো না করবী দেবীর। জিজ্ঞেস ক'রলেন : 'হ্যাঁরে, খুলে বল্ তো কি হ'য়েছে? মনে হ'চ্ছে কপিলের কাছ থেকে তুই কিছু-একটা গুরুতর আঘাত আর অপমান নিয়ে ফিরেছিস, অথচ না ব'লে চেপে যাচ্ছিস তুই; বল্, সত্যি কি না বল্?'

স্পষ্ট ক'রে একথার কিছু-একটা জবাব দিতে না পেরে নীরবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হেনা।

করবী দেবী বললেন : 'আমি আগেই না ক'রেছিলাম—গিয়ে কাজ নেই, তা তোর বাবা তো কারুর বারণ শুনবে না, জীবন ভ'রে জজিয়তি ক'রে ঘরেও জজিয়তি রায় দিয়ে গেল চিরকাল। কি রে, কিছু ব'ল্ছিস না কেন? খুলে বল্ কি হ'য়েছে!'

—'আঃ—বড্ড বিরক্ত ক'রছো তুমি।' নিজের উপর বিরক্তি নিয়ে হঠাৎই তা মায়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশ ক'রে বসলো হেনা, এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে যথাসম্ভব সাম্‌লে নিতে চেষ্টা ক'রে বললোঃ 'লক্ষ্মী মা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও; বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে ফিরেছি, প্লিজ, আজ আর কিচ্ছুটি জিজ্ঞেস কোরো না।'

করবী দেবী চিন্তা ক'রে দেখলেন— এই নিয়ে মেয়েকে আজ আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই। তাই ব'ললেনঃ 'যুধিষ্ঠিরকে বলি, এখানেই তোকে খাবার দিয়ে যাক; খেয়ে উঠে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়।' ব'লে ধীরে ধীরে মেয়ের পাশ থেকে উঠে প'ড়লেন করবী দেবী।

তারপর রাত্রিটা যে কোথা দিয়ে ভাঙা বেহালার ছেড়া তারের একটা চাপা কর্কশ শব্দের মতো কেটে গেল, কেউ তা জানলো না।

সকালে উঠে কিছুই গোপন রাখলো না হেনা। যে কথা মায়ের চাইতে বাবাকেই সে বলতে পারতো, সে কথা মাকেই সে অকপটে প্রকাশ ক'রে বললোঃ 'আমার জন্মদিনে কপিলকে নেমন্তন্ন ক'রে কী ভুল যে ক'রেছিলাম মা, আজ তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কিন্তু মানুষের বাইরেটাকে দেখেই যদি সব বোঝা যেতো, তবে বোধ করি পৃথিবীতে সমস্যা ব'লে কিছু আর থাকতো না। কপিল সম্পর্কে আমার ভুল ভেঙেছে, এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াবার মতো সুযোগ তার আর কোনোদিনই হবে না।'

আদ্যপান্ত সব শুনে করবী দেবীর মুখখানি অলক্ষ্যে কেমন গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। এতখানি তিনি কল্পনা করেন নি। এ বাড়িতে আজ অবধি কম লোক যায়-আসেনি, তারা স্বভাবের শালীনতা নিয়েই ঘনিষ্ঠভাবে কাছে এসেছে, তাই মেয়েকে অবাধে সকলের সঙ্গে মিশতে দিতে দ্বিধা করেন নি তিনি। আজ হেনা নিজে থেকে যাকে ক্ষমা ক'রতে পারেনি, তার সম্পর্কে নীরবে মুখ বুজে থাকতে পারলেন না করবী দেবী। কথাটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কানে তুললেন।

বললেনঃ 'যে যখন ঘরে আসে
পায়। এবারে কপিলকে ডেকে
বাগান সুদ্ধ তুলে এনে তোমাকে
অল্প বয়সের ছেলে, এরই মধ্যে সে এত
ইজিচেয়ারে শান্তভাবে ব'সে ছিলে
ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রলেন।
যে কতখানি আলোড়নের সৃষ্টি ক'রেছে, বাইরে
না গেলেও ভিতরে ভিতরে তিনি আগুন হ'য়ে
'এতদিন কপিল সম্পর্কে তুমিই বা এমন কি কঠো
তা যাক্। ওর এত বড় বেয়াদপী আমি কিছুতেই সহ্য
ওদের বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটা যেন কি ব'লেছিল!
ব্যাপারে কপিলের সঙ্গে আগে মুখোমুখি কথা ব'লতে চাই। আচ্ছা
টেলিফোন নাম্বার থাক, যুধিষ্ঠিরকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বলো, আমি
নিজে গিয়েই ওকে চার্জ ক'রছি।'

মানসিক উত্তেজনায় এবং শারীরিক জড়তায় চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও পুনরায় ব'সে প'ড়লেন ঋতেনবাবু।

কিছুক্ষণ নীরবে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে করবী দেবী বললেনঃ 'এই শরীর নিয়ে তুমি নিজে যাবে কপিলের সঙ্গে দেখা ক'রতে?'

—'প্রয়োজন হ'লে যেতে হবে বৈ কি!' উত্তেজিত কণ্ঠেই ঋতেনবাবু বললেনঃ 'যুধিষ্ঠিরকে বলো ট্যাক্সি ডেকে আনুক।'

করবী দেবী বললেনঃ 'কিন্তু ট্যাক্সি নিয়ে যাবে কোথায় তুমি? কপিল তো কই সেদিন তাদের বাড়ির ঠিকানা রেখে যায়নি!'

এবারে আর একবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে পুনরায় ব'সে প'ড়লেন ঋতেনবাবু। বললেনঃ 'দি মিস্ট্রি ইজ দেয়ার।' তারপর মেয়েকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রলেনঃ 'যাবার পথে কপিল কি তোকে নিয়ে তাদের বাড়ি হ'য়ে গিয়েছিল?'

লা ঃ 'তাদের বাড়ি হ'য়ে যাবার

নন না ঋতেনবাবু, বললেন, 'আই

। আমি ওর এগ্রেনষ্টে স্যুট ফাইল

অপমান করেনি, ঠিকানা রেখে না গিয়ে

রেছে। ও জানে না যে, ঋতেন চাটার্জি

নও সে কোর্টে যথেষ্ট হোল্ড রাখে। যারা

াল তাদের শাস্তি দিয়েছি। আজও আমি

মুখোস খুলে দিতে দ্বিধা ক'রবো না।'

দেবী বললেন ঃ 'সন্ধ্যায় বীরেন এলে অন্ততঃ জিজ্ঞেস ক'রে দেখ। —সে জানে কিনা ঠিকানাটা!'

ঋতেনবাবু বললেন ঃ 'বাট ইন দি মিন্-হোয়াইল দি বার্ড উইল ফ্লাই ফর দি নিউ স্কাই।'

ব'ললেন বটে ঋতেনবাবু, কিন্তু কার্যতঃ তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কিছু একটা ক'রে উঠতে পারলেন না।

সন্ধ্যায় বীরেন এসে কিছু না জেনেই প্রথম প্রশ্ন ক'রলো হেনাকে ঃ 'খুব এন্জয় ক'রলে তো কাল?'

সে কথার স্পষ্ট জবাব না দিয়ে হেনা বললো ঃ 'বাট এ ম্যান ইজ নোন্ দি কম্পেনী হি কিপ্স। তুমিও আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হ'য়ে গেছ আমার কাছে ব্যানার্জি। ইউ আর অল ইকোয়াল, ভাল্গার, বোগ, চীট—।

বীরেন ইতিপূর্বে কখনও হেনার এরকম কোনো উক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল না, তাই হেনার কথা শেষ না হ'তেই উচ্চশব্দে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর থেমে বললো ঃ 'তোমার এই মতবাদের ব্যাখ্যা আমি ক'রবো না চাটার্জি, তবে তোমার এই অভিজ্ঞার পিছনে কোথাও কিছু একটা পরম সত্য লুকিয়ে আছে, আমি বিশ্বাস করি।'

হেনা জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'কাল সকালে তুমি কোথায় ছিলে? শুনলাম—কপিলের ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে বাসায় পায়নি। গ্রাম-দর্শনে আমি তোমাকে সঙ্গে নিতে ব'লেছিলাম।'

বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধ'রে বীরেন বললোঃ 'কপিল যদি ব'লে থাকে—তার ড্রাইভার গিয়ে আমাকে পায়নি, তবে মিথ্যে ব'লেছে। কাল সকাল থেকে সারাদিন একনাগারে আমি ঘরেই ছিলাম, বিকেলের দিকে শুধু প্রফেসারের বাড়ি হ'য়ে তোমাদের এখানে এসে ঘুরে যাই। যখন শুনলাম—তুমি কপিলের সঙ্গে বেরিয়েছ, ভালো লাগেনি। এটা জেলাসির কথা নয়, কারণ কপিল সম্পর্কে আমার কোনো জেলাসি নেই। তবে নতুন ফ্রেইণ্ডের একক সান্নিধ্য পাবার বাসনা তো তোমার অবশ্যই থাকতে পারে!'

এবারে হঠাৎই কেমন চিৎকার ক'রে উঠলো হেনাঃ 'বীরেন, হোয়াট ডু ইউ মিন্?'

পাশের ঘর থেকে সেই মুহূর্তেই উঠে এসে এ ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন ঋতেনবাবু। বললেনঃ 'এই যে বীরেন তুমি এসেছ, ভালই হ'য়েছে। কপিলের বাড়িটা তুমি চেন?'

—'না তো, কোনোদিন তাদের বাড়িতে যাবার আমার কোনো অকেশন হয়নি।' থেমে বীরেন জিজ্ঞেস ক'রলোঃ 'কিন্তু আমি এসে অবধি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এ যেন সুরে বাধা তানপুরাটা হঠাৎ কেমন বেসুরো বেজে উঠতে সুরু ক'রেছে, ছন্দ যতি বা রাগের কোথাও মিল নেই!'

ঋতেনবাবু বললেনঃ 'এ যুগটাই বুঝি অমিলের যুগ, মিল খুঁজতে গিয়ে তাই আমরা আরও জট পাকিয়ে ফেলছি।' তারপর থেমে বললেনঃ 'আমার বাড়িতে পাবলিক-রিলেশন একটা মস্তবড় জিনিষ। মানুষ যদি মানুষের কানেক্শন না চাইবে, তবে বাঁচবে কি ক'রে? তুমি তো জানো বীরেন, হেনার ফ্রি মুভ্মেণ্ট সম্পর্কে আমরা তাই কোনোকালে প্রেজুডিস রাখিনি। প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস—

ও ছু'টোকেই আমি চিরকাল ঘৃণা ক'রেছি। কিন্তু তাই ব'লে কেউ আন্‌ডিউ স্কোপ নিয়ে মেয়েদের নারীত্বের যেখানে সব চাইতে বড় অপমান, সেই অপমানের কালিমা এঁকে দিতে দ্বিধা করে না, আমি তাকে ক্ষমা ক'রতে পারি না বীরেন। আই উড গিভ্‌ হিম এ হেবি পানিশমেণ্ট।'

বীরেনের কাছে এবারে আসল বিষয়টার কিছুই আর অস্পষ্ট রইল না। ইচ্ছে হ'লো—এই মুহূর্তে কপিলকে কাছে পেয়ে তাকে একটা সমুচিত -শিক্ষা দিয়ে ঋতেনবাবু এবং হেনার কাছে তার নিজের লজ্জা থেকে সে মুক্তি পায়। কিন্তু আপাতত তার কোনো সুযোগই যখন মিললো না, তখন ঋতেনবাবুর সামনে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে নিজের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সে কিছুই মাথায় আনতে পারলো না।

হেনা বললোঃ 'তোমাকে কিছু ক'রতে হবে না বাবা; মিছেমিছি তাতে শুধু লোক-হাসানোই হবে। আফটার অল উই আর নট ক্লাউন্‌স্‌। তুমি যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো।'

অসুস্থ শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্টই হ'চ্ছিল ঋতেন বাবুর। এবারে নিজের ঘরের দিকে পুনরায় পা বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'এস, ব'সবে এস বীরেন।'

বীরেন বললোঃ 'আজ ঠিক বসবো ব'লে আসিনি। অনেকগুলো কাজ নিয়ে বেরিয়েছি, সেগুলো শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। তা ছাড়া পরীক্ষার যে আর ক'টা দিনও মাত্র বাকী নেই, ছু'পাতা পড়াও যে দরকার! আজ তাই আর চায়ের কাপ নিয়ে ব'সবো না। চলি।' ব'লে একটুকালও আর দাঁড়ালো না বীরেন, দ্রুতপায়ে সোজা সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

আজ আর তাকে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্মিত সম্ভাষণে বিদায় দিল না হেনা। তবু নিজের অজান্তেই কেন যেন ঘরের মেঝে থেকে দরজার চৌকাঠে এসে একবার পা রাখলো সে। চোখে

প'ড়লো—বাবা তখনও ঘরে ফিরে যান নি, একান্তে দাঁড়িয়ে আপন মনে কি যেন ভাবছেন।

এবারে দু'পা কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো হেনা।

সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত ক'রে ঋতেনবাবু বললেন: 'বীরেন বোধ করি কিছু ব'লবে ব'লে আবার উঠে আসচে, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম। শুনতে পাচ্ছিস না সিঁড়িতে পায়ের শব্দ?'

পেলো বৈ কি শুনতে হেনা, কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখালো না।

ইতিমধ্যে সিঁড়ি ভেঙে যে এসে অকস্মাৎ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়লো, সে বুঝি কোনো ব্যক্তি নয়, অনেক অন্ধকারে সে যেন বিরাট একটা আলো, অনেক কান্নায় সে যে সঙ্গীতের সান্ত্বনায় ভরা এক প্রশান্ত সুর!

সহসা কেমন একটা খুসী-ভরা বিস্ময়ে ফেটে প'ড়ে হেনা ব'লে উঠলো: 'সে কি পল্লবদা, আপনি!'

স্মিতকণ্ঠে পল্লব বললো: 'কেন, বিশ্বাস হ'চ্ছে না?'

ঋতেনবাবু বললেন: 'সত্যিই বিশ্বাস হ'চ্ছে না মাষ্টার। এত দিনে যাহোক তুমি তবে ফিরে আসতে পারলে?'

পল্লব বললো: 'মনে হ'চ্ছে পারলাম। গুরুজির জন্যেই গিয়েছিলাম, গুরুজি মুক্তি দিয়ে গেলেন, তাঁর বাকী কাজ শেষ ক'রে এতদিনে তবে ছুটি পেলাম।' তারপর হেনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো: 'খুব রাগ ক'রেছ-তাই না?'

—'ক'রেছিলাম, ভীষণ রাগ ক'রেছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই।' ব'লে সহসা উপুর হ'য়ে পল্লবকুমারকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো হেনা।

তার বেনীবন্ধ মাথার উপর দিয়ে হাত স্পর্শ ক'রে নিয়ে পল্লব বললো: 'আর কোথাও থেকে আমার কোনো ডাক আসার সম্ভাবনা নেই। এবার থেকে তোমার ক্লাসিক সুরু হেনা।'

ঋতেনবাবু বললেন: 'আমরা তবে এবার থেকে নিশ্চিন্ত, কি বলো ?'

উত্তরে কিছু-একটাও না ব'লে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে হাসি টেনে নিল মুখে পল্লব।

হেনা বললো: 'তুমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে যাও রেস্ট নাও গিয়ে বাবা।' তারপর পল্লবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো: 'চলুন পল্লবদা, ঘরে গিয়ে ব'সবেন চলুন।'

বারান্দা ছেড়ে এবারে ঘরে উঠে এলো পল্লব।

মনে মনে এতদিনে গভীর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো হেনা॥

॥ সমাপ্ত ॥